চাকরির নানা খবর দুয়ের পাতায়

৫৮ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী ৭ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৮ বর্ষ, ৮ সংখ্যা, ২৯ অগ্রহায়ণ – ৫ পৌষ, ১৪৩০ ঃ ১৬ ডিসেম্বর – ২২ ডিসেম্বর, ২০২৩ | Kolkata : 58 year : Vol No.: 58, Issue No. 8, 16 December - 22 December, 2023 | ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : এথিক্স কমিটির রিপোর্ট সংসদে জমা পড়ার দিনই

টাকা নিয়ে প্রশ্ন করা ও নিজের লগইন আইডি বাইরের লোককে দেওয়ার অভিযোগে সংসদ থেকে বহিস্কার করা জল মহুয়া মৈত্রকে।

রবিবার : স্বচ্ছ ভারত মিশনে পিছিয়ে আছে পশ্চিমবঙ্গ। তার মধ্যেই রাজ্যে শুরু হতে চলেছে এই প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়। এবার বিতর্ক এড়াতে কেন্দ্রীয় প্রকল্পে নজরদারির জন্য নিজেদের পর্যবেক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য।

সোমবার : শত চেষ্টা করেও মিলছে না নিয়োগ দুর্নীতি মামলায়

গ্রেফতার হওয়া সুজয় ভদ্র ওরফে কালীঘাটের কাকুর কণ্ঠস্বরের নমুনা। বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে এসএসকেএম। পরবর্তী কর্মপন্থা ঠিক করতে দিল্লিতে বৈঠকে বসল ইডি।

মঙ্গলবার : কাশ্মীরে ৩৭০ধারা রদের কেন্দ্রীয় সরকারি সিদ্ধান্ত

সাংবিধানিক ভাবে বৈধ বলে রায় দিল পাঁচ জনকে নিয়ে গঠিত সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। তবে আগামী সেপ্টেম্বরের মধ্যে সেখানে ভোট করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বুধবার : রেশন দুর্নীতি মামলায় আদালতে প্রথম চার্জশিট পেশ

করে ইডি দাবি করল ভুয়ো চাষিদের নামে ৫০ টি ব্যাংক একাউন্ট খুলে ৪৫০ কোটির বেশি সরকারি টাকা নিজেদের পকেটে পুরেছে মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ও তার ঘনিষ্ট ব্যবসায়ী বাকিবুর রহমান।

বৃহস্পতিবার : ২২ বছর আগে সংসদ হামলার দিনেই সংসদের

চলতি শীতকালীন অধিবেশন আচমকা দুই যুবক দর্শক আসন থেকে ঝাঁপ দিয়ে সভার ভিতরে স্লোগান এবং ধোঁয়া ছড়িয়ে হৈচৈ ফেলে দেয়। বাইরেও দুজন স্লোগান দিতে থাকে।

শুক্রবার : কয়লা পাচার তদন্তে সিআইএসএফ কর্মী, ব্যবসায়ী সহ

লালা ওরফে অনুপ মাঝি ঘনিষ্ট ১২জনের বাড়িতে একযোগে তল্লাশি চালালো সিবিআই। উদ্ধার হয়েছে বেশ কিছু নথিপত্র। গ্রেপ্তার হয়েছে ২জন।

সবজান্তা খবরওয়ালা

মুখ্যমন্ত্রী ভূমি ব্যথা বুঝলেও বুঝতে নারাজ প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত বছর ২০২২ সালে এক প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় বলেছিলেন ভূমি দপ্তর ঘুঘুর বাসা। এরপর বিএলআরও অফিসের নামে অভিযোগ অনুযায়ী জেলাগুলিকে বিভিন্ন রং–এর জোনে ভাগ করা এবং কয়েকটি ব্লকে পরিদর্শন ছাড়া তেমন কিছুই হয় নি। এমনকী দক্ষিণ ২৪পরগনার বিষ্ণুপুর ২নং ব্লক ভূমি দপ্তরে এক প্রতিষ্ঠানের বৈধ দলিলে ক্রয় করা জমি জাল দলিল মারফত অন্য লোকের নামে রেকর্ড করে দেওয়া তৎকালীন বিএলএলআরও সুদীপ চন্দের নামে নির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলেও জেলা প্রশাসন কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন মনে করেনি। আর

সুদীপবাবু বিষ্ণুপুর থেকে চলে যাওয়ার আগে রেকর্ড পরিবর্তন করে জাল দলিলকারীর বদলে আবার অন্য আর একজনের নামে রেকর্ড করে যান। এরপর অন্যত্র গিয়ে বহাল তবিয়তে অফিসারগিরি করে যাচ্ছেন। সরকারি নির্দেশ থাকলেও যাওয়ার আগে পর্যন্ত জাল দলিলকারীর নামে পুলিশে অভিযোগ পর্যন্ত দায়ের করলেন না। তৃণমূলের স্থানীয় ব্লক সভাপতি সুদীপ বাবুর কার্যকলাপ সম্পর্কে ক্ষুব্ধ হলেও কেন তিনি জাল দলিলকারীকে বাঁচাতে চাইলেন তার কিন্তু কোনো তদন্ত হল না। অথচ দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভূমি দপ্তর ছিল রেড জোনে।

এভাবেই এই ধরনের অফিসাররা কুকর্ম করে দিব্যি ভূমি দপ্তরে কাজ করে চলেছেন, অসাধু চক্রের সঙ্গে হাত মিলিয়ে প্রতারিত করে চলেছেন সাধারণ মানুষকে। মানুষের এই ভূমি ব্যথার কথা দরদী মুখ্যমন্ত্রী জেনেছেন বলেই গত মঙ্গলবার দুপুরে শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে সরকারি সুবিধা বিলির অনুষ্ঠানে রাজ্যের ব্লক ভূমি সংস্কার আধিকারিক বা বিএলএলআরওদের একাংশের বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর দুয়ের পাতায়

দক্ষিণ ২৪ পরগনা যেন গোলকধাঁধা

কুনাল মালিক : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ব্লক থেকে মহকুমা স্তরের ভূমি ও ভূমি সংস্থার দফতর যেন এক গোলকধাঁধা। এই গোলক ধাঁধায় সাধারণ মানুষকে দীর্ঘদিন ধরে হয়রান ও নাজেহাল হতে হচ্ছে। জেলার মানুষের নানা হয়রানির ঘটনার মধ্য থেকে একটি ঘটনা এখানে তুলে ধরলাম। জেলার আলিপুর সাব ডিভিশনের বিষ্ণুপুর–২ নম্বর ব্লকের অন্যতম সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতি। দীর্ঘ ৬০ বছর ধরে সমাজ কল্যাণের স্বার্থে নানা কাজ করে আসছে। ১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সামালি মৌজায় জেএল নম্বর ২৩ এর অন্তর্গত ১২৫৫ দাগে (হাল দাগ–১৩১৮) ০.২৩ শতক জমি নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে কেনা হয়। যার দলিল নম্বর ৩৬৫০। পরে তার মধ্যে ০.২০ শতক বিক্রয় করা হয় সমিতির প্রয়োজনে। দীর্ঘদিন ধরে ০.০৩ শতক জমি সমিতি বিনা বাধায় ভোগ দখল করে আসছিল। এমন কি ওই জমিতে ২০০৮ সালে প্রখ্যাত লেখিকা আলিপুর বার্তা ভবনের শিলান্যাস করেন।

পরে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার সময় বিষ্ণুপুর–২ ভূমি ও ভূমিসংস্কার দফতরে রেকর্ড করতে গেলে দেখা যায় ওই জমি রসিদ মোল্লার নামে রেকর্ড করা হয়েছে। অথচ এ ব্যাপারে নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতিকে কিছুই জানানো হয়নি। সমিতির অভিযোগের ভিত্তিতে তৎকালীন বিএলআরও সুদীপ চন্দ রসিদ মোল্লার রেকর্ড বাতিল করেন। প্রমাণিত হয় রসিদ মোল্লা জাল রেকর্ড করেছিলেন। এরপর দুয়ের পাতায়

কুয়াশা মোকাবিলায় আসছে নতুন প্রযুক্তি : জেলাশাসক

গঙ্গাসাগর মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৪ ডিসেম্বর আলিপুরে আসন্ন সাগরমেলাকে সফল করতে বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে এক সভা করলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা। সুন্দরবন পুলিশ জেলার সুপার কোটেশ্বর রাও সহ প্রশাসনের উর্ধ্বতন আধিকারিরাও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। জেলাশাসক এদিন বলেন, এ বছর মেলা শুরু হবে ৮ জানুয়ারি চলবে ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত। গতবারের থেকেও তীর্থযাত্রীর সংখ্যা বাড়বে। সেজন্য এবারের মেলা সফল করতে কলকাতার আউটট্রাম ঘাট থেকে সাগর দ্বীপ পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় তীর্থযাত্রীদের জন্য নানা ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বাফার জোনও বাড়ছে। তীর্থযাত্রীদের জন্য নানা বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন যে চিকিৎসা, থাকা, খাওয়া, হারিয়ে যাওয়া মানুষদের খুঁজে দেন, তাদের ধন্যবাদ জানান। জেলাশাসক জানান এই সংগঠনের সহযোগিতা ছাড়া সাগরমেলা সফল করা অসম্ভব। ইতিমধ্যেই লট নম্বর–৮এ মুড়িগঙ্গা নদীতে এবং নামখানায় ড্রেজিং শুরু হয়েছে। জেটির কাজ চলছে। কপিলমুনির মন্দিরের সামনে ২ নম্বর রাস্তায় সমুদ্রতটের ভাঙন সংস্কারের কাজ চলছে। জেলা শাসক বলেন, গত বছর মেলার শেষ লগ্নে কুয়াশার কারণে খুব সমস্যা হয়েছিল। ফেরি চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তীর্থযাত্রীরা সমস্যায় পড়েন। তাই এবার কুয়াশার মোকাবিলায় অ্যান্টি ফগ লাইট লাগানো হবে। নদীর দিকে জেটিতে টাওয়ার লাগানো হবে। সুন্দরবন পুলিশ জেলার সুপার কোটেশ্বর রাও বলেন, তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য সবরকম ব্যবস্থা করা হচ্ছে। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষ থেকে রেড ক্রশের শ্যামল বরণ মুখার্জী বলেন, বিচের যেহেতু অবস্থা খারাপ, তাই তীর্থ যাত্রীদের সচেতন করতে হ্যান্ড মাইকের সংখ্যা যেন বাড়ানো হয়। পিএইচই যে হ্যাঙার করে, সেখানে যেন টয়লেটের সংখ্যা বাড়ানো হয়। খিদিরপুর সেবা সমিতির এক প্রতিনিধি জানান, মেলা প্রাঙ্গণে মাছ–মাংস এবং মদ্যপান রুখতে প্রশাসন যেন কঠোর হয়। কারণ ভিনরাজ্যের তীর্থযাত্রীরা এসব পছন্দ করেন না। জেলা শাসক এবং পুলিশ সুপার সমস্ত বিষয়গুলি নোট করেন। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উপস্থিতি এবং উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

ধান বিক্রিতে আগ্রহ নেই চাষিদের

কুইন্ট্যাল পিছু আড়াই থেকে পাঁচ কিলো ধান নেওয়ায় ক্ষুব্ধ চাষিরা

অরিজিৎ মণ্ডল

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন জায়গায় রাজ্য সরকারের ধানকেনা নিয়ে চলেছে চরম দুর্নীতি। পাথর প্রতিমাতে অফিসারদের সামনে মিল মালিককে কুইন্টাল পিছু আড়াই কিলো কাঠমানি দিতে হচ্ছে গরিব চাষিদের। কর্তৃপক্ষের দাবি ধানে ময়েশ্চার আছে, যার জন্য আড়াই কিলো করে ধান বাদ দিতে হচ্ছে চাষিদের। এ নিয়ে চাষিদের মধ্যে চলেছে ক্ষোভ। সুন্দরবন বর্ষায় বাঁধ ভেঙে মাঠে নোনা জল ঢুকে চাষের একটা বড় ক্ষতি হয়েছে। অন্যদিকে চাষের সময় অনাবৃষ্টি, আর এই ধান কাটার সময় অকাল বর্ষনে ধান নষ্ট হওয়ার পরেও কিছু ধান তুলে বাড়ি ফিরেছে চাষিরা আর সেই ধান রাজ্য সরকারের খামারে বিক্রি করে করতে গিয়ে দিতে হচ্ছে কাটমানি। সরকারি কর্মীদের দাবি এই বিষয়ে তারা কিছুই জানে না যা চাল বেশি নেওয়া হচ্ছে তার সবটাই মিল মালিকের পক্ষ থেকে নেওয়া হচ্ছে। এমনকি ময়েশ্চারজার মেশিনও ঠিক রয়েছে। কিন্তু অন্যদিকে মিল কর্তৃপক্ষের দাবি যে, এই বিষয় নিয়ে নাকি সরকারি

আধিকারিককে সাথে নিয়েই চাষিদের সাথে কথা হয়েছে আড়াই কেজি করে ধান বেশি নেওয়ার। একদিকে যখন চাষের ক্ষতির কারণে একের পর এক চাষির মাথায় হাত পড়েছে তখন একপক্ষ আরেক পক্ষকে দোষারোপ করলেও কেউই দায় নিতে চাইছে না এই বাড়তি ধানের। তবে বিরোধীদের অভিযোগ এ রাজ্যে প্রাক্তন খাদ্য মন্ত্রী নিজেই জেলে, তার চেলারা আর কতটা ভালো হবে। মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ চায় এই চাষিরা। পরোক্ষভাবে কাটমানির মতো ধান দিতে হচ্ছে মিল মালিকদের। সরকারি আধিকারিকদের পাশে বসে মিল মালিকরা সেই ধান কড়ায় গন্ডায় বুঝে নিচ্ছে চাষিদের কাছ থেকে। ক্ষুব্ধ চাষিরা জানিয়েছেন, অবিলম্বে এই প্রথা বন্ধ হোক। আর এ নিয়ে আন্দোলনের পথে যাওয়ার হুমকি দিয়েছেন বিরোধীরা।

প্রসঙ্গত, দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিভিন্ন ব্লকে সহায়ক মূল্যে ধান কেনা শুরু হয়েছে ৪–৫ দিন আগে। তবে যা খবর আসছে এবার ধান বিক্রি করার ব্যাপারে চাষিদের তেমন আগ্রহ নেই। কারণ জানার জন্য বজবজ–২ ব্লকের চাষি নেপাল ভৌমিককে ফোন করেছিলাম। তিনি জানালেন, এবার খুব কম পরিমান ধান হয়েছে। অকাল বর্ষণে ধান নষ্ট হয়ে গেছে। এরপর দুয়ের পাতায়

আদালতের নির্দেশে গঠিত হল পঞ্চায়েত

গোসাবা

নিজস্ব প্রতিনিধি : অবশেষে আদালতের নির্দেশে গঠন করা হলো পঞ্চায়েত।সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের গোসাবা গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ডটি ঝুলে ছিল দীর্ঘ চার মাস ধরে। হাইকোর্টের নির্দেশে পঞ্চায়েতের গড়ার কাজ শুরু করে জেলা প্রশাসন। মূলত আদালতের নির্দেশেই গত বুধবার ভোটাভুটির মাধ্যমে প্রধান নির্বাচিত হয়েছেন দিলীপ মণ্ডল এবং উপ প্রধান নির্বাচিত হয়েছেন সঞ্জীব মণ্ডল। দুজনই তৃণমূল কংগ্রেসের। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে গোসাবা গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট ১৮ আসনের নির্বাচনে বিজেপি ০১, নির্দল ০৪ এবং তৃণমূল কংগ্রেস একক ভাবে ১৩ টি আসনে জয়লাভ করে। যাঁরা নির্দল হিসেবে জয়লাভ করেছিলেন তারা সকলেই তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর লোক বলে পরিচিত। এরপর প্রধান কে হবে তাই নিয়ে শুরু হয় তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে দড়ি টানাটানি। জল গড়ায় হাইকোর্ট পর্যন্ত। পঞ্চায়েত গঠন ঝুলে থাকে ওই এলাকায়। পঞ্চায়েত গঠনকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়। শুধু তাই নয় নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছিল সমস্ত পঞ্চায়েত সদস্যদেরকেও।

বার্ধক্যভাতা সহায়তা কেন্দ্র নিয়ে নানা জল্পনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ তথা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জীর মানবিক উদ্যোগে তাঁর কেন্দ্র জুড়ে শেষ হল বার্ধক্য ভাতা সহায়তা কেন্দ্র কর্মসূচি। ৬–১০ ডিসেম্বর এবং ১১ থেকে ১৫ ডিসেম্বর দুটি পর্যায়ে এই কর্মসূচি হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিচালিত দুয়ারে সরকার কর্মসূচিতে নাম নথিভুক্ত করেও অনেকেই বার্ধক্য ভাতা এখনও পাননি। সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জী তাঁর কেন্দ্রের এক জনসভায় বলেছিলেন, তিনি বার্ধক্য ভাতা অবশ্যই পাইয়ে দেবেন। তিনি নাকি কথা দিলে কথা রাখেন। সেই কারণেই বোধহয়এই উদ্যোগ। তাঁর লোকসভা ক্ষেত্রে ৭৪ হাজার নাম আগে পোর্টালে নথিভুক্ত ছিল। নতুন করে অভিষেক ব্যানার্জীর সহায়তা কেন্দ্রে আরো ২৫ হাজার নাম নথিভুক্ত হয়েছে বলে সূত্রের খবর। মানুষের মনে প্রশ্ন তাহলে দুয়ারে সরকার করে কি লাভ? শাসক দলের সাংসদ কি পারেন শুধুমাত্র তাঁর কেন্দ্রে বৃদ্ধ–বৃদ্ধদের ভাতার জন্য নিজের সরকারের প্যারালাল কর্মসূচি করতে? যারা অভিষেকের সহায়তা কেন্দ্রে নাম নথিভুক্ত করলেন না, তারা কি ভাতা থেকে বঞ্চিত হবেন? নাকি নতুন করে শুরু হওয়া দুয়ারে সরকার কর্মসূচিতে আবার নাম নথিভুক্ত করতে হবে? এরপর দুয়ের পাতায়

ছাত্রীদের পাশে দাঁড়িয়ে পুরস্কৃত কৃষ্ণেন্দু ঘোষ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়

সুন্দরবনের স্কুল ছাত্রীদের ঋতুকালীন সুস্থতায় জোর দিয়ে ২য় বার জাতীয় পুরস্কার জিতলেন স্কুল পরিদর্শক কৃষ্ণেন্দু ঘোষ। স্কুল পরিদর্শক হিসেবে কাজ করতে গিয়েই গ্রামীণ এলাকায় ছাত্রীদের ঋতুকালীন স্বাস্থ্যের নানা সমস্যা প্রত্যক্ষ করেন তিনি। সিদ্ধান্ত নেন, নিজের কাজের পাশাপাশি নজর দেবেন স্কুল পড়ুয়া ছাত্রীদের স্বাস্থ্যের উন্নতিতে। সেই মতো ছাত্রীদের হাতে নিয়মিত স্যানিটারি ন্যাপকিন পৌঁছে দেওয়ার কাজ শুরু হয়। সেই সঙ্গে ঋতুকালীন স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতনতা বাড়াতেও নেন নানা উদ্যোগ। আর এই কাজের জন্যই সম্প্রতি শিক্ষাজগতে নতুন অবদানের জাতীয় পুরস্কার

পেলেন জয়নগর উত্তর চক্রের অবর স্কুল পরিদর্শক কৃষ্ণেন্দু ঘোষ। নতুন দিল্লির আম্বেদকর আন্তর্জাতিক কেন্দ্রে তাঁর হাতে পুরস্কার তুলে দেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। এর আগে বর্ধমান জেলায় স্কুল পরিদর্শক থাকার সময়, সেখানকার আদিবাদী শিশুদের স্কুলছুট আটকে জাতীয় পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়েছিলেন কৃষ্ণেন্দু ঘোষ। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার জাতীয় পুরস্কার জিতলেন তিনি। স্কুল ছাত্রীদের নিয়ে কৃষ্ণেন্দুর কাজ শুরু হয় ২০১৮ সাল নাগাদ। তার কিছুদিন আগেই জয়নগর উত্তর চক্রের স্কুল পরিদর্শক হয়ে আসেন তিনি। কিছুদিন কুলতলি চক্রের স্কুল পরিদর্শকের অতিরিক্ত দায়িত্বও সামলাতে হয়েছিল তাঁকে।

কৃষ্ণেন্দু বাবু জানান, সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রামীণ এইসব এলাকায় কাজ করতে গিয়ে ঋতুকালীন স্বাস্থ্য নিয়ে ছাত্রীদের দুর্দশার ছবিটা সামনে চলে আসে আমার। স্যানিটারি ন্যাপকিনের ব্যবহার জানতেন না অনেকেই। জানলেও আর্থিক ভাবে পিছিয়ে থাকা পরিবারের মেয়েদের কাছে তা ব্যবহার করার তেমন সুযোগ ছিল না। সংক্রমণ–সহ নানা শারীরিক সমস্যায় ভুগতে হত তাদের। মাসের নির্দিষ্ট সময় স্কুলে আসত না অনেকেই। ক্ষতি হত পড়াশোনায়। ঋতুকালীন স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতনতাও ছিল না এলাকায়। নানা কুসংস্কার ছিল। এ সবের বিরুদ্ধেই লড়াই শুরু করেন কৃষ্ণেন্দু। প্রথমেই স্কুল ধরে ধরে সমস্ত ছাত্রীদের হাতে তুলে দেন স্যানিটারি ন্যাপকিন। কৃষ্ণেন্দুর দাবি, কয়েকবছর ধরে এলাকার প্রায় ২৫টি স্কুলের হাজারেরও বেশি ছাত্রীকে কয়েক হাজার স্যানিটারি ন্যাপকিন দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যেই লকডাউনে স্কুল বন্ধ হয়ে যায়। এরপর দুয়ের পাতায়

ডাবু পর্যটন কেন্দ্র সংলগ্ন মাতলা নদীর তীরে চলছে বৃক্ষনিধন

সুভাষ চন্দ্র দাশ

সবুজ রক্ষা করতে মাঠে নামল ক্যানিং থানার পুলিশ প্রশাসন। বৃক্ষনিধনকারী দুষ্কৃতিদের ধরতে এবং সবুজ রক্ষা করতে নজরদারীর পাশাপাশি তল্লাশি অভিযান শুরু করলো তারা। শনিবার দুপুরে আচমকা ডাবু পর্যটন এলাকায় হানা দেয় ক্যানিং থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। সেখানে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে বেশকিছু কাটা গাছ উদ্ধার করে। যদিও বৃক্ষনিধনকারীদের গ্রেফতার করতে পারেনি। তবে পুলিশের এমন তৎপরতায় আগামী দিনে দুষ্কৃতিদের আনাগোনা কমবে এবং ডাবু পর্যটন কেন্দ্রের সবুজ রক্ষা পাবে বলে দাবী এলাকার মানুষের।

উল্লেখ্য বিশ্বউষ্ণায়নের ফলে একদিকে যেমন বৃষ্টিপাত নেই, পাশাপাশি চলছে খরা। অথচ অহরহ বৃক্ষনিধন করে প্রাকৃতিক পরিবেশ নষ্ট করার জন্য মূলত দায়ী সাধারণ মানুষ! অসচেতনতার জন্য সাধারণ মানুষই তার নিজের বিপদ ডেকে আনছে। একের পর এক বৃক্ষনিধন করে সবুজ পরিবেশ তথা প্রাকৃতিক ভারসাম্যকে ভয়াবহ ধ্বংসের দিকে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে বেশ কিছু দুষ্কৃতি সহ স্থানীয় গ্রামের বাসিন্দাদের একাংশ। ফলে একদিকে যেমন ডাবু পর্যটন কেন্দ্রের ঐতিহ্য হ্রাস পাচ্ছে, আবার তেমন ভাবেই পরিবেশ দুষিত হচ্ছে। ডাবু পর্যটন কেন্দ্র সংলগ্ন মাতলা নদীর তীরে প্রতিদিন চলছে বৃক্ষনিধন। আচমকা মাঠে নেমে ক্যানিং থানার পুলিশ প্রশাসন নজরদারী করায় সবুজ পরিবেশ কিছুটা হলেও রক্ষা পাবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন এলাকার মানুষজন। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে দক্ষিণ

২৪ পরগণা জেলার ক্যানিং ১ নম্বর ব্লকের মাতলা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে ১৯৮৬ সালে গড়ে উঠেছিল ডাবু পর্যটন কেন্দ্র। তৈরি হয়েছিল পিকনিক স্পটও। তৎকালীন সময়ে ভ্রমণ পিপাসু পর্যটকরা অনেকেই ডাবু পর্যটন কেন্দ্রে ভ্রমণ করতে আসতেন। ভ্রমণার্থীদের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাওয়ায় এলাকার সাধারণ মানুষের আয়ের পথ দেখা দিয়েছিল। ২০০৬ সালে একটি খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বন্ধ হয়ে যায় ডাবু পর্যটন কেন্দ্র। ২০১১ সালে রাজ্যে তৃণমূলের নতুন সরকার প্রতিষ্ঠা পেলে পুনরায় ডাবু পর্যটন কেন্দ্র পুনরজ্জীবিত হয়। অল্পবিস্তর পর্যটকরাও আসতে শুরু করেন মাতলা সংলগ্ন ডাবু পর্যটন কেন্দ্রের জঙ্গল,পাখির কলবর এবং পরিবেশ দেখার জন্য। তবে সেটাও ছিল সাময়িক। বর্তমানে সেই ডাবু পর্যটন কেন্দ্র একেবারেই পর্যটক শূণ্য। বন্ধ হয়ে গিয়েছে পর্যটকদের আনাগোনা। বর্তমানে ক্যানিংয়ের নিকারীঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ মাতলা নদীর তীরবর্তী জঙ্গলঘেরা ডাবু পর্যটন কেন্দ্র অবস্থিত। মাতলা নদীতে ভাটার সময় এলাকার একাধিক বাসিন্দা সহ দুষ্কৃতিরা ডাবু পর্যটন কেন্দ্রের একাধিক বৃক্ষ নিধন করে নদীতে জোয়ারের সময় জলে ভাসিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে। প্রকাশ্য দিনের আলোতেই চলছে এমন ধ্বংসলীলা। নাম জানাতে অনিচ্ছুক কয়েকজন সমাজসেবী এ বিষয়ে বলেন 'ডাবু পর্যটন কেন্দ্রে দুষ্কৃতিরা যে ভাবে বৃক্ষ নিধন করে চলছে,আগামী দিনে ইতিহাসের পাতা থেকে ডাবু পর্যটন কেন্দ্রের নাম মুছে যেতে পারে।' স্থানীয় এক শিক্ষকের কথায়, আমরা নিজেরাই নিজেদের বিপদকে ডেকে আনছি। যত্রতত্র বৃক্ষণ নিধন করার ফলে পৃথিবীতে তাপমাত্রা বেড়ে চলেছে। সংকট দেখা দিয়েছে জলেরও। পাশাপাশি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও বেড়েই চলেছে। অনুষ্ঠান সভা সমাবেশ করে কোন লাভ হবে না। সাধারণ মানুষ যদি সচেতন না হয় তাহলে আগামীদিনে মহাবিপর্যয়ের সম্মূখীন হতে হবে আমাদেরকে। এই মুহূর্তে সকলকে উদ্যোগ নিয়ে জল সংরক্ষণ,বৃক্ষ নিধন বন্ধ করা এবং বৃক্ষরোপনের কাজ করতে হবে। পাশাপাশি প্রশাসনকে দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি প্রদান করতে হবে। তবেই প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করা সম্ভব।

উত্তরের আঙিনায়

প্রফুল্ল চাকীর জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধার্ঘ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের মধ্যে অন্যতম প্রফুল্ল চাকী। যাঁর রক্ত চক্ষুর কাছে ব্রিটিশরা ছিল থরথর কম্পমান। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন এই মহান বিপ্লবী। সর্বকনিষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা ও অগ্নিযুগের বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীর ১৩৬ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে শিলিগুড়ি পুর নিগমের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন শিলিগুড়ি পুর নিগমের মেয়র গৌতম দেব, প্রতুল চক্রবর্তী সহ আরো বিশিষ্ট জনেরা।

সরকারি গাছ কাটতে এসে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: বেআইনিভাবে সরকারি গাছ কাটতে এসে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার এক ব্যক্তি। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুরের অশোকগ্রাম অঞ্চলে। সোমবার দুপুর ১টা নাগাদ শ্রীকৃষ্ণপুর এলাকায় অবৈধভাবে সরকারি গাছ কাটছিল একদল ব্যক্তি। প্রথমে সেই ঘটনা জানতে পেরে তাদেরকে বাধা দেয় গঙ্গারামপুর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতি সদস্য হেমন্ত বর্মন। বাধা দিতেই হেমন্ত বর্মনের উপর আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে চড়াও হয় গাছ কাটতে আসা রাফেল মুর্মু। এরপরেই হেমন্ত গঙ্গারামপুর থানায় খবর দিলে রাফেল মুর্মুর কাছ থেকে ৭ এমএম পিস্তল উদ্ধার করে পুলিশ। তাতে অবশ্য কোন গুলি ছিল না। রাফেলকে গ্রেফতার করে মহকুমা কোর্টে অঞ্চল সভাপতি মুক্তারুল সরকার জানিয়েছেন, বিজেপির হয়ে মাঝেমধ্যেই এলাকায় মস্তানি করতেন এই রাফেল মুর্মু।

কাজের খবর

কেন্দ্রীয় সংস্থায় ২৯৫ এক্সিকিউটিভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, : কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা এন.এল.সি লিমিটেড 'গ্র্যাজুয়েট এক্সিকিউটিভ ট্রেনি' পদে ২৯৫ জন লোক নিচ্ছে। কা কোন পদের জন্য যোগ্য।

মেকানিক্যাল : মেকানিক্যাল বা মেকানিক্যাল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬০% (তপশিলী হলে ৫০%) নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ : ১২০টি। এর মধ্যে থার্মাল পাওয়ার স্টেশন ও রিনিউয়েবল এনার্জিতে ৩৬টি (জেনাঃ ১৫, ই ডব্লু এস ৩৪, ও বি সি ১০, তঃ জাঃ ৫, তঃ উঃ জাঃ ৫, তঃ উঃ জাঃ ২)।

মাইন্স অ্যান্ড অ্যালায়েড সার্ভিসেস-এর ৮৪টি (জেনাঃ ৩৩, ই. ডব্লু. এস. ৮, ও. বি. সি ২৩, তঃ জাঃ ১৩, তঃ উঃ জাঃ ৭)।

ইলেক্ট্রিক্যাল (ই.ই.ই) : ইলেক্ট্রিক্যাল বা ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যাণ্ড ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং কিংবা পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬০% (তপশিলী হলে ৫০%) নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ : ১২০টি। এর মধ্যে থার্মাল পাওয়ার স্টেশন ও রিনিউয়েবল এনার্জিতে ৭১টি (জেনাঃ ২৯, ই.ডব্লু.এস ৭, ও.বি.সি ১৯ তঃজাঃ ১১, তঃউঃজাঃ ৫)। মাইন্স অ্যান্ড অ্যালায়েড সার্ভিসেস-এ ৩৮টি (জেনাঃ ১৭, ই.ডব্লুএস ৩, ও.বি.সি. ৮, তঃজাঃ ৭, তঃউঃজাঃ ৩)।

সিভিল : সিভিল, সিভিল অ্যান্ড স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬০% (তপশিলী হলে ৫০%) নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন কতে পারেন। শূন্যপদ : ২৮টি। এর মধ্যে থার্মাল পাওয়ার স্টেশন ও রিনিউয়েবল এনার্জিতে ১৫টি (জেনাঃ ৬, ইডব্লুএস ১, ও বি সি ৪, তঃ জাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ২)।

কম্পিউটার : কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার, ইনফর্মেশন টেকনোলজির ডিগ্রি কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬০% (তপশিলী হলে ৫০%) নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি কোর্স পাশরাও যোগ্য। শূন্যপদ : ২১টি। এর মধ্যে থার্মাল পাওয়ার স্টেশন ও রিনিউয়েবল এনার্জিতে ১৮টি (জেনাঃ ৭, ই.ডব্লু.এস ২, ও.বি.সি ৪, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ২)। মাইন্স অ্যান্ড অ্যালায়েড সার্ভিসেস-এ ৩টি (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ১)।

মাইনিং : মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬০% (তপশিলী হলে ৫০%) নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ : মাইন্স অ্যান্ড অ্যালায়েড সার্ভিসেস-এ ১৭টি (জেনাঃ ১১, ই.ডব্লু.এস. ১, ও.বি.সি ৪, তঃউঃজাঃ ১)।

ওপরের সব পদের বেলায় বয়স হতে হবে ১-১১-২০২৩'র হিসাবে ৩০ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি'রা ৩ বছর ও প্রতিবন্ধীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। ২০২৩ সালের 'গেট' পরীক্ষায় পাওয়া স্কোর প্রার্থীরাই যোগ্য। মূল মাইনে : ৫০,০০০-১,৬০,০০০ টাকা। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং : 08/2023.

প্রার্থী বাছাই হবে ২০২৩ সালের 'গেট' পরীক্ষায় পাওয়া স্কোর দেখে। এরপর হবে ইন্টারভিউ।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ২১ ডিসেম্বরের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে : www.nicindia.com এজন্য বৈধ একটি ই-মেল আই.ডি থাকতে হবে।

এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো, সিগনেচার, আধার কার্ড, জন্ম-সার্টিফিকেট, 'গেট-২০২৩' স্কোর কার্ড, কাস্ট সার্টিফিকেট, শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় প্রমাণপত্র স্ক্যাল করে নেবেন। প্রথম ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ৮৫৪ (তপশিলী ও প্রতিবন্ধী হলে ৩৫৪) টাকা অনলাইনে দিতে হবে। টাকা জমা দেওয়ার সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

ন্যাভাল ডকইয়ার্ডে ২৭৫ অ্যাপ্রেন্টিস

নিজস্ব সংবাদদাতা : ভারতীয় নৌবাহিনীর জাহাজ মেরামতির সংস্থা মুম্বইয়ের ন্যাভাল ডকইয়ার্ডের ডকইয়ার্ড অ্যাপ্রেন্টিস স্কুল ১৪টি ট্রেডে ২৭৫ জন অ্যাপ্রেন্টিস নিচ্ছে। নেওয়া হবে এইসব ট্রেডে।

ইলেক্ট্রনিক্স মেকানিক : আই.টি.আই থেকে ইলেক্ট্রনিক্স মেকানিক ও মেকানিক (রেডিও অ্যান্ড টি ভি) ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ : ৩৬টি (জেনাঃ ১৯, ও বি সি ১০, তঃ জাঃ ৫, তঃ উঃ জাঃ ২)।

ফিটার : আই টি আই থেকে ফিটার ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ : ৩৩টি (জেনাঃ ১৭, ও বি সি ৯, তঃ জাঃ ৫, তঃ উঃ জাঃ ২)।

শিট মেটাল ওয়ার্কার : আই টি আই থেকে শিট মেটাল ওয়ার্কার ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ : ৩৩টি (জেনা ১৭, ও বি সি ৯, তঃ জাঃ ৫, তঃ উঃ জাঃ ২)।

কার্পেন্টার : আই টি আই থেকে কার্পেন্টার ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশা যোগ্য। শূন্যপদ : ২৭টি (জেনাঃ ১৪, ও. বি. সি. ৭, তঃ জাঃ ৩, তঃ উঃ জাঃ ২)।

পাইপ ফিটার : আই. টি. আই থেকে প্লাম্বার ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ : ২১টি (জেনাঃ ১১, ও. বি. সি. ৬, তঃ জাঃ ৩, তঃ উঃ জাঃ ১)।

রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এ সি : আই টি আই থেকে মেকানিক রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এ সি ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ : ১৫টি (জেনাঃ ৮, ও বি সি ৪, তঃ জাঃ ২, তঃ উঃ জাঃ ১)।

পেইন্টার (জেনারেল) : আই টি আই থেকে পেইন্টার জেনারেল ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ : ১৬টি (জেনাঃ ৯, ও. বি. সি. ৪, তঃ জাঃ ২, তঃ উঃ জাঃ ১)। কোর্স পাসরা যোগ্য। শূন্যপদ : ১০টি (জেনাঃ ৯, ও. বি. সি. ৩, তঃজাঃ ১, তঃ উঃ জাঃ ১)।

মেকানিক মেশিন টুল মেন্টেন্যান্স : আই. টি. আস. থেকে মেকানিক মেশিন টুল মেন্টেন্যান্স, মিলরাইট মেন্টেন্যান্স মেকানিক ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ : ৬টি (জেনাঃ ৩, ও.বি.সি. ২, তঃ জাঃ ১)।

ফাউন্ড্রিম্যান : আই.টি.আই থেকে ফাউন্ড্রিম্যান ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ : ৫টি (জেনাঃ ৩, ও.বি.সি. ২, তঃ জাঃ ১)।

ওপরের সব ক্ষেত্রে মাধ্যমিক অন্তত ৫০% নম্বর আর আই.টি.আই. কোর্সে অন্তত ৬৫% নম্বর পেয়ে থাকতে হবে। জন্ম-তারিখ হতে হবে ২-৫-২০১০ বা তার আগে। শরীরের মাপজোখ হতে হবে লম্বায় অন্তত ১৩৭ সেমি আর অন্তত ২৫.৪ কেজি ওজন। দৃষ্টিশক্তি দরকার দু'চোখে ৬/৬ থেকে ৬/৯। ১৯৬১ সালের অ্যাপ্রেন্টিসেস আইন অনুযায়ী ১ থেকে ২ বছরের ট্রেনিং। যাঁরা আগে কোনো সরকারি, আধা-সরকারি বা, বেসরকারি সংস্থায় অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং নিয়েছেন বা, নিচ্ছেন, তাঁরা আবেদনের যোগ্য নন। সরকারি নিয়মানুযায়ী স্টাইপেন্ড পাবেন ৭,৭০০-৮,০৫০ টাকা। ট্রেনিং শুরু আগামী বছর ২ মে। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং DAS(V)/01/23.

মাধ্যমিক ও আই.টি.আইয়ের পরীক্ষায় পাওয়া নম্বরের ভিত্তিতে বাছাই প্রার্থীদের ২৮ ফেব্রুয়ারি লিখিত পরীক্ষা হবে। ৫০ নম্বরের প্রশ্ন হবে অঙ্ক (নম্বর ২০), জেনারেল সায়েন্স (নম্বর ২০), জেনারেল নলেজ (নম্বর ১০) বিষয়ে। ফল বেরোবে ২ মার্চ। সফল হলে ইন্টারভিউ ও ডাক্তারি পরীক্ষা হবে ৫ মার্চ থেকে ৮ মার্চ পর্যন্ত। ইন্টারভিউয়ের সময় সব প্রার্থীই যাতায়াতের ভাড়া ফেরৎ পাবেন।

প্রার্থীদের প্রথম নাম নথিভুক্ত করতে হবে, ২ জানুয়ারির মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে : www.apprenticeship.gov.in এজন্য পাশপোর্ট মাপের রঙিন ফটো, শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশাগত যোগ্যতা, জন্ম-তারিখ ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। তারপর ওই দরখাস্ত ডাকে পাঠাতে হবে ১ জানুয়ারির মধ্যে। তখন সঙ্গে দেবেন হল টিকিটের দু'টি কপি আর বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, কাস্ট সার্টিফিকেট ইত্যাদি প্রমাণপত্রের প্রত্যায়িত নকল। দরখাস্ত পাঠাবেন এই ঠিকানায় : The Office-in-Charge (For Apprenticespip), Naval Dockyard Apprentice School, VM Naval Base S.O., P.O. Visakhapatnam - 530 014, Andra Pradesh.

রাইটার্স লিমিটেডে ২৫৭ অ্যাপ্রেন্টিস

নিজস্ব সংবাদদাতা : রাইটার্স লিমিটেড ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস, ডিপ্লোমা অ্যাপ্রেন্টিস ও গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে ২৫৭ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। কারা কোন পদের যোগ্য।

ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস : মাধ্যমিক পাশরা আই টি আই থেকে সিভিল, ইলেক্ট্রিশিয়ান, সি. এডি অপারেটর/ড্রাফসম্যান ও অন্যান্য ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে আর মোট অন্তত ৬০% (তপশিলী, ও বি সি ও প্রতিবন্ধী হলে ৫০%) নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। ১ বছরের ট্রেনিং। স্টাইপেন্ড মাসে ১০,০০০ টাকা। শূন্যপদ : সিভিলে ২টি (জেনাঃ), ইলেক্ট্রিশিয়ান ৪টি (জেনাঃ ৩, ওবিসি ১), অন্যান্য ট্রেড ১০টি (জেনাঃ ৬, ই ডব্লু এস ১, ও বি সি ২, তঃ জাঃ ১), সি.এ.ডি. অপারেটর/ড্রাফটসম্যান ৫৩টি (জেনাঃ ২৪, ইডব্লুএস ৫, ও বি সি ১৪, তঃজাঃ ৭, তঃউঃজাঃ ৩)।

ডিপ্লোমা অ্যাপ্রেন্টিস (ইঞ্জিনিয়ারিং): পলিটেকনিক থেকে ইলেক্ট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, সিভিল, সিগন্যাল অ্যান্ড টেলি- কমিউনিকেশন, কেমিক্যাল/ মেটা-লার্জিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬০% (তপশিলী, ও.বি.সি ও প্রতিবন্ধী হলে ৫০%) নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। ১ বছরের ট্রেনিং। স্টাইপেন্ড মাসে ১২,০০০ টাকা।

শূন্যপদ : সিভিলে ৭টি (জেনাঃ ৫, ওবিসি ১, তঃজাঃ ১)। ইলেক্ট্রিক্যাল ৫টি (জেনাঃ ৪, ও.বি.সি. ১), সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ৪টি (জেনাঃ ৩, ও.বি.সি ১) মেকানিক্যাল ১১টি (জেনাঃ ৭, ইডব্লুএস ১, ও বিসি ২, তঃজাঃ ১)। কেমিক্যাল/মেটালর্জিক্যাল ১টি (জেনাঃ)।

গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিস (নন-ইঞ্জিনিয়ারিং) : যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েটেরা মোট অন্তত ৬০% (তপশিলী, ওবিসি ও প্রতিবন্ধী হলে ৫০%) নম্বর পেয়ে থাকলে 'এইচ আর' ট্রেডের জন্য যোগ্য। ফিনান্স স্পেশালাইজেশন হিসাবে নিয়ে বি কম বা বিবিএ কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬০% (তপশিলী, ও বিসি ও প্রতিবন্ধী হলে ৫০%) নম্বর পেয়ে থাকলে 'ফিনান্স' ট্রেডের যোগ্য। ১ বছরের ট্রেনিং।

স্টাইপেন্ড মাসে ১৪,০০০ টাকা।

শূন্যপদ এইচ আর এ ১৫টি (জেনাঃ ৮, ই ডব্লু এস ১, ও বি সি ৩, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১)। ফিনান্সে ২৮টি (জেনাঃ ১৩, ই ডব্লু এস ২, ও বি সি ৭, তঃজাঃ ৪, তঃ উঃ জাঃ ২)।

গ্র্যাজুয়েট অপারেটর (ইঞ্জিনিয়ারিং) : সিভিল, ইলেক্ট্রিক্যাল, সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম, মেকানিক্যাল, কেমিক্যাল/মেটালর্জিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের গ্র্যাজুয়েটেরা মোট অন্তত ৬০% (তপশিলী, ও বিসি ও প্রতিবন্ধী হলে ৫০%) নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য : ১ বছরের ট্রেনিং। স্টাইপেন্ড মাসে ১৪,০০০ টাকা।

শূন্যপদ : সিভিলে ৩৯টি (জেনাঃ ১৯, ই.ডব্লু.এস ৩, ও.বি.সি ১০, তঃজাঃ ৫, তঃউঃজাঃ২)। ইলেক্ট্রিক্যাল ২১টি (জেনাঃ ১০, ই.ডব্লু. এস ২, ও বি সি ৫, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ১)। সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ১৬টি (জেনাঃ ৮, ই ডব্লু এস ১, ও.বি.সি ৪, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১)। মেকানিক্যাল ৩৮টি (জেনাঃ ১৮, ই.ডব্লু.এস ৩, ও.বি.সি. ১০, তঃজাঃ ৫, তঃউঃজাঃ ২)। কেমিক্যাল/মেটালর্জিক্যাল ৩টি (জেনাঃ)।

শিক্ষাগত যোগ্যতায় পাওয়া নম্বর দেখে বাছাই প্রার্থীদের মেধা তালিকা তৈরি হবে। কোনো লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউ নেই। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং : No. Pers/26-10/Apprentice/2023-24 (1). Dt. 30.11.2023. প্রার্থীদের প্রথমে অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে নাম নথিভুক্ত করতে হবে ২০ ডিসেম্বরের মধ্যে। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা কোর্স পাশদের বেলায় এই ওয়েবসাইটে : https://nats.education.gov.in আর আই.টি.আই ও গ্র্যাজুয়েট (বি.এ., বি.বি.এ. বি.কম) পাশদের বেলায় নাম নথিভুক্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটেwww,apprenticeshipindia.gov.in

এজন্য বৈধ ই-মেল আইডি থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন এই ওয়েবসাইটে।

নানা জল্পনা

প্রথম পাতার পর

এই সব নানা প্রশ্ন জল্পনায় মানুষ কার্যত বিভ্রান্ত। শাসক দলের এক নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক নেতা জানালেন, দেখুন আমরাই বিভ্রান্ত এ ব্যাপারে। বেশি কিছু বলতে পারব না। প্রতিবেদকের প্রশ্ন ছিল, যারা অভিষেক ব্যানার্জীর সহায়তা কেন্দ্রে নাম নথিভুক্ত করেছেন, তাদের কি দুয়ারে সরকার কর্মসূচিতে নাম তোলার দরকার নেই? ঐ নেতা বলেন, আমি বলতে পারব না। তবে আমার মনে হয় নাম নথিভুক্ত করা উচিত। ওটা তো সরকারি ব্যাপার। প্রতিবেদকের প্রশ্ন ছিল, তাহলে অভিষেক ব্যানার্জীর সহায়তা কেন্দ্র কি বেসরকারী? ঐ নেতা আর কথা বলতে চাননি। এই প্রসঙ্গে বিরোধী শিবিরের বক্তব্য হল এ সবই লোকসভা ভোটের জন্য গিমিক।

বুঝলেও বুঝতে নারাজ প্রশাসন

প্রথম পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রী নিজে অভিযোগ করেছেন, 'ওই সরকারি অধিকারিকেরা কিছু লোকের সঙ্গে মিলে জমি কেনাবেচার কাজে জড়িয়ে পড়েছেন।' তিনি রাজ্য ভূমি দপ্তরের সচিব স্মারকি মহাপাত্রকে তদন্ত করে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এর পরেও এইসব আধিকারিকদের শাস্তি হয় কিনা এখন সেটাই দেখার।

সরকারি অধিকারিকদের এসব ধামা চাপা দেওয়ার খেলা জানেন বলেই এবার মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'একটা রাজনৈতিক লোক পাঁচটা চুরি করে, দশবার টিভিতে দেখানো হয়। এসবে কোনো অফিসার জড়িত থাকলে, তাকেও ছেড়ে কথা বলবো না। কারণ, এক জনের জন্য সকলের বদনাম যাতে না হয়, এটা মাথায় রাখতে হবে।' তবে মুখ্যমন্ত্রীর এই নির্দেশে কিছুটা আশার আলো দেখছেন ভুক্তভোগীরা যারা অভিযোগ করেও প্রশাসনের কাছ থেকে এতদিন কিছুতেই সুরাহা পাচ্ছিলেন না।

পুরস্কৃত কৃষ্ণেন্দু ঘোষ

প্রথম পাতার পর

সেই সময় পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে স্কুল ছাত্রীদের ন্যাপকিন বিলি করেছেন কৃষ্ণেন্দু। সেই সময় স্কুল ছাত্রীদের পাশাপাশি বাড়ির অন্য মহিলাদের জন্যেও স্যানিটারি ন্যাপকিন দেওয়া হয়। পাশাপাশি ঋতুকালীন স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতনতা বাড়ানোর কাজও চালিয়ে গিয়েছেন লাগাতার। এখনও কৃষ্ণেন্দুর উদ্যোগে স্কুলে এবং স্কুলের বাইরে নিয়মিত সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ চলছে। নিয়মিত বিলি করা হচ্ছে স্যানিটারি ন্যাপকিনও। জাতীয় পুরস্কার কাজের উৎসাহ আরও বাড়িয়ে দিলো বলেই মনে করেন কৃষ্ণেন্দু। তিনি জানান, তার কাজ প্রথমে জেলা পরে রাজ্য স্তরে স্বীকৃতি পায়। তারপরেই বিবেচিত হন জাতীয় পুরস্কারের জন্য। এবার এই পুরস্কারের জন্য গোটা দেশ থেকে তিন হাজারের বেশি আবেদন জমা পড়েছিল বলে জানান তিনি। এই রাজ্য থেকে ছ'জনকে বাছাই করে দিল্লিতে ডাকা হয়েছিল। তার মধ্যে থেকে পুরস্কার জেতেন কৃষ্ণেন্দু ঘোষ। কৃষ্ণেন্দু আরও বলেন, "কাজ করতে গিয়ে সমস্যাগুলো চোখে পড়ে। সেগুলি সমাধানের লক্ষেই নতুন করে কাজ শুরু করি। পুরস্কার পেতে পারি ভাবিনি। আরও বেশি করে ছাত্র-ছাত্রীদের উপকারে কাজ করে যেতে চাই।"

দক্ষিণ ২৪ পরগনা যেন গোলকধাঁধা

প্রথম পাতার পর

অথচ তার বিরুদ্ধে কোনো আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। পরবর্তী সময়ে বিএলএলআরও দফতরে সমিতির বৈধ কাগজপত্র নিয়ে হাজিরা থাকা সত্ত্বেও সমিতির কাগজপত্র না দেখে কোনো এক অজ্ঞাত কারণে জমির সঙ্গে যাদের কোনো সম্পর্ক নেই তাদের নামে অবৈধ ভাবে রেকর্ড করে দেওয়া হয়। ২০২২ সালে সমিতি আলিপুর সাব ডিভিশনাল ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরে আবেদন করে। দীর্ঘ এক বছর শুনানী চলে। গত ১৮-৪-২০২৩ তারিখে শেষ শুনানী হয়। যদিও শেষ শুনানীতে যাদের নামে রেকর্ড করা হয়েছে, তাদের কেউ উপস্থিত ছিলেন না।

সমিতি আশা করেছিল- এবার বোধহয় জট কাটবে। কিন্তু আগস্ট মাসে সাব ডিভিশনাল ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরের আধিকারিক মৌসমী পাহাড়ী একটি অর্ডার সিট দেন। (L.R.A. Case No. 331 of 2022) যেটি বাস্তবে শুনানীর রিপোর্ট মাত্র। শেষের শুনানীতে বিপক্ষ পার্টি যে অনুপস্থিত ছিল এবং তারা যে কোনো বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারেনি তারও উল্লখ নেই। এ যেন পুকুরের জল মটর দিয়ে তুলে আবার পুকুরে ফেলার সমতুল। ব্লক থেকে বিচারের জন্য মহকুমা স্তরে গিয়ে আবার ব্লকেই ফিরতে হল। কারণ ওই আধিকারিক মৌসুমী পাহাড়ী বিষয়টি হিয়ারিং এর জন্য বিষ্ণুপুর-২ বিএলএলআরও-র কাছে রেফার করেন। ৬ মাস অতিক্রান্ত প্রায়, এখন সমিতি হিয়ারিং এর কোনো ডাক পায়নি।

বিষয়টি অতিরিক্ত জেলাশাসক (ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর) সাদ্দাম নাভাসকে জানানো হয় সমিতির পক্ষ থেকে। তিনি গুরুত্ব দিয়ে শোনেন। পরে ফোনে তিনি জানান, এক সপ্তাহের মধ্যে হিয়ারিং এর জন্য বিষ্ণুপুর-২ বিএলএলআরও থেকে দুপক্ষকেই ডাকা হবে। বিপক্ষের লোকজনকে আর একবার সুযোগ দেওয়া হবে। যদি তারা বৈধ কিছু দেখাতে না পারে, তাহলে অবিলম্বে নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির নামে ঐ জমি রেকর্ড করে দেওয়া হবে। নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক জানান, আমরা অতিরিক্ত জেলা শাসকের উপর আস্থা রাখছি। সমাধান না হলে আমরা মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর দ্বারস্থ হব।

কুইন্ট্যাল পিছু আড়াই থেকে পাঁচ

প্রথম পাতার পর

তাছাড়া ধান বিক্রির সময় কুইন্টাল পিছু ৫ কেজি ধান দিতে হয় বিক্রয় কেন্দ্রে। ধানের বস্তাও ফেরৎ দেয় না। অমরা কষ্টের চাষ বিনামূল্যে ৫ কেজি দেব কেন? গতবার কুইন্টাল পিছু ২০০০ টাকা ও ২০ টাকা গাড়ি ভাড়া দেওয়া হয়েছিল। এবার শুনেছি ২১০০ টাকা দেওয়া হবে। আলাদা করে গাড়ি ভাড়া দেওয়া হবে না। এ ব্যাপারে সহ কৃষি অধিকর্তা ডঃ সুমন পাল বলেন, দেখুন আমরা ধান কেনার ব্যবস্থা করলেও বিষয়টি খাদ্য দপ্তর থেকে পরিচালনা করা হয়। ওরাই এব্যাপারে সঠিক তথ্য দিতে পারবে। তবে ধান বিক্রির আগ্রহ যদি চাষিদের কমে যায়, তাহলে ধান কেনার লক্ষ মাত্রায় সরকার পৌঁছতে পারবে তো?

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৬ ডিসেম্বর – ২২ ডিসেম্বর, ২০২৩

মেষ রাশি : স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধি। সাংসারিক সমস্যা বৃদ্ধি পেলেও সমস্ত প্রতিকূলতা কাটিয়ে সমাধানের পথ প্রশস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে। বিবাহে বাধা। সন্তানের আচরণে অসঙ্গতি। কর্মক্ষেত্রে শুভ ফল লাভ। ভ্রমণে সমস্যা হতে পারে।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২৭ বার 'ওঁ ভোমায় নমঃ' জপ করুন।

বৃষ রাশি : ফাটকায় বিনিয়োগ না করাই শ্রেয়। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি। শারীরিক পীড়া বৃদ্ধি। চাকরিতে সমস্যা বৃদ্ধি। পারিবারিক সমস্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। প্রতিবেশির সঙ্গে কোনো বিষয় নিয়ে গোলযোগ বৃদ্ধি। সন্তানের জন্য সঞ্চিত অর্থ ব্যয়ের সম্ভাবনা। প্রশাসনিক স্তরে কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন ৩৩ বার (ওং শুক্রায় নম' পাঠ করুন।

মিথুন রাশি : দাম্পত্য সম্পর্কের উন্নতি। ব্যবসায় সুফল লাভ। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের প্রচেষ্টায় পারিবারিক সমস্যার সমাধান। আর্থিক উন্নতির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হলেও সমস্ত প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠবেন। বিনোদনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সাফল্য।

প্রতিকার : প্রত্যহ নারায়ণী মন্ত্র পাঠ করুন।

কর্কট রাশি : কর্মক্ষেত্রে বদলির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে বিদেশ যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। সাংসারিক সমস্যা সমাধানে পথ প্রশস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। গুরুজনদের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ হ্রাস পেতে পারে। সন্তানের আচরণে মনে কষ্ট বৃদ্ধি।

প্রতিকার : শনিবার শনিদেবকে প্রসন্ন করুন।

সিংহ রাশি : ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। সন্তানের পড়াশোনার সাফল্যে মানসিক শান্তি বৃদ্ধি। পারিবারিক সমস্যার সমাধানের সম্ভাবনা। শারীরিক পীড়া বৃদ্ধি। ব্যবসায় সাফল্যে বাধা। মামলা মোকদ্দমার ফল বিলম্বে পাওয়ার সম্ভাবনা। বিবাহে বাধা।

প্রতিকার : প্রত্যহ ১১ বার 'ওঁ নমঃ শিবায়' পাঠ করুন।

কন্যা রাশি : উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে সাফল্যের সম্ভাবনা। আর্থিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। মামলার ক্ষেত্রে সুফল লাভে বাধা। প্রতিবেশিদের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ বৃদ্ধি। সঞ্চয় করার সুযোগ আসতে পারে। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আর্থিক শ্রীবৃদ্ধির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে ভুল ভ্রান্তির সম্ভাবনা। প্রতিবেশির সঙ্গে মনো মালিন্য বৃদ্ধি।

প্রতিকার : বুধবার গরিবদের বই দিয়ে সাহায্য করুন।

তুলা রাশি : আর্থিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ববৃদ্ধি ও প্রশংসা প্রাপ্তির সম্ভাবনা। ব্যবসায় সাফল্য। শারীরিক পীড়া বৃদ্ধির সম্ভাবনা। স্বজনের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধি। বিবাহে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২৪ বার 'ওঁ মহালক্ষ্মী নম' জপ করুন।

বৃশ্চিক রাশি: কর্মক্ষেত্রে সতর্কতার সঙ্গে কাজ না করলে বিপত্তি ঘটতে পারে। অন্যের সঙ্গে রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন। সঞ্চিত অর্থ ব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টিশীল কর্মে শিল্পীসত্ত্বার বিকাশ। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রত্যহ হনুমান চালিশা পাঠ করুন।

ধনু রাশি : কর্মক্ষেত্রে সমস্ত প্রতিকূলতা কাটিয়ে অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। ভ্রমণ আপাতত এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। বিনোদন তথা অভিনয় জগতের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। ব্যবসায় সাফল্য।

প্রতিকার : শনিবার রাহুকে প্রসন্ন করুন।

মকর রাশি : কর্মক্ষেত্রে দূরবর্তী স্থানে যাওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের কর্মপ্রাপ্তির সুযোগ আসতে পারে। গুরুজনের স্বাস্থ্যের উন্নতির সম্ভাবনা। ঈশ্বরের আরাধনায় ব্রতী হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রত্যহ ৪৪ বার 'ওঁ মন্দায় নমঃ' জপ করুন।

কুম্ভ রাশি : কর্মক্ষেত্রে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কর্মে সাফল্য লাভের সম্ভাবনা। সঞ্চিত অর্থ ব্যয়ের সম্ভাবনা। স্বজনের আচরণে মানসিক শান্তি ব্যহত হতে পারে। বিষয় সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। পারিবারিক সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা।

প্রতিকার : শনিবার বিকলাঙ্গদের ভোজন করান।

মীন রাশি : হস্তজাত শিল্প তথা যে কোনো সৃষ্টিশীল কর্মে শিল্পীসত্ত্বার বিকাশ। হঠকারী সিদ্ধান্ত থেকে বিরত থাকুন। অন্যমনস্কতা কাজকর্মে বিপত্তি ঘটাতে পারে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির সঙ্গে প্রশংসা লাভের সম্ভাবনা। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আয়ের সুযোগ আসতে পারে। অর্থের অপচয় ও অপব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : প্রত্যহ ৪৪ বার 'ওঁ শিবায় ওঁ শিবায় ওঁ'পাঠ করুন।

শব্দবার্তা ২৭৫

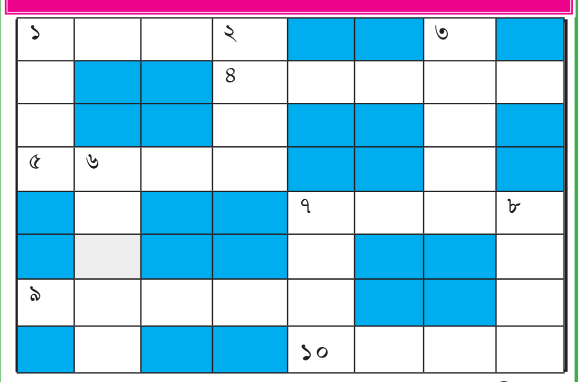

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। অনিষ্ট, ক্ষতি ৪। আদালত ৫। বাক্য বা শ্লোক রচনাকারী ৭। রঞ্জন ৯। সমুদ্রতুল্য দুস্তর সংসার ১০। রমনীয়, অতি সুন্দর।

উপর–নীচ

১। আপশোস ২। সপ্তাহের একটি ছুটির দিন ৩। পাথুরে কয়লা ইত্যাদি থেকে তৈরি পদার্থ ৬। মলয়বায়ু ৭। চিনবৃত্তি, বৈরাগ্য ৮। বিষ্ণু।

সমাধান : ২৭৪

পাশাপাশি : ১। পূপদ ৪। বসুধা ৫। নয়ন জল ৬। আইনত ৭। তরজমা ৯। পরিমণ্ডল ১১। বাসন ১২। লাভের।

উপর–নীচ : ১। প্রধানত ২। দহন ৩। কবুলজমা ৪। বড়াই ৬। আলাপচারী ৭। তলবার ৮। জমিন ১১। মহিলা।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

কপিলমুনির মন্দিরের পাশেই আগুনে পুড়ে ছাই ৩টি বাড়ি

অরিজিৎ মণ্ডল, গঙ্গাসাগর : গত মঙ্গলবার দিন সন্ধে নাগাদ গঙ্গাসাগরের কপিলমুনির মন্দিরের পাশেই বিধ্বংসী আগুনে ভস্মীভূত হয় তিনটি বাড়ি। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় গঙ্গাসাগরের ৫ নম্বর রাস্তায় বেশ কিছু স্থানীয় মানুষের বাড়ি ছিল আর সেখানে হঠাৎ করেই আগুন লেগে যায়। দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে গোটা বাড়ি। তবে কি কারণে আগুন তা এখনো পর্যন্ত জানা যাচ্ছে না। স্থানীয় মানুষজন সাগর থানায় খবর দিলে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকল বাহিনী। পাশাপাশি ঘটনাস্থলে যান সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সাথে একদিকে যেমন তিনি কথাবার্তা বলেন ঠিক তেমনি তাদের জামা কাপড় খাবার দাবার এর তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা করেন। আগামী দিনে তাদের মাথা গোজার ঠাই এর ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয় সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রীর পক্ষ থেকে।

টোটো–বাইক সংঘর্ষে মৃত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত বুধবার দুপুরে পথ দুর্ঘটনায় এক গৃহবধুর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো। বাসন্তী থানার অন্তর্গত ঝড়খালি রোডের শিবগঞ্জ এলাকায়। মৃত বধূর নাম শিবদাসী বর্মন(৪৩)। তাঁর বাড়ি বাসন্তী থানার ১ নম্বর রাণীগড় এলাকায়। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, এদিন শিবদাসী বাসন্তী বাজার থেকে টোটো গাড়িতে চেপে বাড়িতে ফিরছিলেন। সেই সময় একটি বাইকের সংঘর্ষ হয়। তিনি ছিটকে রাস্তার উপর পড়ে যান।

গৃহবধূকে উদ্ধার করে বাসন্তী ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকরা ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন।সেখানে চিকিৎসা চলাকালীন বুধবার সন্ধ্যায় ওই বধুর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর খবর জানতে পেরে ওই বধুর পরিবারের লোকজন শোকে কান্নায় ভেঙে পড়ে। ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে।

রামপুরহাট মহকুমায় উদ্ধার ৪২৯ টি গরু

নিজস্ব প্রতিনিধি : রামপুরহাট মহকুমার রামপুরহাট,নলহাটি ও মাড়গ্রাম থানা একদিনে ৪২৯ গরু উদ্ধার করেছে। পাইকপাড়া গ্রাম থেকে ১৩২ এবং কুসুমদই গ্রাম থেকে ৭৬ গরু উদ্ধার করেছে রামপুরহাট থানার পুলিশ। যদিও কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। ভোল্লা ক্যানেল থেকে ২০টি গরু উদ্ধার করে মাড়গ্রাম থানার পুলিশ। দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বৈধরা জঙ্গল থেকে ২০১ গরু উদ্ধার করে নলহাটি থানার পুলিশ। গরু পাইকার শিউড়া গ্রামের লাল্টু শেখ বলেন, সারসডাঙ্গা হাট থেকে গরু কিনে আনছিলাম বৈধরা ব্রিজের কাছে নলহাটি থানার পুলিশ গোরুগুলো আটক করে। আমাদের কাছে বৈধ কাগজপত্র আছে। নলহাটি, চাতরা হাটে গরু বিক্রি করি। কোনো টাকা পয়সা দিই নি। বিজেপি নেতা অরুপকুমার মাল বলেন, গরু পাচারের পাণ্ডা পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু গরুপাচার চলছে। গরুপাচার আমজনতা ধরছে। গরুপাচার বন্ধ না হলে ভারতীয় জনতা পার্টি বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে। সিপিএম নেতা সঞ্জীব বর্মন বলেন, গরু পাচারকারী এরা কেউ নয় এরা সব পাইকার। তৃনমূল ক্ষমতায় আসার পর বারোবছরে বীরভূম জেলাকে তৃণমূল জমানায় গরুপাচারের তীর্থস্থানে পরিনত করেছে। গোপনসূত্রে খবর পেয়ে ৮ ডিসেমবর সন্ধ্যায় মহুরাপুর গ্রাম থেকে ১৪টি গরু উদ্ধার করে মুরারই থানার পুলিশ। চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতরা হলো সেলিমুদ্দিন শেখ, ডালিম শেখ, ফজলুর শেখ, শেখজার শেখ। ধৃতদের ৯ ডিসেম্বর রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

২০ টি দামী ফোন ও ১টি বাইক সহ গ্রেফতার ১

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত মঙ্গলবার ২০ টি দামী মোবাইল ফোন ও ১টি বাইক সহ এক দুষ্কৃতিকে গ্রেফতার করলো ঘুটিয়ারীশরীফ ফাঁড়ির পুলিশ। ধৃতের নাম মহম্মদ আবসার। পুলিশ সুত্রে জানা গিয়েছে, বেশকিছু দিন যাবৎ ঘুটিয়ারী শরীফ ফাঁড়ির পুলিশের কাছে গোপন সুত্রে খবর আসছিল মাকাতলায় এক দুষ্কৃতি বাড়ি ভাড়া নিয়ে বসবাস করছে এবং মোবাইল চুরি সাথে যুক্ত। পুলিশ ওই যুবকের সম্পর্কে খোঁজখবর শুরু করে। মঙ্গলবার ঘুটিয়ারী শরীফের ওসি তুরাগ রহমান গাজী'র নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী মাকালতলা এলাকায় চিরুনী তল্লাশি অভিযান চালিয়ে ওই যুবকের কাছ থেকে একটি দামী চোরাই বাইক,২০টি দামী চোরাই মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করে। যুবককে গ্রেফতার করা হয়। আরো জানা গিয়েছে ধৃতের বিরুদ্ধে বেনিয়াপুকুর, নরেন্দ্রপুর, সোনারপুর, তিলজলা সহ দক্ষিণ ২৪ পরগনার অন্যান্য থানায় দুষ্কৃতি মূলক কাজকর্মের একাধিক অভিযোগ রয়েছে।

প্রাক্তন উপাচার্যকে সশরীরে হাজিরার নির্দেশ আদালতের

নিজস্ব প্রতিনিধি : জাতিবৈষম্য অপমানসূচক মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আগামী ১৯ জানুয়ারি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীকে সশরীরে হাজিরা নির্দেশ দিলো সিউড়ি আদালত। বিশ্বভারতীর আইনজীবী সুচরিতা বিশ্বাস বলেন, বিদ্যুত চক্রবর্তী অবসরগ্রহণের পর দিল্লিতে থাকেন। অভিযোগকারীর আইনজীবী রনজিৎ গাঙ্গুলি বলেন, ১৯ জানুয়ারি হাজির নাহলে কঠোরতম ব্যবস্থা নেবে আদালত।

উল্লেখ্য ১৩ অক্টোবর শর্তসাপেক্ষে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক মহুয়া বন্দোপাধ্যায়, ইন্টারনাল অডিট অফিসার প্রশান্ত ঘোষ এবং সহ কর্মসচিব তন্ময় নাগের জামিন মঞ্জুর করেছিল সিউড়ি আদালত। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক অ্যানড রিসার্চ বিভাগের তৎকালীন ডেপুটি রেজিস্ট্রার প্রশান্ত মোশরামের পদোন্নতি আটকাতে অপমানজনক মন্তব্য করেছিলেন উপাচার্য সহ চার আধিকারিক। শান্তিনিকেতন থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন প্রশান্ত ৫ জুলাই প্রশান্ত মোশারামের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। ৩১ আগস্ট উপাচার্য সহ চারজনের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা পড়ে আদালতে।

ফিরিয়ে আনার আশ্বাস দিলেন সুকান্ত

দুবাইতে কাজে গিয়ে আটকে দক্ষিণ দিনাজপুরের ২ যুবক সহ রাজ্যের ১৩ জন

জয়দীপ মৈত্র,দক্ষিণ দিনাজপুর: এজেন্টের মাধ্যমে দুবাইতে কাজে গিয়ে আটকে রয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুরের ১৫ নং ওয়ার্ডের কলোনির দুই যুবক সহ রাজ্যের ১৩ জন। গঙ্গারামের দুজন হলেন ভাগ্নে দেবাশীষ সরকার (২০) ও তার মামা বিপ্লব সরকার(৩৩)। পাশাপাশি বাকি দুজনের বাড়ি মালদা জেলা এবং বাদবাকিদের বাড়ি নদীয়া জেলায়। সূত্রের খবর, ১ ডিসেম্বর মালদা জেলার দুই এজেন্ট নালাগোলার বাসিন্দা নৃপেন বিশ্বাস ও পাকুয়ার বাসিন্দা দীপক দাসের মাধ্যমে মুম্বাই এয়ারপোর্ট থেকে দুবাইয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। এজেন্টরা শপিং কমপ্লেক্সে কাজ দেবে বলে ১৫ জনের কাছ থেকে আড়াই লক্ষ টাকা করে নিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। দুবাইতে পৌঁছানোর পরেই মালদার দুজন বুঝতে পারে তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। এজেন্টরা ১৫ জনের কাছ থেকে তাদের পাসপোর্ট ও ভিসা কেড়ে নেয়। এবং তার সাথে সাথে চলতে থাকে অকথ্য অত্যাচার। এমনকি তাদের খেতে পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ জানিয়েছে দুবাইতে আটকে থাকা ঐ ১৫ জন। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ও অভুক্ত থাকায় তারা একটি ভিডিও করে বাড়ির লোককে পাঠায়।

এরপরই দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুরের ১৫ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা তথা দুবাইতে আটকে থাকা দেবাশীষ সরকারের মা ও বিপ্লব সরকারের দিদি লক্ষ্মী সরকার ও তার পরিবারের লোকজনেরা শনিবার বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ তথা রাজ্য বিজেপির সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার এর সঙ্গে দেখা করে সমস্যার কথা জানায়। সাংসদ সুকান্ত মজুমদার জানান, দুবাইতে আটকে থাকা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুরের দুই যুবকের পরিবারের লোকজনরা দেখা করে তাদের সমস্যার কথা জানায় এবং আমি তাদেরকে জানিয়েছি সোমবার বিদেশ মন্ত্রকের সঙ্গে কথা বলে অতি দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করবো। লক্ষ্মী সরকার জানান, আমাদের দিন আনা দিন খাওয়া পরিবার। অর্থ সংকট রয়েছে, তাই বিদেশে কাজে গিয়েছে আমার ছেলে ও ভাই। আমার স্বামী একজন গাড়ি চালক। ঋণ করে আমি আড়াই লক্ষ টাকা দিয়ে ছেলেকে পাঠিয়েছি বিদেশে। এখন ভাবছি কি ভুলটাই না করলাম। বিদেশ মন্ত্রকের উপর আস্থা রেখে ঐসব পরিবারের লোকজন এখন শুধু বাড়ির লোকদের ঘরে ফেরার অপেক্ষায় রয়েছে।

নিম্নমানের সামগ্রী দেওয়ার অভিযোগে রাস্তায় কাজ বন্ধ করে দিল বাসিন্দারা

অরিজিৎ মণ্ডল, গঙ্গাসাগর : পিচের রাস্তা তৈরি হওয়ার এক দিনের মধ্যেই উঠে যাচ্ছে সমস্ত পিচ আর সেই নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজ করার অভিযোগ তুলেই কাজ বন্ধ করে দিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে এলাকার মানুষজন। ঘটনাটি দক্ষিণ ২৪ পরগনার গঙ্গাসাগরের বামনখালি পাথরপ্রতিমা এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে সাগর ব্লকের পাথরপ্রতিমা এলাকায় ২০০ মিটার রাস্তা সংস্কারের কাজের বরাদ্দ পায় পিএনজি সাইট ডিপার্টমেন্ট। কিন্তু সেই পিচের রাস্তা তৈরি হলেও একদিনের মধ্যেই উঠে যাচ্ছে সমস্ত পিচ।

শেখ শামিম, শেখ নজরুল ইসলামের মতো গ্রামবাসীদের দাবি নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করেই পিচ ঢালাই রাস্তার সংস্কার করাতেই এমন হাল। হাঁটলেই উঠে যাচ্ছে সমস্ত পিচ। এই ধরনের রাস্তা সংস্কারের কি দরকার। সেই জন্যই কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ। স্থানীয় কন্টাকটার ব্রজেন্দ্রনাথ মিদ্দার দাবি কোল্ড পিচ দিয়ে কাজ করার জন্য এমন ঘটনা ঘটেছে তবে ইঞ্জিনিয়ার যেমন তাকে অর্ডার দিয়েছে সেই ভাবেই কাজ হচ্ছে রাস্তার। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা পরিষদের সদস্য তথা জিবিডিএ–এর ভাইস চেয়ারম্যান সন্দীপ কুমার পাত্র জানান সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা অভাব রয়েছে। এই পিচ জমাট বাঁধতে ৪০ থেকে ৪৮ ঘণ্টা সময় লাগে এবং এই পিচ অনেক বেশি দীর্ঘস্থায়ী হয় সেই কারণেই এই পিচ দিয়ে এই রাস্তা তৈরি করা হচ্ছে। তবে এই বিষয় নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি বিজেপি মথুরাপুর সংগঠনিক জেলার কনভেনার অরুণাভ দাস। তিনি জানান তৃণমূল জামানায় কাজ হবে আর তাতে কাটমানি থাকবে না এটা কোনদিন সম্ভব নয়। যে কারণেই সাধারণ মানুষ অনেক বেশি এখন সচেতন হয়েছে, তাই কাজ বন্ধ করে দিয়েছে।

উদ্ধার বেআইনি অ্যালকোহল

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত সোমবার বোলপুরের মকরমপুরে অনুব্রত মণ্ডল ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা পুষ্পেন্দু রায় ওরফে রাজার বাড়ি থেকে প্রায় ৯০৫ লিটার বেআইনি অ্যালকোহল উদ্ধার করে আবগারি দপ্তর ও ড্রাগস কন্ট্রোল ব্যুরো। এগুলি ঝাড়খণ্ড থেকে আনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। একটি মামলা রুজু করা হয়েছে বলে আবগারি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। তল্লাশিতে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

উদ্ধার ১৪টি গরু, গ্রেপ্তার ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি : গোপনসূত্রে খবর পেয়ে ৮ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় মুরারই ১ নং ব্লকের মহুরাপুর গ্রাম থেকে চোদ্দোটি গোরু উদ্ধার করে মুরারই থানার পুলিশ। চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতরা হল–সেলিমুদ্দিন শেখ, ডালিম শেখ,ফজলুর শেখ, শেখজার শেখ। ধৃতদের ৯ ডিসেম্বর রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

এক শিক্ষায়তনে দুই প্রধান শিক্ষয়িত্রী

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা কি ভাবে গোল্লায় যাচ্ছে যে কোন বিদ্যালয়ের পরিচালন ব্যবস্থার দিকে নজর দিলেই তার নজীর মিলবে। সম্প্রতি মধুরাপুর থানার বাপুলী বাজারের রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ নারী শিক্ষা মন্দির এর পরিচালক মণ্ডলীর আভ্যন্তরীণ কোন্দল এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ব্যর্থতায় কিভাবে গ্রামের একমাত্র মেয়ে স্কুলের ভবিষ্যৎ গভীর অন্ধকারে ডুবতে বসেছে তার সংবাদ পাওয়া গেছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ কার্য্যকরী সমিতির সমস্যরা দুইদলে বিভক্ত হয়ে, একদল প্রধানা শিক্ষয়িত্রীকে পদ হতে অপসারণ করে সহঃ প্রধানা শিক্ষয়িত্রীকে সেই পদে বহাল করেন। অন্যদল প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর প্রতিবাদের আর্জি নিয়ে ডি. আই এর দরবারে হাজির হলে কমিটি বাতিল হয়ে যায় এবং এ্যাডহক কমিটি গঠিত হয়।

এতৎসত্ত্বেও দু'জন প্রধানা শিক্ষয়িত্রী যথারীতি ক্লাসে আসছেন কিন্তু পড়াশুনার বদলে কে আসল প্রধানা শিক্ষয়িত্রী তাই নিয়েই ছাত্রী পলিটিক্স শুরু হয়েছে। পরীক্ষা বন্ধ। এই অব্যবস্থার ফলে সাধারণ অভিভাবকবৃন্দ অসহায় বোধ করছে। আমাদের মতে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এবং সরকারী দপ্তরের অবিলম্বে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। অন্যথায় গ্রাম্য বিদ্যালয়টির ধ্বংস অবসম্ভাবী।

৮ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৭৩, ২২শে অগ্রহায়ণ, ১৩৮০, শনিবার।

প্রাক্তন উপাচার্যকে সশরীরে হাজিরার নির্দেশ আদালতের

নিজস্ব প্রতিনিধি : জোতি বৈষম্য অপমানসূচক মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আগামী ১৯ জানুয়ারি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীকে সশরীরে হাজিরার নির্দেশ দিল সিউড়ি আদালত।

বিশ্বভারতীর আইনজীবী সুচরিতা বিশ্বাস বলেন, বিদ্যুৎ চক্রবর্তী অবসরগ্রহণের পর দিল্লিতে থাকেন। আগামী ১৯ জানুয়ারি সশরীরে হাজিরার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। অভিযোগকারীর আইনজীবী রনজিৎ গাঙ্গুলি বলেন, সেইদিন হাজির নাহলে কঠোরতম ব্যবস্থা নেবে আদালত।

১৩ অক্টোবর বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক মহুয়া বন্দোপাধ্যায়, ইন্টারনাল অডিট অফিসার প্রশান্ত ঘোষ এবং সহ কর্মসচিব তন্ময় নাগের জামিন মঞ্জুর করেছিল সিউড়ি আদালত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক অ্যানড রিসার্চ বিভাগের তৎকালীন ডেপুটি রেজিস্ট্রার প্রশান্ত মোশরাম কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি আটকাতে অপমানজনক মন্তব্য করেছিলেন উপাচার্য সহ চার আধিকারিক। শান্তিনিকেতন থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন প্রশান্ত। ৫ জুলাই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। ৩১ আগস্ট উপাচার্য সহ চারজনের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা পড়ে আদালতে।

গাড়ির ধাক্কায় ছাত্রের মৃত্যু, আটক ঘাতক গাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক ছাত্রের। নাম ফিরদৌস শেখ(৯)। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে কুলতলি থানার অন্তর্গত কুন্দখালি–গোদাবর পঞ্চায়েতের কীর্তনখোলায় শিশুশিক্ষা কেন্দ্রের সামনের রাস্তায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন স্কুলের সামনে থেকে একটি দ্রতগতির বেপরোয়া সবজির গাড়ি ফৌরদৌসকে ধাক্কা মারলে ঘটনাস্থলে রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ে সে। স্থানীয়রা ওই ছাত্রকে স্থানীয় চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যায়। তবে শেষ রক্ষা হয়নি। চিকিৎসকরা ওই ছাত্রকে মৃত বলে ঘোষনা করে। এমন মর্মান্তিক ঘটনায় এলাকার সাধারণ মানুষ উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তারা গাড়ি সহ চালককে ধরে রেখে রাস্তায় গাছের গুড়ি ফেলে পথ অবরোধ করে। আসে কুলতলি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশের তরফে আশ্বাস দেওয়া হয়, গাড়ি যাতে স্কুলের সামনে থেকে ধীর গতিতে যাতায়াত করে এবং দুর্ঘটনা এড়াতে স্কুলের সামনে দুজন সিভিক ভলেন্টিয়ার মোতায়েত করা হবে। পাশাপাশি ঘাতক গাড়ি সহ চালককে গ্রেফতার করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কুলতলি থানার পুলিশ। এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

বৈঠক ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন সভাধিপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : সময়ের অভাবে পৌষমেলা করতে পারবে না বলে জানিয়েছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। মঙ্গলবার বিকালে বোলপুর প্রশাসনিক ভবনে বিকল্প পৌষমেলা নিয়ে জেলাশাসক বিধান রায় প্রশাসনিক বৈঠক ডাকেন। বৈঠকে পুলিশ সুপার রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, ডিএসপি ট্রাফিক কুনাল মুখার্জী, রাজ্যের মন্ত্রী তথা বোলপরের বিধায়ক চন্দ্রনাথ সিংহ, সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা উপস্থিত ছিল। বীরভূম জেলাপরিষদ সভাধিপতি ফাইজুল হক ওরফে কাজল শেখ বৈঠকে ঢুকেও বেরিয়ে যান । জেলাশাসকের পাশে চন্দ্রনাথ সিংহ এবং বিকাশ রায়চৌধুরী বসেছিলেন এটা দেখেই রেগে বেরিয়ে যান কাজল শেখ। এতে স্বভাবতই তাল কাটে বৈঠকের। পরে অবশ্য কাজল শেখ ছাড়াই হয় বৈঠক। সাংবাদিকদের কাজল শেখ বলেন, জেলাশাসককে জিজ্ঞাসা করুন। জেলাশাসক বিধান রায় বলেন, বীরভূম জেলা প্রশাসন, জেলাপরিষদ, বোলপুর পৌরসভা, বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে মেলা করবে। আগামী ২৪ থেকে ২৮ ডিসেম্বর মেলা হবে। অনুব্রত মণ্ডল ঘনিষ্ঠ চন্দ্রনাথ সিংহ এবং বিকাশ রায়চৌধুরী আর অনুব্রত মণ্ডলের বিরুদ্ধ গোষ্ঠী হিসাবে পরিচিত কাজল শেখ।

নলেন গুড়ের মাটির কলসীর জায়গা দখল করছে প্লাস্টিক কন্টেনার

নিজস্ব প্রতিনিধি : জয়নগরে নলেন গুড় বিক্রিতে মাটির কলসির জায়গা দখল করে নিচ্ছে প্লাসটিকের কন্টেনার। শীতকাল মানেই বাঙালির পিঠে পুলি খাওয়ার পার্বণ। তবে পিঠেপুলি খেতে গেলে আরও যে একটি জিনিসের প্রয়োজন তা হল খেজুর গাছের নলেন গুড়। শীতকালেই সাধারণত পাওয়া যায় এই খেজুর গাছের নলেন গুড়। গ্রাম বাংলার দিকে খেজুর গাছে শিউলিরা সকাল বেলা হাড়ি বেঁধে দিয়ে আসে। সেই হাঁড়িতেই ফোঁটা ফোটা করে খেজুর গাছের রস পড়ে। এবং সেই রস জাল দিয়েই তৈরি করা হয় সুস্বাদু নলেন গুড়। খেজুরের গুড় অথবা নলেন গুড় থেকে একাধিক সুস্বাদু মিষ্টান্ন ও পিঠেপুলি তৈরি করা হয়। এমনকি জয়নগরের সুস্বাদু মোয়া তৈরি করার জন্য উৎকৃষ্ট মানের নলেন গুড় না হলেই নয়। খেজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে এখনো সেই ঐতিহ্যবাহী মাটির কলসি বা হাড়ি ব্যবহার করে আসছে শিউলীরা। আধুনিক যুগে প্লাস্টিকের বিভিন্ন উপকরণের চাহিদা বৃদ্ধি পেলেও এখনো পর্যন্ত মাটির কলসির ওপর ভরসা শিউলিদের। আর শীত পড়লেই মাটির কলসি বা হাড়ির চাহিদা পূরণ করার জন্য কুমোর পাড়াতেও তোড়জোড় শুরু হয়ে যায়। এই কটা মাস জয়নগর এলাকার মাটির কারিগরের চরম ব্যস্ততা। কিন্তু এই মাটির গুড়ের হাঁড়ির জায়গা দখল করতে শুরু করেছে প্লাস্টিকের কলসী।

এ প্রসঙ্গে মোয়া ব্যবসায়ী মহাদেব দাস ও খোকন দাস বলেন, বাজারে মাটির কলসির বিকল্প হিসেবে প্লাস্টিকের কন্টেনার ব্যবহার শুরু হয়েছে। তবে প্লাস্টিক কন্টেনারের নলেন গুড় বেশি দিন রাখা যায় না। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই সেটা নষ্ট হয়ে যায়। আসল স্বাদ পেতে মাটির কলসির ব্যবহারের কোনো বিকল্প নেই। জয়নগরের উত্তর দুর্গাপুর কুমারপাড়ার নিখিল পাল বলেন,কাঁচামাল, মজুরি সহ অন্যান্য জিনিসের দাম বেড়ে চলায় মাটির কলসির চাহিদা ক্রমশ কমছে। তাছাড়া মাটির কলসিতে নলেন গুড় ভালো থাকলেও এক একটা কলসির দাম বেশি পড়ায় অনেক মোয়া ব্যবসায়ী পিছিয়ে আসছেন। আর সেই সুযোগে প্লাসটিকের কন্টেনার দখল করে নিচ্ছে জায়গা। এভাবে চলতে থাকলে কুমোরপাড়ার দুর্দিন আসতে বেশি সময় লাগবে না। অবিলম্বে কুমোরপাড়ার পাশে দাঁড়াতে হবে সরকারকে।

দাঁইহাটে একাধিক রাস্তা ঘিরে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী

দেবাশিস রায়: কোথাও বেহাল রাস্তা, কোথাও বিপজ্জনক মোড়। কার্যত প্রতিনিয়তই দুর্ঘটনার আশঙ্কায় কালক্ষেপ এলাকাবাসীর। এই নিয়েই দাঁইহাট পুরবাসীর জীবনযাপনের ধারা বয়ে চলেছে। যা নিয়ে অসংখ্য মানুষের মনে তীব্র অসন্তোষ দানা বাঁধতে শুরু করেছে। রাজ্যের অনুন্নত পুরসভাগুলির মধ্যে অন্যতম দাঁইহাট। পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী ভাগীরথী নদীর ডান তীরবর্তী দেড় শতাধিক বছরের ঐতিহ্যবাহী দাঁইহাট শহরের কোণায় কোণায় অনুন্নয়ন ও প্রশাসনিক অবহেলার ছাপ সুস্পষ্ট। বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত দাঁইহাট পুরশহরের একাধিক রাস্তা সংস্কারের অভাবে দীর্ঘদিন ধরে সাঙ্ঘাতিকভাবে বেহাল হয়ে রয়েছে। সেইসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যস্ততম স্টেশন রোডের ধর্মতলা মোড় নয়া 'বিপজ্জনক এলাকা' হয়ে ওঠায় আশঙ্কায় ভুগতে শুরু করেছে পথচারী সহ এলাকাবাসী।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শহরের রাস্তাগুলির মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হল পাতাইহাট রাজারপুকুর মোড় থেকে বকুলতলা পর্যন্ত প্রায় এক কিলোমিটার পথ। দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবে এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার প্রায় সবটুকুই সাঙ্ঘাতিকভাবে বেহাল। পাকা রাস্তার পিচ–পাথর উঠে গিয়ে কঙ্কালসার অবস্থা। ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার মধ্য দিয়ে যাওয়া অত্যন্ত নিরাপদ এই রাস্তাটি স্টেশন বাইপাস হিসেবে দিনরাত ব্যস্ত থাকে। শহরজুড়ে এরকমই আরও গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা বেহাল থাকার কারণে প্রায়শই দুর্ঘটনা ঘটছে এবং যানবাহন ঘন ঘন বিকল হয়ে যাওয়ায় অনেককেই বিস্তর আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে। ফলে পথচারী থেকে শুরু করে বাইক–সাইকেল আরোহী, টোটো সহ বিভিন্ন যানবাহন চালকদের মধ্যে ক্ষোভের পারদ চড়ছে। এই বেহাল পরিস্থিতির মধ্যেই দাঁইহাট স্টেশন রোডে ধর্মতলা তেমাথা মোড় নতুন করে দুর্ঘটনার আশঙ্কা চাগিয়ে দিয়েছে। এতদিন পথচারী থেকে শুরু করে যানবাহন চালকরা অতি সহজেই এই তেমাথা মোড়টি অতিক্রম করতে পারত। কিন্তু, মোড়ের মাথাতেই জনৈক ব্যক্তি তাঁর জায়গাটি উঁচু পাঁচিল দিয়ে এমনভাবে ঘিরে দিয়েছেন যে নেতাজি সংঘ প্রান্ত থেকে বাঁদিকে টার্ন নিয়ে স্টেশনদিকে যেতে গেলে উলটোদিকের যানবাহন সহ পথচারী কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ফলে ব্যস্ততম রাস্তার ওই তেমাথায় প্রতি মুহূর্তে দুর্ঘটনার আশঙ্কায় ভুগছে এলাকাবাসী। এনিয়ে ১১ ডিসেম্বর সোমবার সকালে ধর্মতলা মোড়ে একাধিকজন অসন্তোষ প্রকাশ করতেই পুরপ্রশাসন নড়েচড়ে বসে। সাধারণ মানুষের অনেকেরই অভিযোগ, দিনের পর দিন পুরবোর্ডের উদাসীনতায় এলাকার রাস্তাগুলি বেহাল হয়ে রয়েছে এবং সেইসঙ্গে একাধিক জায়গায় রাস্তার ধারে নিয়ম বহির্ভূতভাবে নির্মাণ কাজ হওয়ায় বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যেই পথচারীদের যাতায়াত করতে হচ্ছে। দাঁইহাটের পুরচেয়ারম্যান প্রদীপকুমার রায় বলেন, পুরসভায় আর্থিক সঙ্কট রয়েছে। ফান্ড ভেঙে অসংখ্য কর্মীকে বেতন দিতে হচ্ছে। তার মধ্যেই কিছু রাস্তায় সংস্কারকাজ হয়েছে। রাজারপুকুর মোড় থেকে স্টেশন বাইপাস রোডটির সংস্কারকাজ এলাকার বিধায়ক কোটার উন্নয়ন তহবিলের টাকায় সম্পন্ন হবে বলে ঠিক হয়েছিল। কিন্তু, একটি সমস্যার কারণে তা বাতিল হওয়ায় পুরসভাকেই ওই রাস্তাটি সংস্কারের দায়িত্ব নিতে হয়েছে। আশা করছি বাদবাকি রাস্তাগুলির সংস্কারকাজ শীঘ্রই শুরু করা সম্ভব হবে। স্টেশন রোডের ধর্মতলা মোড়ে উদ্ভূত নয়া 'বিপজ্জনক' পরিস্থিতি সম্পর্কে পুরচেয়ারম্যান বলেন, পুলিশকে যাবতীয় বিষয় খতিয়ে দেখে যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেছি।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৮ বর্ষ, ৮ সংখ্যা, ১৬ ডিসেম্বর – ২২ ডিসেম্বর, ২০২৩

শীত বস্ত্র প্রদান দিবস

শীতকাল কারুর কাছে পৌষমাস কারুর বা সর্বনাশ, অবশ্য এই সর্বনাশ সবার জন্য নয়। বয়স্ক শ্বাসকষ্টের রোগী থেকে শুরু করে খোলা আকাশের তলায় যে বিশাল সংখ্যক সহ নাগরিকেরা সারারাত কাটায় তাদের কাছে এই ঘোর ঠাণ্ডাকাল পীড়াদায়ক এবং ক্ষেত্র বিশেষে আশঙ্কাজনকও বটে। যদিও বাংলার নব্য বাবুয়ানার শরিক একশ্রেণির গণমাধ্যম শীতকালে সচ্ছলতা প্রদর্শনের বাজার ধরতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। যার সরাসরি প্রভাব পড়ে সমাজের নানা আর্থিক স্তরের মানুষ জনের মধ্যে। ঋতু পরিবর্তনের আর পাঁচটা কালের মতই শীতকালেরও নিজস্ব রূপ, রঙ ও বৈচিত্র আছে। সেই বৈশিষ্ট্যের পথ ধরেই নানা সংস্কৃতি পার্বন পালিত হয়। কিন্তু এক উচ্চবিত্ত শ্রেণীর ভালো লাগা মন্দ লাগাকে সমাজের সকলের জন্য বলে দেগে দেওয়ার মধ্যে আর যাই থাক থাকে না মানবিকতার সূক্ষ্ম দায়িত্ব বোধ।

শীত বেশি পড়লে সকলের কাছে 'উপভোগ্য' নাও হতে পারে কিংবা পারদ বেশি নামেনি বলে সমাজের সকলের মধ্যে 'হা হুতাশ' সৃষ্টি হয়েছে এমনটা নয়। পোশাক আশাক, শীতের প্রসাধনের বিজ্ঞাপনী বাজার ধরতে গিয়ে দরিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী সহনাগরিকদের অপমান, অবজ্ঞার, অহংকারে ঠেলে দেওয়ার এক অমানবিক ছবি উঠে আসে। পণ্য সংস্কৃতির ধারক বাহক কোন কোন গণমাধ্যমের প্রবক্তারা বেমালুম বিস্মিত হয়ে যান। আদুল গায়ের বালক বালিকাদের কথা কিংবা ছিন্ন কাঁথা কম্বল জড়ান বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের, যাঁরা জঙ্গলমহলের কিংবা সুন্দরবনের নানা প্রান্তে শীতের কাছে অসহায় হয়ে দিন কাটায়। সবকিছু সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়, সম্ভব হলেও করে না বা করতে দেওয়া হয় না নানা কারণে। সাধারণ মানুষ জনই যেমন রক্তদানের মতো মহৎ কাজ করে থাকে তেমনি শীতবস্ত্র প্রদানের মতো মহৎ কাজ তারাই করে। অবশ্য বহু ক্ষেত্রেই জন প্রতিনিধিরা পাশে থেকে সহায়তা করে থাকেন। শহরাঞ্চলে জনবসতির ঘনত্ব ও তুলনামূলক ভাবে ব্যবসা বাণিজ্য, আর্থিক সচ্ছলতা থাকায় শীতবস্ত্র প্রদান বেশি হয়ে থাকে। গ্রামাঞ্চলে কিংবা প্রত্যন্ত অঞ্চলের গরিব মানুষের কাছে যাতে শীতবস্ত্র পৌঁছে দেওয়া যায় কম মূল্যে বা বিনামূল্যে সে ব্যাপারে ব্যবসায়ীকূল কিংবা রাজনৈতিক জগতের মানুষজন ভাবনা চিন্তা করতে পারেন। আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে তা কতটা তাদের পক্ষে উপকার হবে তা জানা না গেলেও শৈত্য প্রবাহে ক্লিষ্ট মানুষগুলো কিছুদিন স্বস্তি পাবেন সন্দেহ নেই।

উত্তরভারত কিংবা উত্তরবঙ্গের শৈত্য প্রবাহের প্রতিরোধ করতে সাধারণ মানুষ ব্যবস্থা নিতে অভ্যস্ত কিন্তু মধ্য ও দক্ষিণবঙ্গের হতদরিদ্র সহনাগরিকরা গ্রীষ্ম–বর্ষা–শীতে যথেষ্ট দুর্ভোগে পড়েন সন্দেহ নেই। শীতের কামড়ে যাতে একটিও সহনাগরিককে অকালে চলে যেতে না হয় সেজন্য বিভিন্ন ক্লাব, সংস্থা ও রাজনৈতিক দলগুলি কর্মসূচি নিক এটাই কাম্য। প্রভু যীশুর জন্ম মাসে এবং নতুন বছরের উৎসব উদযাপনের প্রাক্ লগ্নে এটাই হোক অন্যতম প্রার্থনা, সবার মঙ্গলের মধ্যে জাগরিত হোক আপন আনন্দ।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'উৎপত্তি প্রকরণ'

তা না হলে একই রাজপুরী, বৃক্ষ, নদী, পর্বত এইগুলি বা কি করে এখানে বর্তমান? সমাধি থেকে উত্থিত হয়ে সন্দেহ নিরসনের জন্য লীলা সখি সকলকে নিদ্রা হতে জাগ্রত করে তাকে রাজসভায় নিয়ে যাওয়ার আদেশ করলেন। আদিষ্ট হয়ে সকলে মহা উদ্যোগে সভার আয়োজন সম্পন্ন করলে লীলা দেখলেন, একই সভা, সেই একই বান্ধব–আমাত্যগণ, পূর্ববৎ একই সভ্যগণ, একই রাজকর্মিবৃন্দ সকলেই জীবিত, শুধুমাত্র রাজা সেখানে নেই। লীলা রানীর এই মধ্যনিশায় সভাআয়োজনে আশ্চর্য্য–চকিত সভ্যদের রানী বোঝালেন যে, তিনি সকলকে দেখে রাজার মৃত্যুশোক ভুলতে এই ব্যবস্থা করলেন। তারপরে রাজ–অন্তঃপুরে ফিরে এসে তিনি ভাবতে লাগলেন, মায়ার কি আশ্চর্য্য–চকিত সভ্যদের রানী বোঝালেন যে, তিনি সকলকে দেখে রাজার মৃত্যুশোক ভুলতে এই ব্যবস্থা করলেন। তারপরে রাজ–অন্তঃপুরে ফিরে এসে তিনি ভাবতে লাগলেন, মায়ার কি আশ্চর্য্যজনক খেলা! কোনও বস্তুকে বাস্তবে যেমন দেখা যায়, দর্পণেও অবিকল সেইরূপে দেখা যায়। দর্পণের প্রতিবিম্ব বাস্তব সত্য না হলেও দর্পণ মধ্যে বাস্তব বস্তুর প্রতিচ্ছবি সত্যরূপে প্রতীত হয়। একই ভাবে তিনি চিদাকাশে আজ যে রাজ্যপট দেখলেন এবং রাত্রে সেই একই রাজ্যপট বাস্তবে দেখলেন। তার কোনটি প্রকৃত এবং কোনটি প্রতীতি? বিষম সংশয়ে আবার বাগদেবীর শরণাপন্ন হলে দেবী আবির্ভূত হয়ে বললেন,–লীলা! সৃষ্টির আবার যাথার্থ্য ও অযাথার্থ্য কী? তোমার মনে হয়েছে এই রাজপুরীতে দেখা দৃশ্যপট যথার্থ এবং চিদাকাশে দেখা রাজ্যের দৃশ্যপট অযথার্থ। প্রকৃত হতে প্রকৃতই উৎপন্ন হতে পারে, অন্য কিছু নয়। যারা জন্মাচ্ছে তাদের পূর্বজন্মের কর্মসংস্কার, বাসনা ইত্যাদি পরজন্মের কারণ হচ্ছে। তোমার স্বামীর ইহজন্মের কারণস্বরূপ তাঁর পূর্বজন্মের সংস্কার। সংস্কার হল আকাশস্বরূপ। এই যে দৃশ্যমান জগৎ সৃষ্টি, তাও আকাশস্বরূপ। তোমার স্বামীর জন্ম–মৃত্যু, দৃশ্যমান এই জগৎ এই সবই অসৎ।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

হেমাঙ্গ বিশ্বাসের জন্মদিনে এই বিরল ছবি ....

ছবিটি গণসংগীতের মহড়ায় দেবব্রত বিশ্বাস, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, ওমর শেখ, নিরঞ্জন সেন ইত্যাদিরা।

গীতায়– চণ্ডীতে লড়ালড়ি হিন্দু দেবদেবীরা পথের ধূলায় গড়াগড়ি

নির্মল গোস্বামী

স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচয়িতারা ধর্মকে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ প্রভাব থেকে দূরে রাখতে চেয়েছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অদ্বিতীয় বীর সেনানী নেতাজি সুভাষ–রামকৃষ্ণ–বিবেকানন্দের ভাব শিষ্যও বলা যায়। মা কালীর উপর ছিল অগাধ বিশ্বাস। শোনা যায় গোপনে দেশত্যাগের আগের দিন লোক মারফত দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে 'মা ভবতারিণীর' পূজা দিয়েছিলেন এবং পূজার ফুল সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ছেড়েছিলেন। রাষ্ট্র নায়করা প্রকৃত ধর্ম বিশ্বাসী হলে রাজনীতি কলুষিত হয় না বা রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতাও নষ্ট হয় না। নেতাজি তার জ্বলন্ত প্রমাণ। প্রকৃত ধর্ম বিশ্বাসী লোকেরাই সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে উঠতে পারে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছেন– ধর্মচর্চা করতে হয় মনে বনে এবং কোনে। রাষ্ট্র নায়করা যখন দামামা বাজিয়েধর্মের বাণী প্রচারে রাস্তায় বের হয়ে পড়ে তখনই সন্দেহের অবকাশ দেখা দেয়। আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংশয় জাগে। ধর্মের নামে রাজনীতির বৃহৎ স্বার্থসিদ্ধি করাই কি এদের আসল উদ্দেশ্য।

বিগত প্রায় এক দশক ধরে দেশের ও আমাদের রাজ্যের রাজনীতিতে প্রবলভাবে ধর্মের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। দেশের প্রধান মন্ত্রী মঠ মন্দিরে নিয়ম করে পুজা আচ্চা করছেন। সব নাকি দেশহিতের জন্য। সকলেই জানে এর আসল উদ্দেশ্য হল ভোটের মেরুকরণ করা। একটা বৃহৎ সম্প্রদায়ের ভোটকে এক জোট করা। তীর্থ দর্শন বা ধর্মাচরণ অছিলা মাত্র। আবার আমাদের রাজ্যের সর্বাধিনায়িকা তো প্রকাশ্যে দুধেল গাই বলে এক সম্প্রদায়কে দেগে দিয়েছেন। একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের ভোট 'জয় নির্ণায়ক' হতে পারে। তাই বলে বৃহত্তর হিন্দু ভোটকে তো অবহেলা করে ভোটে জেতা যাবে না। তাই তারাও হিন্দু বিরোধী নয়, তার জন্য হনুমান জয়ন্তী পালন হল রাম নবমীর পাল্টা হিসাবে। ভালো কথা, দেশে দেবদেবী অবতার মহাপুরুষদের যত পুজো আচ্চা হবে ততই ভাল। মানুষ শুদ্ধ হবে নির্মল হবে, পাপাচার বন্ধ হবে।

অযোধ্যায় রাম মন্দির হলেই নাকি রাম রাজত্ব শুরু হবে ভারতে। অবশ্য রামমন্দির নির্মাণের আগেই দেশে রাম রাজত্ব শুরু হয়ে গেছে। মোদীর এবং বিজেপি দলের রাম রাজত্বই চলছে। ব্যাঙ্গার্থে রাম রাজত্ব মানে যা খুশি তাই করা। কি রাজ্যে এবং কি কেন্দ্র সত্যই রাম রাজত্ব চালাচ্ছে সরকারী দলগুলো। তারা যা খুশি তাই করছে। রাজ্যে এবং কেন্দ্রের সরকারী বদান্যতায় যারা ফুলে ফেঁপে উঠছে তাদের কাছে এটাই রামরাজত্ব। নেতা মন্ত্রী কর্মীদের সম্পদ লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। তাদের কাছে এটা রামরাজত্ব। যারা পরীক্ষা না দিয়ে চাকরি পায়, তাদের কাছে রাজরাজত্ব। যারা চুরির দায় জেলে যায়– আবার জেলে থেকে নানা অজুহাতে এসএসকেএম হাসপাতালে ভিআইপি বেডে মাসের পর মাস কাটিয়ে দেয়, তাদের কাছে

পণ্য মোড়কে দেব দেবীর ছবি নিষিদ্ধ হোক

রাম রাজত্ব অবশ্যই। যারা তিন মাসের বিদ্যুৎ বিল একসাথে নেয় যাতে গ্রাহকের থেকে বেশি দাম নিতে পারে, তাদের কাছে রাজরাজত্ব। ইনটারনেট ব্যবসায়ীরা সময় সীমা বেঁধে দিয়ে গ্রাহকদের

ইচ্ছামতো লুট করে, তাদের কাছে রাজরাজত্ব। যাইহোক আম জনতার কাছে রাজরাজত্ব আসবে রামমন্দির উদ্বোধনের পর। অবশ্য তার আগে রাজ্যে জগন্নাথ প্রভুর মন্দির নির্মাণ হয়ে গেলে বঙ্গবাসীর কপাল খুলে যাবার কথা। তাই তো সরকারী টাকায় দীঘায় মন্দির নির্মাণ হচ্ছে।

এতো কিছু বলতে হল এই জন্য যে সরকার ধর্ম–দেবদেবীতে বিশ্বাস বা আস্থা রাখছে তার নমুনা দেখাতে মরিয়া। ধর্মচর্চা মন্দ জিনিস, কেউ একথা বলবে না। কপট ধর্মাচরণও শ্রেয়। কারণ আমরা জানি মরা মরা করতে করতে এক দিন রাম রাম বলে উচ্চারণ করে ছিলেন রত্নাকর। আমাদের রাজনীতির রত্নাকররা যদি সেইপথে যেতে চায় তাহলে ভাল কথা। কারণ ভবিষ্যতে হয়তো কপটতা ত্যাগ করে প্রকৃত ধর্মাচারীতে পরিণত হবে। লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ এবং হাজার কণ্ঠে চণ্ডীপাঠ দেশের ধর্ম বিশ্বাসীদের মনে বিশ্বাস জাগাবে তাতে সন্দেহ নেই।

দেশে যখন ধর্মচর্চার পরিসর বেড়েছে তখন যে প্রশ্নটা না তুললেই সেটা হল যে কেউ যদি অন্য ধর্মের দেব দেবী সম্পর্কে বা ধর্ম প্রবর্তকদের সম্পর্কে কটু কথা বলে বা আচরণ করে তবে ধর্মে ধর্মে দাঙ্গা লেগে যায়। রক্তের স্রোত বয়ে যায়। এটা ঐতিহাসিক সত্য। তাই আমাদের সচেতন থাকা প্রয়োজন আমরা যেন কথাবার্তা বা আচরণে এমন কিছু না করি যাতে অন্য ধর্মের লোকেদের বিশ্বাস করার নৈতিক এবং আইনত অধিকারে আঘাত লাগে রাজনীতির কারবারিরা ধর্মকে ব্যবহার করলেও আমরা পক্ষান্তরে হিন্দু দেব দেবীদের অপমান করে চলেছি। হিন্দুরা মূর্তি পূজায় বিশ্বাসী। মূর্তির মধ্যে তাদের আরাধ্যকে জীবন্ত কল্পনা করে পুজো করে। আমাদের দেশের বিভিন্ন ব্যবসায়ীরা

ধর্মের মোড়কে তাদের পণ্য বিক্রি করার জন্য নানান দেবদেবীর ছবি ব্যবহার করে হরেক রকম পণ্যে। পরে ওই সব বস্তায় আঁকা দেবদেবী বা মহাপুরুষরা রাস্তায় পড়ে থাকে। প্যাকেটে থাকা ছবির উপর দিয়ে মানুষ মাড়িয়ে চলে। আবর্জনার স্তূপে পড়ে থাকা পরিত্যক্ত প্যাকেটের ছবির উপর মানুষ থেকে কুকুররা মলমূত্র ত্যাগ করে। ধর্মবিশ্বাসী মানুষদের অন্তরে আঘাত লাগে এই দৃশ্যে। ছবির গুরুত্ব কত তা ক্ষেতরির মহারাজকে বুঝিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। মুর্তী পুজোর যথার্থতা বোঝাতে গিয়ে মহারাজের স্বর্গত পিতার ছবিতে থুথু ফেলতে বলেছিলেন। তাঁর স্পর্ধায় রাজসভা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন কেন এটা তো রং আর কাগজ ছাড়া কিছু নয়। এই ভাবেই মূর্তি পুজোর গূঢ়ার্থ তিনি ব্যাখ্যা করে ছিলেন। এখন আবার নদী, পুকুর পথের ধারে দেবদেবীর মূর্তি ফেলে রেখে যাওয়ার ট্রেন্ড দেখা দিয়েছে। পুজিত এই মূর্তিগুলি ধুলোয়, রোদে জলে পড়ে থেকে কদর্জ রূপ ধারণ করে। অথচ মানুষ থেকে পুরসভা পঞ্চায়েত কারোর কোনো হেলদোল নেই।

দেশের সমস্ত মঠ, মিশন, আশ্রম থেকে দাবি উঠুক–দেবদেবী বা মহাপুরুষদের ছবি ব্যবসায়ী প্রয়োজনে প্যাকেজিংয়ে ব্যবহার করা চলবে না। কারণ সেই প্যাকেটের শেষ পরিণতি অবমাননাকর। আস্তাকুড়ে তার স্থান হয়। ছবি ব্যবহারের উপর সরকারী নিষেধাজ্ঞা জারি হোক। সরকার যখন ধর্ম উন্মাদনায় সামিল তখন এই সহজ কাজটুকু নিশ্চয়ই করে দেবে। হিন্দু দেবদেবী মহাপুরুষদের ছবির শেষ দশা দেখে যাতে ভক্ত মন ব্যথিত না হয়, যে ছবির দেবতা আমার আরাধ্য যে ছবিতে আমি প্রত্যহ ফুল দিই, দীপ ধূপ দিয়ে পুজো করি সেই ছবি যদি পথের ধূলায় গড়াগড়ি যায় তবে আমার মন আহত হবেই। কোটি কোটি হিন্দু ধর্ম বিশ্বাসীদের এই একই অভিমত। পূজিত দেবদেবীর ছবি ব্যবসার প্রয়োজনে ব্যবহার যাতে না হয়।

প্রার্থী 'প্রতারণা' বন্ধ হোক

অর্পণ কর

গীতা পাঠ নিয়ে নীরবে কুরুক্ষেত্র চলছে। ১০ তারিখের টেট পরীক্ষা পিছিয়ে ২৪ ডিসেম্বর করার নেপথ্যে প্রত্যক্ষ কারণ যাই হোক গীতা পাঠের আসরকে স্তিমিত করাই আসল লক্ষ্য তা বিলক্ষণ সবপক্ষই জানেন। গঙ্গার ঘাটে ঘাটে মা গঙ্গার আরতির সূচনা এই বঙ্গে সরকারী উদ্যোগে তাও যে বিনা যুদ্ধে মেদিনী না দেবার কৌশল তা আমার মত অ–গোবলদের গোমুখ্যু কলমচি খবর রাখে। প্রশ্ন হচ্ছে গীতা পাঠ চলুক, প্রতিবাদে চণ্ডীপাঠ চলতেই পারে। এতে সংস্কৃতি আখেরে সমৃদ্ধ হবে, সংস্কৃত ভাষার প্রতি কিঞ্চিৎ আগ্রহ সৃষ্টি হলেও হতে পারে। কিন্তু সামনের ভোট বৈতরণী পার হবার তাড়নায় ইতিমধ্যে সব দলেই 'যোগ্য' প্রার্থী নির্বাচনের মহড়া–প্রতিমহড়া শুরু হয়ে গেছে। কলকাতার পার্টি হেড কোয়ার্টারে কান পাতলে কানা ঘুঁষো অনেক কথা ভেসে বেড়ায়। গত বিধানসভা নির্বাচনে পার্থ–শোভন খ্যাত বেহালার পশ্চিম ও পূর্ব কেন্দ্র দুটিতে দুই অভিনেত্রী প্রার্থী আসর জমিয়ে দিয়েছিল। তৃণমূলের মহাসচিব পার্থবাবু পঞ্চাশ হাজার ভোটে বিজেপির অভিনেত্রী প্রার্থী শ্রাবন্তীকে পরাজিত করেন। এই পর্যন্ত ঠিক ছিল। তাল কেটে গেল কিছুদিন পরেই সেই শ্রাবন্তী পার্থবাবুর দলের 'আপনজন' হয়ে যাবার পর। বেহালার বিজেপি কর্মীদের হাহাকার সেদিন তৃণমূল কর্মীদের কাছে হাসির খোরাক হয়ে উঠেছিল। আবার সেই বিজেপি কর্মীরা আগামী লোকসভা ভোটে ঝাঁপিয়ে পড়ার ফরমান পাবেন। গীতাপাঠের আসরে ভিড় বাড়ানোর দায়িত্ব নেবেন কিন্তু প্রার্থী নির্বাচনের ব্যাপারে তারা থাকবেন অন্ধকারে যেমনটা গত বিধানসভায় তারকা নেত্রী প্রার্থী হবার ক্ষেত্রে ঘটেছিল। বিজেপি দিল্লি এবং বঙ্গ বিজয়ের ভাবনা ভাবছে। গণতন্ত্রে ভোট রাজনীতি এক বড় খেলা, এ খেলার মধ্যে নানা খেলা হয়ে থাকে। কে বা কারা শ্রাবন্তীদের প্রার্থী করেছিল একথা দলীয়কর্মীরা জানতে পারে না। যেমনটা তৃণমূলের অন্দর মহলেও হয়ে থাকে। বিজেপি এমন ধরণের বাজি যত ধরবে চোরা বালির মত তৃণমূল স্তরের কর্মীদের ভিতরে ভিতরে ভাঙ্গন চলবে আজ যেমন তৃণমূলের ভিতরে গোষ্ঠী কোন্দল মাঝে মাঝেই প্রকাশ্যে চলে আসছে। ভোট দাতাদের প্রতি প্রতারণা বন্ধ করতে রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রার্থী নির্বাচনে যত্নশীল হোন নইলে চমকে 'সিট' পেলেও সে 'সিটে'র প্রতি কতটা সুবিচার করবে সেই প্রার্থী তা বাবুল সুপ্রিয়দের থেকে শিক্ষা নেওয়া যেতেই পারে।

মতামত লেখকের নিজস্ব। সংবাদপত্র দায়ী নয়।

আমতা আওড়গাছি বিদ্যালয়ে কিডস 'ম্যাথ ল্যাব'এর সূচনা

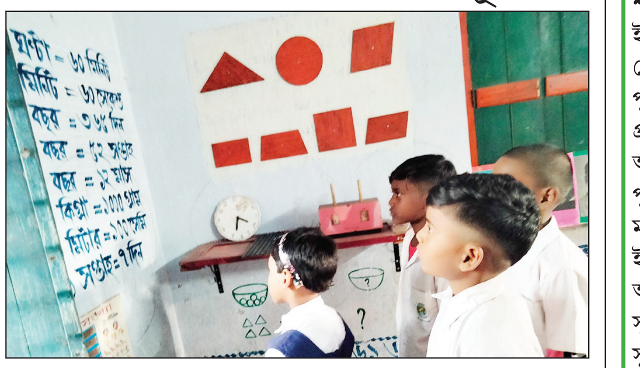

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১১ ডিসেম্বর হাওড়া সিরাজবাটি চক্রের আমতা আওড়গাছি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শুরু হল হাতে কলমে গণিত শিক্ষার অভিনব কিডস 'ম্যাথ ল্যাব'। এই অভিনব ল্যাবটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সিরাজবাটী চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক দীপঙ্কর কোলে।উপস্থিত ছিলেন শিক্ষারত্ন প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক অরুণ পাত্র, বাচিক শিল্পী সৌরভ হালদার, শিক্ষাপ্রেমী বনমালী পাত্র, শিক্ষাবন্ধু শিশির ঘোষ, প্রমুখ। একটি বড় ঘরে দৃষ্টিনন্দন 'ম্যাথ ল্যাব' সেজেছে প্রায় শতাধিক কিডস আইটেম নিয়ে। এগুলির মধ্য দিয়ে শিশুরা সহজে আনন্দদায়ক ভাবে গণিতের বিভিন্ন বিষয় আয়ত্তে আনতে পারবে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রদীপ রঞ্জন রীত এর কথায়, শিশুদের মধ্যে গণিতের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি এবং গণিতকে সহজবোধ্য করে তুলতে এই 'ম্যাথ ল্যাব' সৃষ্টির ভাবনা। সেই ভাবনা থেকে দেশলাই বাক্স, মাটির ইঁট, আইসক্রিমের কাঠি, দেওয়াল ও মেঝেতে অঙ্কন, ম্যাথ ট্রি, কাঠের সরঞ্জাম ইত্যাদির মাধ্যমে গণিতের বিভিন্ন ধারণা উপস্থাপন করা হয়েছে। উদ্দেশ্য সেগুলি ছাত্র ছাত্রীরা হাতে নিয়ে নাড়াঘাঁটা করে গণিত শেখায় মজা পাবে। এবং ছাত্র ছাত্রীদের মন থেকে গণিত ভীতি দূর হবে।এর সঙ্গে রয়েছে নানা শিশু উপযোগী ম্যাথ গেম। এই গেমগুলি একদিকে মজাদার অন্যদিকে শিশুমনে গণিতের বিভিন্ন ধারণা তৈরিতে সাহায্য করবে। উদ্বোধক সহ সকল অতিথির বক্তব্য, শিশুরা যত বেশি এই ল্যাব ব্যবহার করবে ততই গণিতের প্রতি তাদের আকর্ষণ বাড়বে এবং গণিত ভীতি দূর হবে। সেই সাথে তাঁরা বলেন আগামীদিনে সমস্ত বিদ্যালয়েই গড়ে উঠুক এই ধরণের শিশু বান্ধব 'ম্যাথ ল্যাব'। এই উপলক্ষে ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়– ক্যুইজ, ছড়া,নৃত্য, সংগীত ইত্যাদি। সকলকে ধন্যবাদ জানান বিদ্যালয়ের শিক্ষক সৌমেন মন্ডল ও পুষ্পিতা চোংদার।

সুফলা বঙ্গের কৃষি কথা

নিমপীঠ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : মঙ্গলবার গত ৫ ডিসেম্বর বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস উপলক্ষে জয়নগর ২ নং ব্লকের নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রে হয়ে গেল এক বিশেষ সচেতনতা শিবির। এ বছরের বিশ্ব মৃত্তিকা দিবসের মূল ভাবনা ছিল 'জীবনের উৎস–মাটি ও জল'। সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শতাধিক কৃষিজীবী মানুষের উপস্থিতিতে এদিনের এই সচেতনতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বিজ্ঞানীগণ তাদের আলোচনায় মাটির স্বাস্থ্যরক্ষায় জৈব সারের ব্যবহার, ফসলের বৈচিত্র্য এবং জীবাণু সারের ব্যবহার নিয়ে বিশদে আলোচনা করেন। ফসলের বৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনায় শস্য বিজ্ঞানী সোমনাথ সর্দার তুলো চাষের উপরে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেন। সুন্দরবনের নোনা মাটিতে তুলো চাষ যেমন মাটির নোনা কাটিয়ে দিতে পারে তেমনি মাটির উর্বরতা ফিরিয়ে আনতে পারে। ভালো ফলনের মাধ্যমে চাষীর মুখে হাসিও ফুটিয়ে তুলতে পারে। জলের সুসংহত ব্যবহার নিয়ে নিয়েও বিশদে আলোচনা করা হয়। বিশেষ করে বোরো ধান চাষে যে বিপুল পরিমাণ ভূগর্ভস্থ জল আহরণ হচ্ছে তাঁর কুপ্রভাব নিয়ে আলোচনা করেন নিমপীঠ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ও প্রধান ডঃ চন্দন কুমার মন্ডল।অনুষ্ঠানের শেষে উপস্থিত সকল চাষী ভাইদের ও মায়েদের হাতে নারকেল,সবেদা ও সুপারি জাতীয় ফলের গাছ তুলে দেওয়া হয়।জয়নগর ১, ২, মথুরাপুর ১,২ ও কুলতলি ব্লক থেকে কৃষকেরা এদিন এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

গ্রাম–বাংলায় ইতুপুজো আজও অমলিন

সুভাষ চন্দ্র দাশ,ক্যানিং – অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম রবিবার প্রতিটি বাঙালীর বাড়িতে বাড়িতে ইতু পুজো অনুষ্ঠিত হয়।মাসের সবকটি রবিবার ও বৃহস্পতিবার এই পুজো হয়ে থাকে।এছাড়াও মাসের শেষ রবিবার মহাধূমধাম করে ইতুপুজো অনুষ্ঠিত হয় এবং পরে বিসর্জন দেওয়ার রীতি রয়েছে।উল্লেখ্য অগ্রহায়ণ মাসে বাঙালীর প্রতি ঘরে আসে নতুন ধান।শুরু হয় নবান্ন উৎসব। বাংলার পাড়া গ্রাম এখনও একজোট হয়ে মেতে ওঠেন এই উৎসবে। শুধু নবান্নের স্বাদ পেতেই অনেকে এই সময় বিদেশ বিভুঁই থেকে গ্রামের বাড়িতে ফিরে আসে। হোলি, খ্রীষ্টমাস, দেওয়ালির ভিড়ে কিন্তু এখনও হারিয়ে যায়নি প্রাচীন গ্রাম বাংলার এই ইতুপুজো উৎসব। কথায় বলে বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ। তবে শহুরে উৎসবের ছোঁয়ায় এখনও হারিয়ে যায়নি গ্রামের নিজস্বতা– ইতু পুজোই তার প্রমাণ।

"অষ্টচাল অষ্টদূর্বা কলসপত্র ধরে।
ইতুকথা একমনে শুন প্রাণ ভরে॥
ইতু দেন বর,
ধনে জনে বাড়ুক ঘর॥"

এই হল ইতু পুজোর মন্ত্র। ইতু পুজো বাংলার একটি লোক উৎসব। মূলত শস্যবৃদ্ধির কামনায় অগ্রহায়ণ মাসের প্রতিটি রবিবার এই পুজো করা হয়। ইতুর আর এক নাম লক্ষ্মী। তবে ইদানিং কালে বাংলার গ্রাম্য দেবদেবীরা যেমন মনসা, ইতু, ভাদু, টুসু, শীতলা তেমন ভাবে পুজো পান না। গণেশ পুজো, বিশ্বকর্মা পুজো সেই জৌলুস কেড়ে নিয়েছে অনেকটাই।আধুনিক প্রযুক্তির দৌলতে হারিয়ে যেতে বসেছে বাংলার ব্রতকথা। মেয়েরা অগ্রহায়ণ মাসের প্রতি রবিবার ইতু ঠাকুরের পুজো করে থাকেন। ইতু পুজোর নিয়মে বলা হয়েছে কার্ত্তিক মাসের সংক্রান্তি থেকে অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তি পর্যন্ত পুজোর সময়।

ইতু শব্দটি মিতু অর্থাৎ মিত্র থেকে এসেছে। মিত্র শব্দের অর্থ সূর্য। অগ্রহায়ণ মাসে সূর্য বৃশ্চিক রাশিতে অবস্থান করে এবং এই অবস্থানে সূর্যের নাম মিত্র। এই থেকেই বাংলার ঘরে ঘরে ইতু পুজো শুরু হয়। সুতরাং ইতু পূজো মানে সূর্য পূজো। বাংলার মেয়েরা ইতুকে শস্যের দেবী হিসেবেই পূজো করে থাকে।

ইতুর ঘটের গায়ে পুতুলি আঁকা এবং ভেতরে দেওয়া হয় শস্যদানা ও তৃণগুচ্ছ। খড়ের বিড়ের উপরেই ইতুর সরাকে বসানো হয়। এর পর ওই সরাতে দেওয়া হয় মাটি। মাটি পূর্ণ সরার মাঝে ঘট স্থাপন করতে হয়। আর বাকি অংশে থাকে কলমী, সরষে, শুষনী, মূলো ফুল সহ শাক। এ ছাড়া ধানের বীজ, মানকচুর মূল লাগানো হয়। আর ছোলা মটর মুগ তিল যব সহ আট রকমের শস্যের বীজও ছড়ানো হয়ে থাকে।

মূলত মেয়েরা নিজেরাই এই পুজো করে থাকেন। ইতু দেবীকে আবার সাধভক্ষণ দেওয়ার প্রথাও রয়েছে কোথাও কোথাও। সেদিন নতুন গুড় ও চাল দুধ দিয়ে পরমান্ন তৈরি করে নিবেদন করা হয়। প্রতি রবিবার ফল, মিষ্টি, ধান, খই দিয়েই ইতুর পুজো করা হয়। শেষদিনে নবান্ন থেকে পিঠে পুলি সবই বানানো হয়।এখনও গ্রামে সবাই মিলে ভাগ করে খান সেই প্রসাদ।পুজো শেষে পবিত্র ইতুর ঘট বাড়িতে নিয়ে যায় মহিলারা।

শুরু হল ৩৪ তম সোনারপুর বইমেলা

সুব্রত মণ্ডল: ৩৪ তম সোনারপুর বইমেলার উদ্বোধন করলেন কবি মন্দাক্রান্তা সেন। গত ৮ ডিসেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যায় সোনারপুর রেল কোয়াটার পার্কের মাঠে এবছরের সোনাপুর বইমেলা শুরু হল। চলবে আগামী ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত। বিভিন্ন নামি দামি প্রকাশকরা এবারও সোনারপুর বইমেলায় অংশ নিয়েছেন। ৯৪ টি বুক স্টল এবার মেলাতে এসেছে। কলকাতা বইমেলার পরেই রাজ্যের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান পেল সোনারপুর বইমেলা। রয়েছেলিটিল ম্যাগাজিন, বিজ্ঞান পার্ক, বিনোদন পার্ক,হস্তশিল্প পার্ক, ফুট পার্ক। শুধু তাই নয় এবারও বইমেলাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়েছে। এবারে সোনারপুর বইমেলার থিম জলপাইগুড়ি জেলা। ওই জেলার সাংস্কৃতিকে তুলে নিয়ে আসা হয়েছে এই জেলাতে। বইমেলার প্রস্তুতি কমিটির সম্পাদক সত্যব্রত পাল জানান, রাজ্যের এক একটি জেলাকে থিম হিসেবে তুলে এনে সোনারপুর বইমেলা ইতিহাস তৈরি করেছে। সত্যব্রত বাবু আরো জানান,

দশ দিনের এই মেলার জন্য রেলকে ভাড়া দিতে হয় প্রায় ২০ লক্ষ টাকা। এটা ভীষণ ব্যয় সাপেক্ষ। অন্যদিকে উদ্বোধক কবি মন্দাকান্তা সেন বইমেলা সাফল্য কামনা করে বলেন বই কোনদিন পিছিয়ে যাবে না কেননা বই হল মানুষের সম্পদ। ইন্টারনেটে যুগে যতই বই জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে বলা হোক না কেন, বই জিতবেই।

আবার আসছে দুয়ারে সরকার

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সফলতম এবং জাতীয় স্তরে সমাদৃত ও
রাজ্যের সর্বাধিক মানুষের কাছে সরকারি পরিষেবা প্রদানের অনন্য কর্মসূচি

এ পর্যন্ত

পর্যায়	শিবির	পরিষেবা
৭টা	৫.৬৬ লক্ষ	৮.১০ কোটি

দুয়ারে সরকার

এবারও বুথে বুথে

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ঐকান্তিক উদ্যোগে

৩৬টি পরিষেবা নিয়ে
১৫ ডিসেম্বর, ২০২৩ থেকে
পুনরায় শুরু হচ্ছে

‘দুয়ারে সরকার’
(অষ্টম পর্যায়)

আবেদনপত্র গ্রহণ শিবির
১৫-৩০ ডিসেম্বর, ২০২৩

পরিষেবা প্রদান শিবির
২-৩১ জানুয়ারি, ২০২৪

৮ম পর্যায়ের পরিষেবা:

- লক্ষ্মীর ভাণ্ডার
- ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড
- খাদ্য সাথী
- স্বাস্থ্য সাথী
- প্রতিবন্ধকতার শংসাপত্র
- কাস্ট সার্টিফিকেট
- তপশিলি বন্ধু
- মেধাশ্রী
- শিক্ষাশ্রী
- জয় জোহার
- কন্যাশ্রী
- রূপশ্রী
- মানবিক
- বিধবা ভাতা
- কৃষকবন্ধু
- কিষান ক্রেডিট কার্ড (কৃষি)
- কৃষি পরিকাঠামো তহবিল – প্রতিটি আবেদন পৃথকভাবে গ্রহণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং অনুমোদন প্রদান
- কিষান ক্রেডিট কার্ড (প্রাণীপালন)
- বাংলা কৃষি সেচ যোজনার আওতায় আবেদন গ্রহণ এবং আর্থিক সহায়তার অনুমোদন প্রদান
- ঐক্যশ্রী
- স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড
- মৎস্যজীবী নিবন্ধীকরণ
- স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ঋণ প্রদান
- আধার পরিষেবা সংক্রান্ত সহায়তা
- ব্যাঙ্কিং পরিষেবা সংক্রান্ত সহায়তা
- কৃষিজমির মিউটেশন
- পাট্টার জন্য আবেদন
- বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা যোজনা
- মৎস্যজীবী ক্রেডিট কার্ড
- বকেয়া বিদ্যুৎ বিলের আংশিক মকুব
- বিদ্যুৎ–এর নতুন সংযোগ
- বার্ধক্য ভাতা
- পশ্চিমবঙ্গ পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্পের নিবন্ধীকরণ
- হস্তশিল্পী ও তাঁতশিল্পীর অনলাইন রেজিস্ট্রেশন
- ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগীদের উদ্যম পোর্টালের অনলাইন নিবন্ধীকরণ
- উদ্যানজাত ফসলের সুরক্ষিত চাষের জন্য আবেদনপত্র গ্রহণ ও প্রক্রিয়াকরণ

‘দুয়ারে সরকার’ শিবিরে সকল পরিষেবার ফর্ম **বিনামূল্যে** পাওয়া যাবে।
ক্যাম্প থেকে প্রাপ্ত ফর্ম ছাড়া কোনও ফর্ম গৃহীত হবে না।
পরিষেবার জন্য নিজেরা ক্যাম্পে আসুন।

আপনার সহায়তার জন্য নিকটতম বাংলা সহায়তা কেন্দ্রে যোগাযোগ করুন।

আপনার নিকটবর্তী ক্যাম্প কোথায় এবং কবে হবে জানতে ক্লিক করুন: https://ds.wb.gov.in

০৩৩ ২২১৪ ০১৫২
১৮০০ ৩৪৫ ০১১৭

পাড়ায় সমাধান
পাড়ার প্রয়োজনে, পাড়ার পাশে

এলাকার জরুরি সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধান
স্থানীয় স্তরে পরিকাঠামোগত শূন্যতা পূরণ ও পরিষেবার ঘাটতি চিহ্নিতকরণ ও পরবর্তীতে তার আশু সমাধান।

পাড়ায় সমাধান–এর আবেদন নেওয়া হবে
১৫–৩০ ডিসেম্বর, ২০২৩

সকল সরকারি পরিষেবা বিনামূল্যে পেতে ‘বাংলা সহায়তা কেন্দ্র’–এ যোগাযোগ করুন অথবা লগ অন করুন www.bsk.wb.gov.in-এ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার | আপনার পাশে, আপনার সাথে

@egiye_bangla

মহানগরে

হেরিটেজ পদযাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়াম অফ ইন্ডিয়ান আর্ট–এর উদ্যোগে গত মঙ্গলবার ১২ডিসেম্বর সকালে কলেজ স্ট্রিট চত্বরে এক হেরিটেজ পদযাত্রা আয়োজিত হয়। পদযাত্রার উদ্বোধন করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্টার

ড. দেবাশীষ দাস। এই পদযাত্রা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজ, হেয়ার স্কুল, হিন্দু স্কুল, সংস্কৃত কলেজ, মহাবোধি সোসাইটি, বেঙ্গল থিওজফিকাল সোসাইটি, মেগাফোন কোম্পানি, বঙ্কিমচন্দ্র, বিধান রায়, নীলরতন সরকারের বাড়ি সহ কলেজ স্ট্রিট চত্বরের বিভিন্ন হেরিটেজ স্থান ঘুরে বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসে। পদযাত্রায় মূল বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ তথা লেখক ডাঃ শঙ্কর নাথ যাঁর নখদর্পণে সাল তারিখ ধরে কলকাতার হেরিটেজ স্থানের পরিচয় ও মাহাত্ম। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সপেক্টর অফ কলেজেস দেবাশীষ বিশ্বাস, ডেভেলপমেন্ট এন্ড প্লানিং অফিসার ডঃ কৌশিক বল, গবেষক প্রাণতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেঙ্গল থিওসফিকাল সোসাইটির সম্পাদক মধুশ্রী চৌধুরী, বিদ্যালয় পরিদর্শক সমীর মজুমদার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিওলজি বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক শচিন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, আলিপুর বার্তার সাংবাদিক প্রিয়ম

গুহ, গবেষক দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ মিউজিয়ামের কিউরেটর দীপক বড়পন্ডা, দেশলোক পত্রিকার সম্পাদক সাংবাদিক প্রণব গুহ, ডাঃ কান্তা ভট্টাচার্য, শিল্পী অনীক ঘোষ, কবি অলোক দত্ত, প্রভু জগৎবন্ধু কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক নিমাই দান, ভূগোল বিভাগের প্রধান সারদা মন্ডল, অধ্যাপক সুমিত বর, লেকচারার সায়ন্তন মুখার্জি, দেবরাজ মাইতি, কলেজের ছাত্রছাত্রী এবং কসবার অগ্রণী হাই স্কুল ফর গার্লসের পড়ুয়া ও শিক্ষক শিক্ষিকারা।

পদযাত্রা শেষ করে মিউজিয়াম হলে এক সভায় মিলিত হন সকলে। সেখানে ডাঃ নাথ সহ বক্তারা হেরিটেজ সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্য তুলে ধরেন। কর্মসূচি শেষ হয় মধুশ্রী চৌধুরী ও তাঁর সম্প্রদায়ের এক অসাধারণ নৃত্যনুষ্ঠানের মাধ্যমে। **ছবি : অরুণ লোধ**

অবৈধ: বেহালার পর্ণশ্রীর উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোডের এই আর.আই.সি. কম্পাউন্ডে প্রায় ৭ বিঘা জমিতে বিভিন্ন ধরণের ১৫টিরও অধিক বেআইনি কারখানা রয়েছে, যার কোনো সরকারি অনুমোদন নেই। কলকাতা পৌরসংস্থাকে অন্ধকারে রেখে প্রায়ই কারখানাগুলি মোটা অর্থের বিনিময়ে হস্তান্তর হয়ে চলেছে। **ছবি : অরুণ লোধ**

মানবাধিকার দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১০ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস। সিপিডিআর ইন্ডিয়া এই দিনটিকে কলকাতা প্রেস ক্লাবে উদযাপন করল। সঙ্গে ক্লাবের আঙিনার মুক্ত মঞ্চে হিউম্যান রাইটস তাদের বিভিন্ন কর্মসূচি প্রদর্শন করে। এরই সঙ্গে এদিন বিভিন্ন সময়ে সমাজের গুণিজনরা সংবর্ধিত হন। অনুষ্ঠানের দায়িত্বে ছিলেন সংগঠনের প্রধান আধিকারিক বিপ্লব ঘোষ। মানবাধিকার প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন উপস্থিত অতিথিরা। সবশেষে সকলে মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নেবেন বলে জানান।

লেন্স বার্তা

অন্ন সংস্থান : সন্তান কোলে খাবারের খোঁজে।
ছবি : সঞ্জয় চক্রবর্তী

আদিসংস্কার : কলকাতার টলিনালা অর্থাৎ আদিগঙ্গার দক্ষিণের সোনারপুর থেকে উত্তরে কলকাতার হেস্টিংসের দইঘাট সাড়ে ১৫ কিলোমিটার পথের নৌকায় পূর্ণ সংস্কারের পরিদর্শনে কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম, বরো অধ্যক্ষা রত্না সুর প্রমুখ। রাজ্য সরকার ৩২ কোটি টাকা ব্যয় করে এই কাজ করছে। 'নমামি গঙ্গে'র টাকা এখনো আসেনি। ৮১ নম্বর ওয়ার্ডের কুমোড়পাড়া ঘাটে পরিদর্শন শেষ হয়। **তথ্য : বরুণ মণ্ডল**

আর্ট ফেস্ট : বন্ধু এক আশা'র পরিচালনায় ভারতীয় যাদুঘর এবং ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের সহযোগিতায় ১১ তম ইন্টার ন্যাশনাল কলকাতা আর্ট ফেস্টিভ্যালের সূচনা হল ভারতীয় যাদুঘরে ১৪ ডিসেম্বর।

ডাক সেবা : ভারতীয় ডাক বিভাগের আলিপুর শাখার পক্ষ থেকে এক পরিষেবা মেলার আয়োজন করা হয়েছিল চেতলার হিন্দ সঙ্ঘ প্রাঙ্গনে।

কলকাতায় সিসি বিনা ড্রেনেজ কানেকশন! রাজস্বের দফারফা

বরুণ মণ্ডল

কলকাতা পৌর এলাকায় সি.সি. (কমপ্লিশন সার্টিফিকেট) ছাড়াই ড্রেনেজ কানেকশন হচ্ছে। ফলে একদিকে যেমন কলকাতা পৌরসংস্থার রাজস্বের বিপুল ক্ষতি হচ্ছে তেমনি অন্যদিকে, কলকাতার সাধু থেকে অসাধু সমস্ত প্রোমোটার বা ডেভলপারদের পোয়াবারো হচ্ছে। কলকাতা পৌরসংস্থার অন্তর্ভুক্ত ১ – ১০০ নম্বর ওয়ার্ডে নয়া বিল্ডিং তৈরির ক্ষেত্রে প্ল্যান সংশ্লিষ্ট বরো অফিস থেকে স্যাংশন করে, বিল্ডিং সম্পূর্ণ হওয়ার পর সি.সি. নেওয়ার পর একমাত্র ড্রেনেজ কানেকশন পাওয়া যায়। কিন্তু ১০১ – ১৪৪ নম্বর ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে আরেক নিয়ম। কলকাতা শহরতলির এই ৪৪টি ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে সি.সি. ছাড়াই ড্রেনেজ কানেকশন হয়ে যায়। কলকাতা পৌরসংস্থার ১২১ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি রূপক গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রস্তাব ১ – ১০০ নয়, ১ – ১৪৪ নম্বর ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে একই নিয়ম চালু হওয়া দরকার। তা না হলে সি.সি. ছাড়াই ড্রেনেজ কানেকশন হয়ে গেলে পরবর্তীকালে সাধু কী অসাধু সকল প্রোমোটার বা ডেভলপাররা আর সি.সি.বাবদ প্রদেয় অর্থ পৌরসংস্থায় জমা করবে না। এতে কলকাতা পৌরসংস্থার রাজস্বের বিপুল ক্ষতি হচ্ছে। প্রোমোটার–ডেভলপাররা ফ্ল্যাট বিক্রি করে পাত্তারি গোটাবে। এ বিষয়ে পৌর কর্তৃপক্ষের কী কোনও ভাবনাচিন্তা আছে? এ প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা পৌরসংস্থার বিল্ডিং দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, সি.সি.'র আগে কখনোই ড্রেনেজ কানেকশন হবে না। কন্সট্রাকশন কানেকশন হবে। কিন্তু পার্মানেন্ট ওয়াটার কানেকশন হবে না। যদি এটা কেউ করে থাকে, তবে সেটা পুরোপুরি ইললিগাল। যদি স্পেসিফিক কমপ্লেন থেকে থাকে তবে তা নিয়ে আসবেন। যেসব আধিকারিক একাজে জড়িত তাদের সাসপেনশন পর্যন্ত হবে। কারণ এটা কলকাতা পৌরনিগমের বিল্ডিং আইন আইনানুসারে হতে পারে না। যদি পৌর আধিকারিকরা কেউ কোথাও এরকম অন্যায় করে থাকে তবে আপনি শীঘ্রই ওটা দিন। আমি মহানাগরিক হিসাবে ওই আধিকারিকের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেবো।

ভূগর্ভস্থ জল যেটা তুলছি সেটা বন্ধ করতে হবে : ফিরহাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'আমরা ভূগর্ভস্থ যে জল বিগ ডায়ার বা স্মল ডায়ার(হস্তচালিত) দিয়ে নিয়মিত তুলছি সেটা বন্ধ করতে হবে। তা না হলে কলকাতা মহানগর যে কোনও সময় ধসে যেতে পারে'। সাংবাদিকদের কাছে ১৩ ডিসেম্বর এই বক্তব্য রাখেন কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। তিনি এদিন সাংবাদিকদের আরও বলেন, ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের এই বুস্টার পাম্পিং স্টেশন নিয়ে কলকাতায় ৭২টি বুস্টার পাম্পিং স্টেশনের দ্বারোদঘাটন হল। আর আমি মহানাগরিক হওয়ার পর এটাকে নিয়ে ৩২টি কলকাতা পৌরসংস্থার বরো ১৬'র অন্তর্ভুক্ত ১২৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাস্কেটবল গ্রাউন্ডের সন্নিকটে জেমশু লঙ বুস্টার পাম্পিং স্টেশনে ১৩ লক্ষ লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন আংশিক ভূগর্ভস্থ জলাধার ও পাম্পিং স্টেশনের উদ্বোধন করতে এসে মেয়র বলেন, কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ সমান ভাবে ভূপৃষ্ঠস্থ পরিস্রুত পানীয় জল পান সেজন্য এই পাম্পিং স্টেশন গড়া। তবে এখনও যাদবপুর, গড়িয়া ও ঢাকুরিয়ার কিছু দিকে বিভিন্ন প্রান্তে ভূপৃষ্ঠের পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে দিতে বাকি আছে। এটা পৌর জল সরবরাহ দফতর বছর দু'য়েকের মধ্যে সম্পূর্ণ করতে পারবে। সঙ্গে ছিলেন বরো অধ্যক্ষ সুদীপ পোল্লে, পৌর জল সরবরাহ দপ্তর ডিজি মৈনাক মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিত্ব।

ইজরায়েলের ছবি পেল সেরা আন্তর্জাতিক পুরস্কার

প্রিয়ম গুহ : ৭ দিন ব্যাপী কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব শেষ হল ১২ ডিসেম্বর ২০২৩–এ। রবীন্দ্রসদনে সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস সহ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রীরা এবং টলি পাড়ার কলাকুশলীরা। ৭ দিন ধরে চলচ্চিত্র উৎসবের আঙিনায় সিনেমা দেখার সাথে সাথে বিভিন্ন দেশ বিদেশের ছবির প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল সেই বিভাগের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার বিচারক তথা জুরি হিসাবে ছিলেন মস্কোর পরিচালক পাভেল লুঙ্গিন (চেয়ারপার্সন), ইরানের অভিনেত্রী তথা পরিচালক মনিজেস হেকমত,

স্পেনের অভিনেত্রী অ্যাঞ্জেলা মলিনা, ভারতের পরিচালক তথা অভিনেতা টিগমানসু ঢুলিয়া এবং লরেন্স কার্ডিস।

এই জুড়িরা বেছে নেন ইজরায়েলের চিলড্রেন অফ নো বডি–কে সেরা আন্তর্জাতিক ছবি হিসাবে। ছবির পরিচালক ও ছবির সঙ্গে যুক্তদের হাতে গোল্ডেন রয়্যাল বেঙ্গল পুরস্কার তুলে দেন অতিথিরা। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক ছবির বিভাগে ইনোভেশন ইন মুভিং ইমেজে বিশেষ পুরস্কার পেলেন অঞ্জন দত্ত, তাঁর চালচিত্র এখন ছবির জন্য। সেরা ডকুমেন্টারি ছবির পুরস্কার পেলেন রমেন বোরা ও শিবানী বোরা ছবির নাম ছিল চ্যালেঞ্জ। সেরা ভারতীয় শর্ট ফিল্ম কামিল সইফের লাস্ট রিহার্সাল। এ বছর প্রথম বাংলা প্যানোরামা বিভাগে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে, সেই বিভাগে বিশেষ জুরি হয়েছে অমর্ত্য সিংহের ছবি 'অসম্পূর্ণ'। এই বিভাগের সেরা ছবি রাজদীপ পাল ও শর্মিষ্ঠা মাইতি পরিচালিত 'মনপতঙ্গ'।নেট প্যাক পুরস্কার বিভাগে সেরা ছবি নাইল ফল্ট মোসেইকের 'ব্রকেন ড্রিম : স্টোরিস ফ্রম দ্য মায়নমার কিউ'। ভারতীয় ভাষা বিভাগে বিশেষ জুড়ি পুরস্কার পেল হাওবান পবনকুমারের মেইতেই ভাষার ছবি 'জোসেফাসসন'। হীরালাল সেন স্মারক পুরস্কার বিভাগে সেরা পুরস্কার পেলেন সনেট অ্যান্থনি বেরোটোর ছবি 'অবনী কি কিসমত' একই বিভাগে সেরা ছবির পুরস্কার পেলেন রজনী বসুমাতারই ছবির নাম 'গোরাইপখরি' এই ছবিটি বোরো ভাষায় তৈরি । আন্তর্জাতিক বিভাগে ইনোভেশন ইন মুভিং ইমেজে সেরা পুরস্কার পেলেন ভেনিজুয়েলার কার্লোস ড্যানিয়েল মালাভে তার 'ওয়ান ওয়ে' ছবির জন্য।

এছাড়াও কিফ চলাকালীন বিভিন্ন ঘটনার ঘনঘটাও চোখে

পড়েছে নন্দন চত্বরে। ১০ ডিসেম্বর বিশৃঙ্খলার সম্মুখীন হয় কর্তৃপক্ষ। ছবি দেখতে না পাওয়ায় নন্দন–১এ দরজা ঠেলতে থাকে কয়েকশো সিনেপ্রেমী। পাস নিয়েছিল সকলেই এবং প্রেক্ষাগৃহ কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে যাওয়ায় আর ঢুকতে দেওয়া যায়নি বলে জানায় কর্তৃপক্ষ। সেই রাগের বহিপ্রকাশ ঘটে। এর মধ্যে এক সিনেপ্রেমী বলেন, এমন ঘটনা বাংলার সিনে জগৎসহ বাংলার মান ত্বরান্বিত করেছে কারণ সেই সময় অনেক আন্তর্জাতিক পরিচালকরা ভিতরে আটকে পড়েন। তারা স্তম্ভিত। তিনি আরও বলেন এই উৎসবকে আরও ভালো ভাবে সাজানোর জন্য পরিকল্পনা প্রয়োজন। তার অভিমত এখানে ডেস্টিনেশন গ্যালারি থাকা বাঞ্ছনীয় যেখানে আন্তর্জাতিক থেকে জাতীয় প্রযোজক, পরিচালকরা বাংলার অনবদ্য সুটিং স্পটগুলো চাক্ষুস করতে পারবে। এবং প্রয়োজন হলে তাদেরকে বুঝিয়ে বাংলায় যাতে আন্তর্জাতিক সিনেমার সুটিং করা যায় সে বিষয়ে পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। তবেই সিনেমা শিল্পের উন্নতি হবে। তিনি আরও বলেন, একটা ছবির মেলা প্রয়োজন যেখানে দেশ বিদেশের ছবি সিনেপ্রেমীরা কিনতে পারবে। এটি হলে বাংলার ছবিও বিদেশের ঘরে পৌঁছে যাবে।
ছবি : সোমনাথ পাল

জানা–অজানা সফরে

এক ছুট পাহাড়ে জঙ্গলে জলরাশির হাতছানিতে

শর্মিষ্ঠা সাহা

ভ্রমণ পিপাসু বাঙালি দিন কয়েক বা দু এক দিনের ছুটি পেলেই তার মনের ইচ্ছে পাখিটা ডানা মেলে উড়ে যেতে চায়। এমনই এক ছুটির ডেস্টিনেশন ছিল পাশের রাজ্য ঝাড়খণ্ডে কয়েকটি স্পট। ব্ল্যাক ডায়মণ্ডে হাওড়া থেকে সকাল ৬টা ১৫তে রওনা দিয়ে ১১টা ৩০মিনিট নাগাদ পৌঁছলাম ধানবাদ। তারপর একটা গাড়ি বুক করে চললাম ভাতিন্দা ওয়াটার ফলস–এর উদ্দেশ্যে। দুপাশে সবুজে ঘেরা পথ দিয়ে এগোলাম। দূর থেকে দেখেই এর অসাধারণত্ব অনুভব করলাম। ঢালু

পথে এগোলাম তার দিকে। কাটরি নদীর উপর। ঝাড়খণ্ডের মুনিডিহিতে এই ড্যাম। নদীর জলরাশি প্রবল বেগে এই জলপ্রপাত সৃষ্টি করেছে। বর্ষারাণীর বেগবতী রূপ মাধুর্য মুগ্ধ নয়নে দেকলাম। কি অপূর্ব! বিপুল জলরাশি সমতলভাবে জলধারায় পড়ছে। কি প্রবল স্রোত। উপর থেকে সমতল পাথরে পড়ে তা আবার নীচে পড়ছে উচ্ছ্বল গতিতে। তা থেকে নেমে চলেছে নীচের জলধারা। কিশোর–কিশোরীর উদ্যামতায় বয়ে চলেছে জলরাশি। পাথরের ঢিবিতে বসে সেই অনন্ত জলরাশি নিরীক্ষণ করলাম। বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়ে এবার ফেরার পালা, কিন্তু মন তো সরতে চায় না।

তারপর চললাম 'তোপচাঁচি' ড্যাম এর উদ্দেশ্যে। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। তার মধ্যেই এগোলাম ব্রিজের উপর দিয়ে। বিশাল লম্বা ব্রিজ। ১৯২৪ সালে তৈরি হয়েছিল এই ব্রিজ। ব্রিজের উপর চাকা লাগানো লক গেট রয়েছে। বছরের অন্য সময়ে লেকে জল প্রায় থাকে না। এই শুষ্ক ভূমিতে চাষের জন্য ড্যামের জলই ভরসা। দামোদরের জল এনে ড্যাম সংরক্ষণ। গ্রীষ্মের দিনগুলোতে এটাই ভরসা। স্বাধীনতার আগেই তৈরি এই ড্যাম। ড্যামের শেষ প্রান্তে লাল পাথুরে রাস্তায় কিছু পথ এগোলাম। রাস্তা চলে গেছে নতুন অরণ্যে। খানিক পরে ফিরে এলাম। ব্রিজের উল্টোদিকে পাহাড়ের গা বেয়ে একটা রাস্তা চলে গেছে পরেশনাথ পাহাড়ের দিকে। বেশ কিছুক্ষণ পাহাড়ী পথে পায়ে পায়ে চলে পৌঁছলাম পরেশনাথ পাহাড়ে। ওখানে পাহাড়ের উপর পার্শ্বনাথের মন্দির দেখে বেশ ভালো লাগল। পাহাড়ি পথেই ফিরে এলাম। চললাম, পরের গন্তব্য উশ্রী নদী দেখতে। প্রবল বৃষ্টির মধ্যেই গাড়ি চলছে। এলাম উশ্রীর পাড়ে। রবীন্দ্রনাথের লেখায় উশ্রীর বানের কথা জেনেছি। একটা রেলিং দেওয়া জায়গায় দাঁড়িয়ে উশ্রির রূপ আস্বাদন করছি। অবর্ণনীয় উচ্ছ্বলতায় সুবিস্তৃত জলরাশি প্রবল বেগে নেমে আসছে। বৃষ্টির কারণেই এই উচ্ছলতা। বেগময়ী নারীর প্রবল উন্মাদনা অনুধাবন করলাম। বছরের অন্যান্য সময়ে এই জলরাশি এতটা প্রাণবন্ত থাকে না। বর্ষার কারণেই এই উন্মাদনা।

তারপর ফিরে এলাম হোটেলে। সারাদিনের ধকলে ক্লান্ত শরীরে নৈশভোজ সেরে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে স্নান সেরে বেরিয়ে পড়লাম। পথে যেতে যেতে 'লালপানিয়া ওয়াটার ফলস' পড়ল। গাড়ি থামিয়ে তার কাছে গেলাম। এরও নয়নাভিরাম উচ্ছলতায় মন ভরে গেল। তারপর এগিয়ে চলার পালা। বন জঙ্গলের পথ দিয়ে চলেছি। দামোদরের তীরে 'ছিন্নমস্তা' মাতার মন্দির। খুবই

জাগ্রত, দশমহাবিদ্যার একটি এই ছিন্নমস্তা মাতা। দর্শন করলাম ও পূজা দিলাম। মন ভরে গেল। মায়ের পায়েস ভোগ গ্রহণ করলাম। মন তৃপ্তিতে ভরে গেল। এবার ঘরে ফেরার পালা।

ধানবাদ স্টেশন এসে ব্ল্যাক ডায়মন্ড ধরে কলকাতায় ফিরলাম। শহরের কোলাহল থেকে দূরে সবুজের কোলে সময় কাটাতে চাইলে অন্তত একবার আসতেই হবে এই পাহাড়–জঙ্গলে ঘেরা ডেস্টিনেশনে। বর্ষার মনোমুগ্ধকর রূপ না পেলেও, সারা বছরই আসা যায় এই প্রকৃতির হাতছানিতে।

মাঙ্গলিকী

বেহালা অনুদর্শীর পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পন

নাটকের আলোচনা সভা বিষয় নাটকের বিবর্ণতা সম্মাননা জ্ঞাপন : দুলাল চক্রবর্তী এবং কমল সাহা।

বাবুল কৃষ্ণ দে

জ্ঞাপক : অরূপ রায়। স্থান তৃপ্তি মিত্র সভাঘর। ১০ ডিসেম্বর ২০২৩

বেহালা অনুদর্শীর পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষ্যে তৃপ্তি মিত্র সভাঘরে আয়োজন করল একটি মনোজ্ঞ আলোচনা। বিষয় : নাটকে বিবর্ণতা। তৎসহ দুটি অনুনাটক ১) মহাভারতের অন্যতম প্রতিবাদী চরিত্র দ্রৌপদীকে কেন্দ্র করে তৈরি নাটক ১) বিভাজিতা' ২) থিয়েটার ওয়ার্কস রেপোর্টারি প্রযোজিত নাটক 'দিন ইবার বদলিনছে'। তৃপ্তি মিত্র সভাঘরে বিগত ১০ই ডিসেম্বর জমে উঠলো নাট্যোৎসব ২০২৩। এদিন দুইজন প্রথিতযশা নাট্য সমালোচক দুলাল চক্রবর্তী এবং নাট্য গবেষক এবং নাট্য কোষ পরিষদের অন্যতম কর্ণধার কমল সাহাকে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হল বেহালা অনুদর্শীর পক্ষ থেকে। সম্মাননা জানালেন অনীক নাট্যদলের অভিনেতা-নির্দেশক অরূপ রায়।

প্রথম পর্বে শুরু হল আলোচনা বিষয় : ''নাটকে বিবর্ণতা''। সঞ্চালক দুলাল চক্রবর্তী আলোচনাকে কতগুলি বিষয়ে ভাগ করে একটু উচু তারে বেঁধে দিলেন। এদিনের একমাত্র বক্তা কমল সাহা। দায়িত্বটা একা কমলবাবু তার বিচার বিচক্ষণতা দিয়ে ও পাণ্ডিত্য দিয়ে এক এক করে পিয়াজের খোসা ছাড়ানোর মতন প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত করে দর্শক বৃন্দকে একেবারে মোহিত করে দিলেন।

কমলবাবু বললেন টানা প্রায় একঘন্টা। তিনি শুরু করলেন আমি নাটক দেখি। কিন্তু বর্তমান নাটকের দলগুলি অন্যদলের নাটক প্রায় দেখেইনা। বর্তমানে নাটক অনেক পাল্টে গিয়েছে। তার আঙ্গিক পাল্টে গিয়েছে। ভাষা পাল্টে গিয়েছে, অভিনয়ের ধারাও পাল্টে গিয়েছে। এটা স্বাভাবিক। বিবর্তন চলতেই থাকে, নাহলেই অস্বাভাবিক। ভাল হচ্ছে না মন্দ হচ্ছে এটা বিচার করার সময় এখন নয়! ১৫০-২০০ বছর পরে হয়তো এর পরবর্তী প্রজন্ম বিচার বিশ্লেষণ করবে, মূল্যায়নও হবে। রবীন্দ্রনাথ অনেক কিছু করে গিয়েছেন। সর্বতোভাবে সব দিক দিয়েই। উনি বটবৃক্ষের মতো সবাইকে ছায়া দিয়েছেন।

আমার হিসাব মতো বর্তমানে ছোটো বড়ো মিলিয়ে প্রায় ১৫ হাজার নাট্যদল আছে। যুগের পরিবর্তনে নাটকের ভাষা সংলাপ পাল্টাতে হবেই, এবং সেটাই কাম্য। শম্ভুবাবু একবার আমায় বলেছেন তিনি মুক্তধারা তিনবার করেছেন, কিন্তু তিনবারই ধেড়িয়েছেন। একটা কথা মনে মনে ভাবতে হবে আমাদের মধ্যে কতজন দক্ষ অভিনেতা, দক্ষ নাট্যকার, এবং দক্ষ নির্দেশক আছেন? ভেবে দেখতে হবে, সবাইকে কি দক্ষ বা প্রতিভাবান বলা চলে? ফলত: একটা ভারসাম্যহীন অবস্থা চলছে। টেক্সট ভালো না হলে কোন নাটক জমতে পারবে না। নাটকের দীর্ঘ সময় আর নেই। নব্বই মিনিটের বেশি মোটেই নয়। নাটক এখন ১০০ থেকে ১১০ মিনিট হওয়া জরুরি। নানারকম শিল্প শাখার কিছু কিছু বিনোদনমূলক বিভিন্ন কারিক্রম দেখাতে হবে। তিনি নিলাম নিলাম নাটকের উদাহরণ দিলেন। অসিত মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক মুখোপাধ্যায় এরা নাটককে নো অ্যাকটিং জোনে নিয়ে যেতেন। সানু চৌধুরী, তৃপ্তি মিত্র ২ ঘণ্টা দর্শককে বুঁদ করে রাখতে পারতেন। সুতরাং অদক্ষ পরিচালক অভিনেতা দিয়ে নাটকের মান নিচু হয়ে যাবেই। যার আবেগ নেই, যা বিশ্বাস করার যায় না, তা আমরা দেখবো কেন? দিল্লিতে এতো বড়ো কৃষক আন্দোলন হয়ে গেল তা নিয়ে কোন নাটক তৈরি হল না। শিক্ষিত ছেলেদের চাকরি বিক্রি কর দিল একটা সরকার তা নিয়ে একটা নাটক তৈরি হল না। কারণ সরকারি মধুভাণ্ড তারা পাবেন না। গণনাট্য, নবনাট্য, গ্রুপ থিয়েটার আসার পর গিরিশ ঘোষ যুগের বোর্ড থিয়েটার এর সঙ্গে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছিল এবং কালে কালে হারিয়ে গেল বাংলার ব্রড ওয়ে থিয়েটার। একটা নাটক খুঁজে পাচ্ছি না যার মধ্যে রিয়ালিস্টিক কিছু আছে। মেঘনাদ ভট্টাচার্যের নাটকে এতো মেলোড্রামা আছে, যে নাটক দেখতে দর্শক আসছে। এটাও একটা ক্ষমতা। কিন্তু এটাই যে একমাত্রই পথ সেটা বলছি না। গিরিশ বাবুর বলিদান এর মতো নাটক আর দেখছি না। ভঙ্গি দিয়ে মজা দিয়ে কায়দা কৌশল দিয়ে দর্শককে বসিয়ে রাখার ব্যবস্থা করছি অর্থাৎ শুধু গিমিকের ছড়াছড়ি ও প্রযুক্তির ব্যবহার। আমরা যে টাকা অনুদান পাই সব টাকা থিয়েটারে লাগাই না। আমি মাধব মালঞ্চি কইন্যা ৩১৩ বার দেখেছি। একবার ভাবুন কি আকর্ষণে বাঁধতে পেরেছেন বিভাস দা এবং তার শিল্পীরা। সেই শিল্পী এখন কোথায়? কিছু কিছু অভিনেতা আবার বিরাট মস্তান। তিনি আঠারো উনিশটা দলে নাটক করেন তিনি রিহার্সাল দিতে আসতে পারবেন না। স্ক্রিপ্ট দেবেন আমি তৈরি হয়ে যাব, কোন ডিরেকশান আমার লাগবে না।

ভরতের নাট্য শাস্ত্র না পড়ে থিয়েটার করা যাবে না, করাটা অপরাধ। আজকাল গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করা হচ্ছে। আমি দর্শকের কোনা দোষ দেব না। দোষ থিয়েটারের মানুষদের। এখন আমাদের অনুনাটক করতে হবে। নাটক এখন লার্জার দ্যান লাইফ হয় না। অনুনাটক রবীন্দ্রনাথ তৈরি করেছেন। ১৫ মিনিট, ২০ মিনিট নাটক করতে হবে। দর্শকানুকল্য আসবে। নাটকের লোকেরা বেশিরভাগই অদক্ষ এবং অশিক্ষিত।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে দুটি নাটক। 'বিভাজিতা' এবং 'দিন ইবার বদলিনছে।' বিভাজিতা নাটক রচনা নির্দেশনা এবং অভিনয়ে সুমনা চক্রবর্তী, মহাভারতের প্রতিবাদী চরিত্র দ্রৌপদীর মর্ম যন্ত্রণাকে কেন্দ্র করেই এই নাটক। মাত্র পঁচিশ মিনিটে সুমনা তার অভিনয়ে প্রমাণ করে দিয়েছে সোলো অভিনয়ে ও অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছে। সুমনার অভিনয় অভিব্যক্তি শরীরী ভাষায় মূর্ত হয়ে উঠেছে দ্রৌপদীর অন্তর বেদনা। নাটক শেষে সুমনা ঘোষণা করল এই নাটককে ও প্রায় এক ঘণ্টায় টেনি নিয়ে যাবার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। দ্বিতীয় নাটক 'দিন ইবার বদলিনছে।' প্রযোজনা থিয়েটার ওয়ার্কর্স রিপোর্টারী নির্দেশনায় সৌরভ চট্টোপাধ্যায়। বহুরূপী শিল্পীদের নিয়ে তৈরি নাটক। ধনপতি বংশানুক্রমে বহুরূপী শিল্পী, কিন্তু রোজগার সেভাবে না হওয়ায় সে গ্রাম্য বৈদ্য আলির কাছে শিখে গাছ গাছড়া শিকর বাকর দিয়ে মলম ঔষধ তৈরি করে অন্য পেশায় চলে যায় কিন্তু সে পেশাও তার চলে না। শেষে বন্ধ হয়ে যায়। তখন ধনপতি আবার তার পূর্ব পেশা বহুরূপী শিল্প কলায় ফিরে আসে। অভিনয়ে ছিলেন ধনপতির ভূমিকায় অজয় ঘোষ এবং ওর স্ত্রী পারুল চরিত্রে দেবশ্রী মুখার্জী। দুজনেই দক্ষশিল্পী, এই নাটকের সংলাপ দক্ষ হাতে লেখা এবং নাটকের সংলাপে এই নাটকের ইউ.এস.পি বেশ ভালো উপস্থাপনা।

'আর্য্য সমিতি'র শতবর্ষের সূচনা

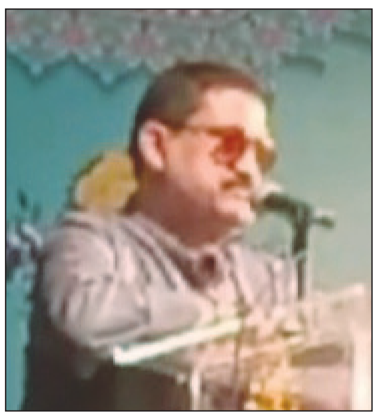

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেহালার ঐতিহ্যবাহী 'আর্য্য সমিতি'র (স্থাপন: অক্টোবর, ১৯২৪) শতবর্ষ উদযাপনের প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান ২৬ নভেম্বর বেহালার শরৎ সদনে শুরু হল। ওই অনুষ্ঠানে বেহালার বিশিষ্ট মানুষদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা ১২৯ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরসংস্থার দীর্ঘদিনের প্রাক্তন পৌরপ্রতিনিধি ১৪ নম্বর বরো কমিটির প্রাক্তন অধ্যক্ষ অঞ্জন দাস, বেহালা-বড়িশার স্বনামধন্য সঙ্গীত শিল্পী মনোময় ভট্টাচার্য, অদিতি গুপ্ত, আবৃত্তিকার প্রণতি ঠাকুর। নৃত্য পরিবেশনে ছিলেন নক্ষত্র নৃত্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে'র শিল্পীরা। শতবর্ষ উদযাপনের প্রারম্ভিক বক্তব্যে অঞ্জন দাস বলেন, বেহালা-বড়িশা-ঠাকুরপুকুর অঞ্চলে খুঁজলে শতবর্ষের পুরনো এমন বাড়ি বা ভবন অনেক পাওয়া যাবে। কিন্তু বেহালার এই 'আর্য্য সমিতি' শুধু মাত্র একটা ইট-বালি-পাথরের সৌধ নয়, আর্য্য সমিতি একটা প্রতিষ্ঠান এবং একটা জীবন্ত প্রতিষ্ঠান। তিনি বলেন, আমি এই কারণে আজ এই প্রতিষ্ঠানকে একটি জীবন্ত প্রতিষ্ঠান বলছি তার কারণ হল যে, কোনও প্রতিষ্ঠান ৩৬৫ দিন ধরে মানুষের ভালো-মন্দের সঙ্গে জড়িয়ে না থাকলে ১০০ বছর ধরে একটা সংগঠনকে টিঁকিয়ে রাখা কখনই সম্ভব নয়। আর্য্য সমিতির পরিচালকরা সেটাই করেছেন। ১০০ বছর চলতে চলতে আজ আর্য সমিতি একটা মহীরুহে পরিণত হয়েছে। 'বেহালা জনপদের ইতিহাস' লিখতে গেলে আর্য্য সমিতিকে বাদ দিয়ে লেখাটা সম্ভব নয়। তা-ই বেহালাবাসী রূপে এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করাটা আমার দায়দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। এই প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখার যে কোনও প্রচেষ্টায় অংশ গ্রহণ করাটাও আমার দায়দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

এদিন অঞ্জন দাস ক্ষোভের সুরে বলেন সমাজের বহু বিশিষ্ট মানুষজন বেহালার এই আর্য্য সমিতি'তে পদার্পণ করেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু থেকে শুরু করে বহু বিশিষ্ট মানুষজন এসেছেন (নেতাজী সুভাসচন্দ্র বসু তখন 'নেতাজী' হননি, ১৯২৯ সালের অক্টোবরের পর)। ১৯৩০ সালে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পরবর্তী কালে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডা. বিধানচন্দ্র রায়, সন্তোষকুমার বসু প্রমুখ এখানে বিভিন্ন সময়ে আসেন। অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে আর্য্য সমিতির সেবাকার্যে যোগ দিয়েছিলেন। তার সঙ্গে ছিলেন বহু বিখ্যাত অভিনেতা-অভিনেত্রী। অতীত দিনের স্থানীয় সাংসদ লোকসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ প্রয়াত সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় যে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, আমি নিজেও সেখানে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য জনদের মধ্যে একজন। কিন্তু যে মানুষ গুলো বেহালার এই আর্য্য সমিতি প্রতিষ্ঠা করলেন, মানুষের স্বাস্থ্য, মানুষের শিক্ষার কথা ভাবনাচিন্তা করলেন, সেইসব মানুষ গুলোর নাম আজ এই শতবর্ষে এসে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। কিংবা আমি শুনেছি বেহালার ওই 'হালদার বাড়ি'র হালদার পরিবার এই বহুমূল্যের জমিটা দান করেছিলেন। অন্তত সেটাও তো থাকাটা উচিত ছিল। সেটাও কিন্তু কোথায় নেই। তিনি জানান, শুধু মুখে বললেই সবাই এসে আমাকে দানধ্যান করে যাবে, এটা ওই ভাবে হয় না। কারণ তাদের নাম না জানানো অর্থাৎ ইতিহাসের একটা অংশ থেকে আমরা বঞ্চিত থেকে যাচ্ছি। আগামী দিনে আপনাদের কোনও ভালো কাজে আমাকে যদি পাশে থাকার সুযোগ করেদেন, তাহলে আমি নিশ্চিত ভাবে কৃতজ্ঞ বোধ করবো।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'বেহালা জনপদের ইতিহাসে'র পাতা ঘেঁটে দেখা যায়, সময় ১৯২৪ সাল, সে সময়ে বেহালার দেবদারু ফটকের হালদার বাড়ির ছেলে সন্তোষ কুমার হালদারের সহায়তায় আজকের প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠে। প্রতিষ্ঠানটির নাম হয়, 'আর্য্য ঐকতান সমাজ'। যদিও সরকারিভাবে ১৯২৪ সালের ২৪ অক্টোবর 'আর্য্য ঐকতান সমাজে'র প্রতিষ্ঠা হয়। কিছুদিন বাদে এর নাম পরিবর্তন করে হয় আজকের 'আর্য্য সমিতি'। এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাবর্গে ছিলেন দীননাথ মুখোপাধ্যায়, সন্তোষ কুমার চট্টোপাধ্যায়, শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায়, ফণিভূষণ মিত্র, অনিল গঙ্গোপাধ্যায়, সন্তোষ কুমার দত্ত, রামভদ্র হালদার ও সন্তোষ কুমার হালদার। ১৯২৬ সালে সভাপতি ছিলেন মোহিতমোহন হালদার। বেহালার রায় পরিবারের অবনীনাথ রায় ও হরিদাস রায় ছিলেন সহ সভাপতি এবং সেবা সম্পাদক ছিলেন বেহালার বীরেন রায় এবং হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন সাধারণ সম্পাদক। ১৯২৮ সালে বেহালায় কলেরা ও ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হয়।

মনামী ইন ফ্লাওয়ার

মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল : সম্প্রতি মনামী চৌধুরীর একটি একক প্রদর্শনী হল আকাদেমি অফ ফাইন আর্টসে। ছোট গাছ রাখা পাত্রে জল ঢেলে উদ্বোধন করেন চিত্র সমালোচক মৃণাল ঘোষ। নাম মনামী ইন ফ্লাওয়ার। শিল্পীর নিজের বিষয় ছিল চিত্রের মাধ্যমে নানা ফুলের সমাবেশ। সব কটি ছিল তৈলচিত্র। রঙের বৈচিত্র লক্ষ্য করা যায়। কাজের মধ্যে শিল্পীর মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। সবকটি ছবি প্যাচুলার দিয়ে করা। তবে প্রাণবন্ত ছিল ফুলের কোমলতার অভাব লক্ষ্য করা যায়। চিত্রটির প্রতি যত্নশীল হলে মাধুর্যতা পূর্ণতা পাবে। রঙের বিন্যাস বৈচিত্র সৃষ্টি করেছে। কিছু কিছু জায়গায় তার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। আশাকরি আগামী দিনে নতুন ভাবনা উপস্থাপন করবেন শিল্পী। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর কবিতায় বলেছেন, 'ফুলকে দিয়ে মানুষ বড় মিথ্যা বলায়। তার চেয়ে ভাল আগুনের শিখা যা দিয়ে কখনও কারোর মুখোশ হয় না।'

বেরোল শারদীয় সুন্দরবন ঐকতান

সুভাষচন্দ্র দাশ,বাসন্তী : বাসন্তীর জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্রের অডিটোরিয়াম হলে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বেরোল 'শারদীয় সুন্দরবন ঐকতান-৩' পত্রিকা। শারদীয়া সংখ্যার পাশাপাশি কবি-সাহিত্যিক শিক্ষারত্ন প্রাপ্ত প্রাক্তন শিক্ষক বিবেক পালের গল্প সংগ্রহের 'মাইলস্টোন' প্রকাশ হয়। উল্লেখ্য বিবেক পালের এটি পঞ্চমতম সংকলন। উদ্যোক্তা বাসন্তী সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে পুস্তক প্রকাশের পাশাপাশি বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় প্রখ্যাত সাংবাদিক তথা কবি অমর নস্করকে। রবিবার বিকালে বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট কবি,সাহিত্যিক লেখকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবনের বিশিষ্ট কবি বিশ্বজিত মিত্র, যতীন সরকার, প্রভুদান হালদার, বিশ্বজিত মহাকুড়, মানিকচন্দ্র মণ্ডল, মনোরঞ্জন পয়ড়া, হরিপদ বৈদ্য, অতনু গায়েন, হিমাংশু মিস্ত্রী, শংকর সরকার, বাপ্পাদিত্য হাউলি সহ জেলাপরিষদ সদস্যা শঙ্করী মণ্ডল ও অন্যান্যরা। শারদীয় সংখ্যা ও গ্রন্থ প্রকাশ সম্পর্কে বাসন্তী সাহিত্য পরিষদের সভাপতি তথা বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক প্রভুদান হালদার বলেন,'২০২১ এ বাসন্তী সাহিত্য পরিষদের পথচলা শুরু হয়েছিল। সেই সময় বাসন্তীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বর্তমানে বাসন্তী সাহিত্য পরিষদ শিশু থাকলেও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের নতুন ও পুরাতন প্রজন্মের কবি-সাহিত্যিকদের রচনায় সমৃদ্ধ।'

কবিতা

মুখোমুখি
নির্মল কুমার প্রধান

জন্ম-মৃত্যুর বৃত্ত পরিক্রমায়
জীবনের অন্তিম চেতনা নিয়ে
যখন আসে দু'জনার
মুখোমুখি হবার মধুর অবকাশ
তখন সমুজ্জ্বল গৌরবে উদ্ভাসিত
সুন্দর অবসান,
ক্রমশঃ অঙ্কুরিত হয় জন্মান্তর
কল্পনায় আসে মাতৃ-জঠরে
প্রবেশের অনাবিল আকাঙ্খা।
কত মধুর সেই মুখোমুখি মিলন
অবসন্ন প্রহরের দৃষ্টি বিনিময়,
সমুজ্জ্বল প্রকাশ দ্যোতনায়
তার ছন্দের আত্মমগ্ন অনুভূতি ছড়ায়
কুয়াশার জাল বিছায়
জীবনের নির্জন অববাহিকায়
(বরদাপুর, দঃ ২৪ পরগণা)

খুন
ভীম ঘোষ

পঞ্চমীর আর তৃতীয়ার তফাত খুঁজছো
নির্মম জীবন বোধে, ঝুলন বারান্দায়।
বিন্দুর মধ্যে অজস্র ছায়া মায়া খেলা করে,
স্বপ্নের অনাহারী দিগন্ত পারে কে যেন ছুঁয়ে আছে
নিঃশ্বাসে বিশ্বাসে ডুবে যাচ্ছি
কোনো এক ভয়ে কিংবা রক্ত দাগ মুছতে।
দুই ঠোঁটে সুস্বাদ অন্ধকার অনুভব করছি,
বর্ণমালায় শুধু ইচ্ছের ঘনঘটা।
স্মৃতির গভীরে বিশুদ্ধ সময় খাচ্ছে পাক,
বিকের ভেতরে কেঁদে উঠছে নিশাচর শব্দ।
অর্ধ-ঘুমে চোখ মুছে স্পষ্ট দেখছি
উঠানে সমুজ্জ্বল পূর্ণিমার রাত।
তুমি কখন খুন হয়ে গেছ চেতন গর্ভে,
আজও জানা নেই, ফিনকি রক্তে ভিজছে শরীর,
পদচিহ্নে থেকে যাচ্ছে দাগ, যে দাগ স্পর্শ করা যায় না।
শাসন করছ নিজেকে নিবিড় বিশ্বাসে বাড়ছে ঋণ।
(শতল, কলসা, দঃ২৪ পরগণা)

কে মানুষের বন্ধু
অশোকানন্দ

নিষ্কলঙ্ক চরিত্র যার, আসক্তিহীন মন
সেই মানুষের নতুন মূর্তি আকাঙ্খিত ধন।
যুগ যগান্তর প্রতীক্ষা করছি, দিবারাত্রি অণুক্ষণ
যাঁর দেখাতে সকল পাপ দূর হয়
যার পরশে সর্বদা মলয় বাতাস লাগে গায়
পথহারা খুঁজে পায় ঠাঁই,
ভয় নাই ওরে ভয় নাই
যাঁর চোখে ফোটে দৈবী প্রতিভা
যে নিস্বেরে বিলায় বিভা
যার প্রেরণা দেয় প্রাণে আত্মদানের পণ
সবাইকে জানে প্রাণের প্রিয়জন
তেমন মানুষ চাই, খাঁটি সোনার আস্বাদ যেন পাই।
পৃথিবীময় কাঁদছে সবাই, কেহ শান্তিতে নাই
তাদের স্বস্তি সান্ত্বনা দিতে এসো গো সবাই।
যেখানে বিপদ সেখানেই তুমি যাও ছুটে ধেয়ে
এ তিন ভুবনে মানুষের বন্ধু কে আছে তোমার চেয়ে?
(হালতু, কলকাতা-৭৮)

শীতে শ্রাবণ
সীতারাম ভকত

সারাদিন ঘন কালো মেঘরাশি
একি বর্ষা নাকি
রুক্ষ শুষ্ক শীতের বিদ্রুপ হাসি!
নীল নব ঘনে কালো কালো মেঘ
ভেসে যায় খেয়ালে
হাড় কনকন্ হিমে ঢাকা শীত
রোদের ওম্ টুকু বুঝি খোয়ালে,
মরসুমি ফুল মুখ ঢাকে সব
আজি এ অকাল বর্ষণে,
শীতের আমেজ নষ্ট হয়ে যায়
ঘন ঘন মেঘ গর্জনে ।
জীর্ণ শরীর ওম্ খুঁজে ফেরে
ঘরের এদিক ওদিকে
বারি বর্ষণে নস্যাৎ হয়
কেঁপে ওঠে হাড়
বুঝি পড়েছে এ কোন্ বিপাকে।
(সারেঙ্গা, বাঁকুড়া)

ভাষা
বনমালী ঘোষ

মায়ের মুখের মিষ্টি ভাষার মধুর স্বর
তার স্ব স্বর মিলিয়ে একই কণ্ঠস্বর,
বাংলা আমাদের সেই মধুর ভাষা
যার ভিতরে স্বপ্ন আশা ভরসা ভালোবাসা।
মাঝি গায় গান কৃষকের সকল কাজের মিতালী
পাখির কলরবে বাংলার বুকে কলকাকলি,
বাঁশীর সুরে সুর বাজে বাংলা গানের সুর ও বাণী
আট কোটি বাঙালির মনে প্রাণে বাংলার কাহিনী
মধুর এই ভাষার উপরে এসেছে নির্যাতন
রক্তের বিনিময়ে বাংলা আজ মর্যাদায় আগমন।
একুশে ফেব্রুয়ারি শপথের দিন আগত
কান্নাহাসির ঘাম ছড়ানো পথে জানাবো স্বাগত।
দুই বাংলার পথে প্রান্তরে একই বাংলা ভাষা
দিন কাটে রাত হয় ভালবাসায় পূর্ণ আশা।
একুশের স্মরণে অক্ষত বলিদানে জাগ্রত
জাগুক বাঙালী, রক্ষা হোক বাংলা, দূর হোক অনাগত।
(বাদলা পূর্ব বর্ধমান)

পুরনো ফেলুক দীর্ঘশ্বাস
অচিন্ত ভট্টাচার্য

তারাজ্বলা রাতের আকাশ
চুপিচুপি দিয়ে যায় রৌদ্রময় দিনের আভাস
চৈত্রের মরুময় দিন
কেটে যায় শূন্যতায় যেন এক মৃতের কফিন
ফাল্গুনের শিমূল পলাশ
চৈত্রের খরায় বর্ণহীন বিশুষ্ক বিলাস
পুরনোর ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস
সৃষ্টি করে নব দিন, তনুনের উদ্দাম-উচ্ছ্বাস।
বর্ষ শেষে ধেয়ে আসে ঈশানের ঝড়
ভেঙে যায় স্বপ্নের বাসর
নতুনের আবাহনে চারদিকে উতসবের ধ্বনি
প্রাণের ঝঙ্কারে ওঠে রণি
রাঙা-মেঘে বর্ণে বর্ণে আঁকা হয় চৈত্রের আকাশ
পুরনো ফেলুক দীর্ঘশ্বাস
(কল- ৪১)

মাপ কাঠি
বুদ্ধদেব নাগ মজুমদার

প্রেমের কবিতা লিখতেও
কি প্রয়োজন বয়সের মাপকাঠি!
লোকে কেন তবে বলে
এই বয়সেও?
মনে হয় ভাজা মাছটা
উল্টে খেতে জানে না
ডুবে ডুবে জল খাও, ইত্যাদি কত কথা।
শুনলে মনে লাগে না ব্যাথা
বুঝি এ তাদের অজ্ঞতা।
তাদের কাছে প্রেম শুধু বন্ধন,
শুধু দুটি মিলন,
চাঁদ সুন্দর, তাই চেয়ে থাকি,
এও কি প্রেম নয়?
(শ্রীকলোনী, কলকাতা)

কর্তব্য
স্বস্তিকা ঘোষ

তিন দিনের বিবাহে সন্তান সম্ভবা
স্বামীর খোঁজ নেই, নিরুদ্দেশ
বলভৃক মাথায় নিয়ে সন্তানের জন্ম।
চোখের জলে নিরুত্তর স্ত্রী।
এক পৃথিবী প্রশ্নবাণে জর্জরিত।
কিন্তু উত্তর 'নিখোজের সন্ধানে'
কলমে স্বামীর ছবি।
(দৌলতাবাদ, দঃ ২৪ পরগণা)

চোরাবালির গহীনে
শিপ্রা আঢ্য ব্যানার্জী

পাগলপারা নদী
হাজারো ঢেউয়ের স্রোতের সাথে
চলার বাঁকে বাঁকে হারায়
চির চেনা তীর
কখন যে অবাধ্য গতিতে
পাহাড়ের বুক চিরে নেমে আসা
উত্তাল ঝর্ণার আলিঙ্গনে
ডুবে যায় চোরাবালির গহীনে
বুঝতে নারে
অজান্তে শীতল উষ্ণতায়
হারায় তার গতি
চোরাস্রোতের গভীরে গভীরে ....
(বিজয়গড়, কলকাতা)

বিবর্জিতা
সুদামকৃষ্ণ মণ্ডল

বিহঙ্গের মতো উড়ে চলা
মেঘের পাশে পাশে
হারিয়ে তোমার ঠিকানা
নিরুদ্দেশের পথে নতুন আস্তানায়
মেট্রিয়াকাল সমাজের কেউ তুমি
নিজেকে ভেবেছ কোয়াটানিয়েঙ
তোমার কামাগ্নি দহন করে শরীর
খাক্ করে পুরুষের পৌরুষ।
গাছের বাকল ঢাকে তার শরীর
তোমার উলঙ্গতা বৃহন্নলাকে প্রশ্রয় দেয়
স্নেহতুরা, মাতৃত্বের খনি উন্মোচিত করে
অজস্র বৈভবের মাঝে দ্যুতিময় বিভীষিকা
ব্যাভিচারী ললনার শোকার্ত স্তুপ
ক্যাকটাস ভীতির সারল্যে
ভীতু নতজানু মোচিত তৃণ।
নও নারী মাতৃত্বহীন আভা মানস চোখে
কালের পাতায় তুমি ক্ষয়ে যাওয়া
চোরা বালির চর।
(পুরন্দরপুর, অক্ষয়নগর, দঃ২৪ পরগণা)

আজও
সুখময় দাস

মৃতা কঙ্কালের বক্ষ ছোঁয়া বাতাস
ভেজা মাটির সোঁদা এক গন্ধ
টেনে আনে।
সে বাতাস আমি গায়ে মাখি, স্নান করি
হয়ে উঠি তৃপ্ত,
ভাবি ফিরে এলে, দেহে মনে প্রাণে
হয়নি মিলন আমাদের
তুমি ছিলে অপরের।
আমার কাছে উন্মোচিত, আজও তুমি
সেই তুমিই ...
বাতাসের সেই ঘ্রাণে শুধু ...
(পশ্চিম পুটিয়ারী, কল-৪১)

এসে চলে গেছে
শেফালী সরকার

মা এসেছিল, যখন আসতে হয়,
সময়ে বিদায় নিয়ে চলেও গেছে
সে আসতেই সব ভয় হতাশা ভুলে
আনন্দ উতসবে মেতে উঠেছিল সবাই ।
আজ শূন্য প্যান্ডেল, আলো নেই, শুধুই অন্ধকার।
পুকুর ঘাটে পড়ে আছে কাঠামোটা, প্রাণহীন
সকলের চোখের আড়ালো।
এই তো সেদিন প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়েছিল মায়ের,
তারপর কত প্রার্থনা, সব শুনেছিল মা হাসিমুখে !
হাতের মুদ্রায় ছিল অভয়বাণী।
নির্নিমেষ চেয়ে থাকি কাঠামো টার দিকে
যত অস্থিরতা, উন্মাদনা সব অস্তমিত
নীরবে প্রণাম জানাই প্রতিনিয়তঃ
খুঁজে ফিরি শান্তি, শুধু শান্তি।
ক্ষমা করে দিই সকলকে
যারা শুধু কাঁটার ঘায়ে ক্ষত সৃষ্টি করেছিল
সব ক্লান্তি দূরে যায়।
মা-কে দেখি নিভৃতে অন্তরে ॥
(মুর এভিন্যু, কলকাতা-৪০)

গ্রাম ও শহর
সুচিত চক্রবর্তী

কেউ জানে না কোথায় আমার গ্রামের বাড়িঘর,
গ্রামে কোনো ভাগ হোতো না আপন এবং পর।
অভাব অভিযোগের কথা শুনত সবাই কানে,
ভালবাসায় রাখত বেঁধে মাটির গানে গানে।
মাঝেমাঝে মনে পড়ে ফেলে আসা দিন,
ভাবতে ভাবতে কখন যেন হই যে দিশাহীন।
শহরেতে ফ্ল্যাটে থাকি সবাই একা একা,
চায় না কেউ কারোর সাথে করবে একটু দেখা।
সুখ-দুঃখের কথা কেউ চায় না শেয়ার করি,
নিজের কাজে ব্যস্ত থাকি নিজেই একা লড়ি।
গ্রাম, শহরের মধ্যে ফাঁক, আছে টানাটানি,
তাইতো আজও গ্রাম শহরের চলছে কানাকানি।
(বিজয়গড়, কলকাতা)

লবঙ্গ পাতায়
তীর্থঙ্কর সুমিত

কারুকার্যহীন লবঙ্গ পাতায়
গত কয়েক বছরের বিকেল দেখেছিলাম
ডোবার শামুকে হাঁসের চঞ্চুর মিলন
কিম্বা আকাশরঙা নীলে...
ভোরের শালিকের মিলিয়ে যাওয়া
স্বপ্নবিভোর মুহূর্তে আজ
শৈশবের নদী চরাচর জুড়ে
ইমারতের ভিড়ে মিলিয়ে গেছে।

বোঝা পড়া
মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল

এ এক আজব দেশ, এর কাহিনীর নেই কোন শেষ,
চলছে যত মাদারিকা খেল, শহিদ মিনারের নীচে
আবার রাখছে নিত্য নতুন বেশে।
ফুটপাতে যত হকার্স হাঁকছে সেল, সেল
তবু আছে প্রাণের উচ্ছাস প্রাণ চঞ্চল, চকিত
চমকে জাগায় কল্লোল
ব্যস্ত জীবন ছুটন্ত, ফুটন্ত গোলাপ লাল
যেন সবর্দা সকাল, করে জীবনের যত হিল্লোল
আবার জমে ওঠো সার্কাস যখন তখন
রাজনৈতিক চাপান উতর। চলে কত তরজা পালার গান।
কেউ দোষী নয়, সবাই সাধু করে প্রচার সময় সময়,
পেশাদার অভিনেতা-অভিনেত্রীর মত
নেতা নেত্রীরা থাকে কত ভূমিকায়।
পারদর্শি তারা যত আসর জমাতে বেণী পুতুলের নাচে,
প্রাণবন্ত করে, আসে জীবনের জোয়ার,
আছড়ে পড়ে তরঙ্গের পর তরঙ্গ ধ্বনিত করে কত শব্দ
জীবন যন্ত্রণা তখন নিঃস্তব্ধ।
আবার আখের রসের মত নিগড়ে নেয় যান্ত্রিক মেশিনে
আজব রাজ্যের আজব প্রজা যেন কিছু বোঝে না।
নিজের পাওনাটা ছাড়া কিছু জানে না।
নিজেকে আবার নির্বাক রাখা
মূল্য বোধ তখন থমকে দাঁড়ায়, বিচার-বুদ্ধি হারিয়ে।

(প্রতি মাসের একটি সংখ্যায় মাঙ্গলিকীর পাতায় আমরা কবিতা, ছড়া, অণু গল্প প্রকাশের আয়োজন করেছি। কবিতা বা ছড়া (১২ ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। প্রতিটা রচনার শেষে প্রতিবার অবশ্যই ঠিকানা লিখুন। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন এই ঠিকানায় ॥ সুকুমার মণ্ডল, বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা-৭০০ ০৪১ / 9903835611)

আঁতস কাঁচে

মহমেডানের জয়

আই লিগে আগের ম্যাচে গোকুলম এফসি'র বিরুদ্ধে এগিয়ে গিয়েও ড্র করেছিল মহমেডান। নামধারী এফসিকে তাদের ঘরের মাঠে ১-০ গোলে হারিয়ে ফের জয়ের রাস্তায় ফিরল আন্দ্রে চের্নিশভের ছেলেরা। নেপথ্যে বেনস্টন ব্যারেটো। চোটের কারণে দীর্ঘদিন মাঠের বাইরে ছিলেন তিনি। নামধারীর বিরুদ্ধে পরিবর্ত হিসেবে নেমে দুর্দান্ত গোলে নিজের প্রতিভা আরও একবার তুলে ধরলেন তিনি। এই জয়ের ফলে ৯ ম্যাচে ২৩ পয়েন্ট নিয়ে টেবলের শীর্ষ স্থানেই রইল মহমেডান।

ইস্টবেঙ্গলের লক্ষ্য

জানুয়ারির ট্রান্সফার উইন্ডোতে আবারও দল গড়ার কাজে নামছে ইস্টবেঙ্গল। আইএসএলের প্রথম ছয়ে থাকাই এবার প্রধান টার্গেট লাল-হলুদের। হায়দরাবাদ এফসির হিতেশ শর্মাকে পেতে ঝাঁপাচ্ছে ইস্টবেঙ্গল। গত কয়েক বছর ধরেই হায়দরাবাদের জার্সিতে নজর কেড়েছেন এই অ্যাটাকিং মিডিও। অন্যদিকে সিভেরিওতে মোহভঙ্গ লাল-হলুদের। স্প্যানিশ স্ট্রাইকারকে ছেড়ে এক ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ডকে নেওয়ার ভাবনা ইস্টবেঙ্গলের। ব্রাজিলের স্ট্রাইকারের সঙ্গে কথাবার্তাও অনেকদূর এগিয়েছে। মহমেডান স্পোর্টিংয়ের ডেভিডও রয়েছেন লাল-হলুদের নজরে।

প্যারা গেমস

নতুন দিল্লিতে চলছে খেলো ইন্ডিয়া প্যারা গেমস। কেন্দ্রীয় ক্রীড়া ও যুব বিষয়কমন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর দিল্লিতে কেডি যাদব ইন্ডোর স্টেডিয়ামে খেলো ইন্ডিয়া প্যারা গেমস'-এর প্রথম সংস্করণের উদ্বোধন করেন। খেলো ইন্ডিয়া প্যারা গেমসে ৩২টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ১ হাজার ৪০০ জনেরও বেশি অ্যাথলিট অংশ নিয়েছেন। ১৭ ডিসেম্বর অবধি চলবে প্রতিযোগিতা।

শিল্ডে ইস্টবেঙ্গল

৯০ বছরের প্রাচীন কুলদাকান্ত শিল্ডে' অংশ নিতে রায়গঞ্জ যাচ্ছে ইমামি ইস্টবেঙ্গল। মূলত সদ্য সমাপ্ত কলকাতা লিগে যে দলটি অংশ নিয়েছিল ইস্টবেঙ্গলের সেই দলটাই কুলদাকান্ত শিল্ড' খেলতে মাঠে নামবেন লাল-হলুদ ব্রিগেড বাহিনী।ইস্টবেঙ্গল ছা।।ও অংশ নিচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমি, কলকাতার শতাব্দী প্রাচীন ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ স্পোর্টস ক্লাব। টুর্নামেন্ট শুরু ১৬ ডিসেম্বর। ফাইনাল ২৩ ডিসেম্বর।

বিদায় ডায়মন্ডের

আই লিগের তৃতীয় ডিভিশন থেকে বিদায় নিল ডায়মন্ড হারবার এফসি। আই লিগের তৃতীয় ডিভিশন থেকে আগেই ছিটকে যায় ভবানীপুর। কেরল ইউনাইটেডের সঙ্গে ৩-৩ ড্র করে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নেয় কলকাতার এই ফুটবল ক্লাব। এবার তৃতীয় ডিভিশন থেকে ছিটকে গেল ডায়মন্ড হারবার এফসি। স্পোর্টিং ক্লাব বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে প্রথমার্ধে ২-০ গোলে এগিয়ে থাকলেও, শেষপর্যন্ত ড্র করে কিবু ভিকুনার দল।

বোর্ডের প্রস্তাবে অর্জুন পুরস্কারের তালিকায় শামি

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ বিশ্বকাপ জিততে পারেননি। কিন্তু অন্য একটি সম্মান পেতে পারেন মহম্মদ শামি। অর্জুন পুরস্কারের জন্য তাঁর নাম মনোনীত করা হল। টি-২০, টেস্ট ও ওডিআই তিন ফরম্যাটে বর্তমানে টিম ইন্ডিয়ার ধারাবাহিক বোলার যদি কেউ হয়ে থাকেন তিনি হলেন মহম্মদ শামি। চোট আঘাত সবমিলিয়ে তিনি টানা খেলে যাচ্ছেন। বয়সের জন্য এশিয়া কাপে তাঁকে দলের বাইরে রাখলেও তিনি সুযোগ পেয়েই চমক দেখিয়েছেন। সেই তালিকায় তাঁর সর্বশেষে সংযোজন ওডিআই বিশ্বকাপ। ব্যাটিং পিচ হোক বা টার্নিং ট্র্যাক, তিনি সবেতেই নিজের দাপট দেখিয়েছেন। তাঁর এই বোলিংয়ের ফলে দেশ বিশ্বকাপ না জিতলেও তিনি এর ফল পেতে চলেছেন। অর্জুন পুরস্কারের জন্য তাঁর নাম মনোনীত করেছে বিসিসিআই। বোর্ডই বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে ক্রীড়ামন্ত্রকের কাছে আবেদন করেছে শামিকে অর্জুন পুরস্কারের তালিকায় রাখতে। ক্রীড়ামন্ত্রকের এই তালিকায় প্রথমে ছিল না মহম্মদ শামির নাম। ওডিআই বিশ্বকাপে তাঁর পারফরম্যান্স দেখে তাঁর নাম তালিকায় যোগ করে দেওয়ার আবেদন করেছে বিসিসিআই। ৩৩ বছর বয়সি শামি ধারাবাহিকভাবে ভালো খেলে গিয়েছেন। তিনি বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৭ উইকেট নেন।

২০২৩ সালের বিশ্বকাপে তিনি সবথেকে বেশি উইকেটও নেন। তিনি সবকটা ম্যাচ খেলেননি। তিনি মাত্র সাতটা ম্যাচ খেলে নিয়েছেন ২৪টা উইকেট। এবার অর্জুন পুরস্কার পেলে তাঁর কেরিয়ার পূর্ণতা পাবে। ক্রীড়াক্ষেত্রে মনে রাখার মতো পারফরম্যান্সের জন্য অর্জুন পুরস্কার দেওয়া হয়। মেজর ধ্যানচাঁদ খেলরত্ন পুরস্কারের পর অর্জুন পুরস্কার। অর্থাৎ, ক্রীড়াজগতের দিক থেকে এটা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পুরস্কার। ১৯৬১ সালে প্রথমবার এই পুরস্কার পান দেশের তীরন্দাজ কৃষ্ণা দাস। এরপর প্রতি বছর অর্জুন পুরস্কার দেওয়া হয়। শামি ছাড়াও আরও ১৬ জন ক্রীড়াবিদ অর্জুন পুরস্কার পেতে পারেন। অন্যদিকে, ধ্যানচাঁদ খেলরত্ন পুরস্কার পেতে পারেন সাত্ত্বিক সাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি এবং চিরাগ শেট্টি। ক্রীড়াজগতে শ্রেষ্ঠ সম্মান এটা।

নবান্ন উৎসবের মাঝে জমাটি ফুটবলে মাতল ধান্যরুখী

দেবাশিস রায় : নবান্ন উৎসবের মাঝেই জমজমাট ফুটবল টুর্নামেন্টে মাতল ধান্যরুখী গ্রাম। পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট ব্লকের ধান্যরুখী গ্রামের ময়দানে ১০ ডিসেম্বর রবিবার বসেছিল এলাকার ঐতিহ্যবাহী ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল পর্বের আসর। 'কৃত্তিবাস ঘোষ স্মৃতি বিজয়ী ট্রফি এবং আনন্দমোহন রায়চৌধুরী স্মৃতি বিজিত ট্রফি' নামাঙ্কিত এই ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজক ছিল ধান্যরুখী নওজোয়ান সংঘ।

একাধিক জেলা মিলিয়ে মোট আটদলীয় নকআউট টুর্নামেন্টটি শুরু হয়েছিল গত ২৯ অক্টোবর। উৎসবের আবহে আয়োজিত এবারের টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয় দাঁইহাট ফুটবল আকাদেমি। টানটান উত্তেজনাপূর্ণ চূড়ান্ত পর্বের লড়াইয়ে ১-০ গোলের ব্যবধানে পরাজিত হয় শালু ফুটবল একাদশ। বিজয়ী এবং বিজিত দলকে নগদ অর্থ সহ ট্রফি দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়েছে। এদিন ফাইনাল খেলা দেখার আনন্দ তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করার জন্য আশপাশের এলাকা থেকে অসংখ্য ক্রীড়ামোদী ধান্যরুখী ফুটবল ময়দানের চারিপাশে হাজির হয়। ধান্যরুখী নওজোয়ান সংঘের সহ সম্পাদক কৌশিক ঘোষ বলেন, আমাদের এই ফুটবল টুর্নামেন্ট এবারে ৬৩ বর্ষ পূর্ণ করল। এবারের খেলায় অংশগ্রহণ করে পূর্ব বর্ধমান জেলার দাঁইহাট ফুটবল আকাদেমি, ভাতার অ্যাথলেটিক ক্লাব, সমুদ্রগড় এফ সি, কাটোয়া গ্রিন স্টার, এড়ুয়ার উদয়চল ক্লাব ও মেঝিয়ারী শ্রী দুর্গা শ' মিল ফুটবল একাদশ এবং মুর্শিদাবাদ জেলার শালু ফুটবল একাদশ ও প্রসাদপুর নেতাজি মিলন সংঘ। টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয় দাঁইহাট ফুটবল আকাদেমি। আমরা সারাটা বছর অধীর আগ্রহ নিয়ে এই ফুটবল টুর্নামেন্টের জন্য অপেক্ষা করে থাকি। প্রতি বছর দুর্গাপুজোর পরপরই আমাদের ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু হয়ে যায় এবং নবান্নের সময় ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মূলত কৃষিপ্রধান এলাকা হিসাবে পরিগণিত ধান্যরুখী গ্রামে বহুকাল আগে থেকেই ফুটবল খেলার প্রতি আগ্রহ ছিল। সেই সময়ে যুব সম্প্রদায় এই খেলার মধ্য দিয়েই কার্যত শরীরচর্চা করতেন। তারপর একসময় ফুটবল খেলাকে সঙ্গী করেই ধান্যরুখী নওজোয়ান সংঘের সূচনা হল। যুবসম্প্রদায় নব উদ্যমে পথচলা শুরু করলেন। সেই ধারা আজও বহমান।

আইপিএলে কি বাংলার ক্রিকেটাররা সুযোগ পাবেন

নিজস্ব প্রতিনিধি : সৈয়দ মুস্তাক আলীর পর বিজয় হাজারে ট্রফিতেও ভরাডুবি হয়েছে বাংলার। আইপিএলের বিভিন্ন দলে বাংলার কিছু ক্রিকেটার রয়েছেন। এবার সেই সংখ্যা আরও বাড়বে কিনা তা জানতে অপেক্ষা করতে হবে ১৯ ডিসেম্বর অবধি। ঝাড়াই-বাছাইয়ের পর বেছে নেওয়া হয়েছে ৩৩৩ জনকে। যদিও ৩০ বিদেশি-সহ দল পেতে পারেন সর্বাধিক ৭৭ জন ক্রিকেটার। এই তালিকায় নাম রয়েছে বাংলার ৯ জন ক্রিকেটারের। তাঁদের মধ্যে ২জন আগে পাঞ্জাব ফ্র্যাঞ্চাইজিতে ছিলেন। অভিমন্যু ঈশ্বরণ, ঋত্বিক চট্টোপাধ্যায়, কৌশিক মাইতি, সুদীপ ঘরামি সহ বাংলার বেশ কয়েকজন ক্রিকেটারকে দেখা গিয়েছিল সল্টলেক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস মাঠে। সেই শিবির চলাকালীন ছিলেন দিল্লি ক্যাপিটালসের ডিরেক্টর অব ক্রিকেট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, হেড কোচ রিকি পন্টিং। সৌরভের দিল্লি ক্যাপিটালসে ইতিমধ্যেই বাংলার অভিষেক পোড়েল ও মুকেশ কুমার রয়েছেন। সৌরভ আছেন বলেই আশায় বুক বাঁধছেন বাংলার ক্রিকেটাররা। কেন না, কলকাতা নাইট রাইডার্স বাংলার ক্রিকেটারদের নিতে আগ্রহ দেখায় না। আইপিএলের নিলামের শেষে হতাশ হতে হয় বাংলার বেশিরভাগ ক্রিকেটারকেই। অভিমন্যু ঈশ্বরণ যেমন গতবারের নিলামে উইকেটকিপার হিসেবে দল পেতে মুখিয়ে ছিলেন। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। অভিমন্যু অবশ্য এবার ব্যাটার হিসেবেই আইপিএল নিলামে দল-প্রত্যাশী। বাংলার যে ৯ ক্রিকেটারের নাম রয়েছে তালিকায়, তাঁদের সকলেরই বেস প্রাইস ২০ লাখ টাকা। কিংস ইলেভেন পঞ্জাব ও পাঞ্জাব কিংসে খেলা ঈশান পোড়েলের নাম আছে ৯ নম্বর সেটে, বোলারদের তালিকায়। ১৫ নম্বর সেট বাংলার ক্রিকেটারদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। কেন না, এই সেটে ব্যাটারদের তালিকায় নাম রয়েছে অভিমন্যু, সুদীপ ও ২০ বছরের ব্যাটার শশাঙ্ক সিংয়ের। ১৬ নম্বর সেটটি অলরাউন্ডারদের। এখানে নাম রয়েছে ঋত্বিক চট্টোপাধ্যায়ের, যিনি পঞ্জাব কিংসে ছিলেন। এই তালিকায় নাম আছে কৌশিক মাইতির। এই সেটে অলরাউন্ডার হিসেবে যেমন মহম্মদ শামির ভাই মহম্মদ কাইফের নাম রয়েছে, তেমনই আবার ১৮ নম্বর সেটে কাইফের নাম রয়েছে বোলারদের তালিকাতেও। ফলে শামির সঙ্গে একই আইপিএলে তাঁর ভাই কাইফ খেললে সেটাও নজির হবে। ১৭ নম্বর সেটে উইকেটকিপারদের তালিকায় নাম রয়েছে শাকির হাবিব গান্ধীর। ১৮ নম্বর সেটে বোলারদের তালিকায় নাম রয়েছে রবি কুমারের।

বাড়ানো হচ্ছে দর্শকাসন, নতুন রূপে সামনে আসছে ইডেন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য সুখবর। দর্শকাসন সংখ্যা বাড়ছে ইডেনের। ৬৫ হাজার থেকে বেড়ে আসন সংখ্যা হবে ৮৫ থেকে ৯০ হাজার। ডেডলাইন ২০২৬ বিশ্বকাপ। তার আগেই শেষ হবে ক্রিকেটের নন্দনকাননের মেকওভারের কাজ। দেশের বৃহত্তম ক্রিকেট স্টেডিয়াম আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম। যেখানে এক সঙ্গে ১ লাখ ৩০ হাজারের বেশি সমর্থক বসে খেলা দেখতে পারেন। তার পরেই ইডেন। দর্শকদের কথা মাথায় রেখেই ইডেনে আরও আসন সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। ২০২৪ সাল থেকেই শুরু হবে ইডেন সংস্কারের কাজ। মূলত, আকাশবাণী ও হাইকোর্ট সংলগ্ন গ্যালারির এফ,ডি, জি, এইচ আর ই ব্লকগুলি সংস্কার হবে। গ্যালারির মাথায় বসানো হবে ছাদ। বাড়বে কর্পোরেট বক্সের সংখ্যাও। ফলে ওই বক্সের সংখ্যা বাড়লে সিএবির আয়ের পরিমাণও বাড়বে। ২০২৬ টি২০ বিশ্বকাপ শুরুর আগেই ইডেনে সংস্কারের কাজ শেষ করার কথা রয়েছে। তবে, এই সংস্কারের জন্য আইপিএল ম্যাচ আয়োজনে কোনও অসুবিধা হবে না। এমনটাই জানিয়েছেন সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গাঙ্গুলি। চলতি বছর ভারতেই বিশ্বকাপ আয়োজিত হয়। ক্রিকেট বিশ্বের সবচেয়ে বড় টুর্নামেন্টে পাঁচটি ম্যাচ আয়োজনের দায়িত্ব পায় ইডেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও টিকিটের হাহাকার দেখা যায়। ভবিষ্যতে এই সমস্যা এড়াতেই এই পদক্ষেপ নিল বঙ্গ ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা। আগে ইডেনে ১ লাখের অধিক দর্শক ম্যাচ দেখতে পারতেন। কিন্তু ২০১১ বিশ্বকাপের জন্য সংস্কারের পর ইডেনের দর্শকসংখ্যা কমে যায়।

আইএসএলের মাঝেই সুনীলদের কোচ ছাঁটাই

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ কোচের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল সিমন গ্রেসনকে। বেঙ্গালুরু এফসির হয়ে ডুরান্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন, সুপার কাপের ফাইনালিস্ট হওয়ার পাশাপাশি আইএসএল'এ সুনীল ছেত্রীদের ফাইনালে তুলে দেওয়ার পিছনে বিরাট অবদান রয়েছে এই ইংরেজ কোচের। তাঁকেই এবার ছাঁটাই করে দিল বেঙ্গালুরু এফসি। একটা সময় দুরন্ত ফর্মে ছিলেন গ্রেসন। তাঁর তত্ত্বাবধানে একের এক ট্রফি ঢুকেছে বেঙ্গালুরু শিবিরে। কিন্তু চলতি মরসুমের শুরু থেকেই তাঁকে এবং দলকে ছন্দে দেখা যাচ্ছে না। চলতি আইএসএলে নয় ম্যাচের মধ্যে মাত্র একটিতে জয় পেয়েছেন সুনীলরা। বাকি ৮টি ম্যাচের মধ্যে ৪টি ম্যাচে অমীমাংসিত অবস্থায় শেষ হয়েছে ও বাকি ম্যাচগুলি ড্র করেছে বেঙ্গালুরু। এই সুবাদে তাদের সংগ্রহ মাত্র ৭ পয়েন্ট। দীর্ঘদিন ধরে ছন্দে না থাকার কারণে গ্রেসনের উপর থেকে ভরসা উঠে গিয়েছে বেঙ্গালুরুর, এমনটাই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

শুধুমাত্র গ্রেসনই নন, তাঁর পাশাপাশি চাকরি গিয়েছে সহকারি কোচ নেইল ম্যাকডোনাল্ডের। এই দিন ছাঁটাইয়ের পর গ্রেসনের উদ্দেশ্যে বেঙ্গালুরুর পক্ষ থেকে একটি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, আমরা গ্রেসনকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। গত মরসুমে তাঁর তত্ত্বাবধানে দল দুরন্ত পারফরম্যান্স করেছে। এমনকী তাঁর সৌজন্যে বেঙ্গালুরু ট্রফি ক্যাবিনেটে ডুরান্ড কাপ যুক্ত হয়েছে। তাই তাঁর ভবিষ্যতের জন্য শুভকামনা রইল।' ২০২২-২৩ মরসুমে বেঙ্গালুরু'র সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন গ্রেসন। তাঁর প্রশিক্ষণে তিনটি বড় টুর্নামেন্টের (সুপার কাপ, আইএসএল এবং ডুরান্ড কাপ) ফাইনালে খেলেছেন সুনীল'রা। এ হেন ইংরেজ কোচকেই এবার বিদায় জানাল বেঙ্গালুরু।

রাজ্য টেবিল টেনিসের প্রশাসনিক দ্বৈরথের নির্বাচন নতুন বছরেই

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ বেঙ্গল স্টেট টেবল টেনিস সংস্থার নির্বাচনের দিনক্ষণ একপ্রকার চূড়ান্ত। সব ঠিক থাকলে ৭ ফেব্রুয়ারি হতে চলেছে রাজ্য টেবল টেনিস সংস্থার নির্বাচন। ২০১৯ সালে রাজ্যের টেবল টেনিস সংস্থাগুলি এক ছাতার তলায় আসে। এক রাজ্য, এক সংস্থা নিয়ম কার্যকর হওয়ার পরই ডব্লুটিটিএ, উত্তরবঙ্গ টেবল টেনিস সংস্থাসহ বাকি অ্যাসোসিয়েশনগুলো এক ছাতার তলায় চলে আসে। নভেম্বরের মধ্যে রাজ্য টেবল টেনিস সংস্থার নির্বাচন হওয়ার কথা থাকলেও তা হয়নি। এমনকী রাজ্য টেবল টেনিস সংস্থার বিরুদ্ধে আদালতে মামলাও হয়। আদালত অবমাননার অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলাও হয়। শেষ পর্যন্ত সেই রাজ্য টেবল টেনিস সংস্থার নির্বাচনের দিনক্ষণ চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। গত ১৫ নভেম্বর এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের বৈঠকেই রাজ্য টেবল টেনিস সংস্থার নির্বাচনের দিন প্রাথমিক ভাবে ঠিক হয়েছে। ২৪ থেকে ২৯ ডিসেম্বরের মধ্যেই সমস্ত অনুমোদিত এবং জেলা সংস্থাগুলিকে নোটিশ পাঠিয়ে নির্বাচনের দিন জানিয়ে দিতে চলেছে বিএসটিটিএ। জানুয়ারিতে আবার অনূর্ধ্ব-১৭ এবং অনূর্ধ্ব-১৯ জাতীয় টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের আসর বসতে চলেছে বাংলায়। ৬ থেকে ১৪ জানুয়ারি কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে হতে চলেছে সেই টুর্নামেন্ট। তবে এই মুহূর্তে রাজ্য টেবল টেনিস সংস্থার নির্বাচনের দিকেই বিশেষ নজর রয়েছে। নতুন স্পোর্টস কোড অনুযায়ী, কোনও সংস্থায় কোনও কর্তা ৮ বছরের বেশি থাকতে পারবেন না। সেক্ষেত্রে ৪ বছরের জন্য কুলিং অফে যেতে হবে সেই ব্যক্তিকে। ২০০৯ সাল থেকে টেবল টেনিস সংস্থার সঙ্গে যুক্ত শর্মি সেনগুপ্ত। মান্তু ঘোষও ১২ বছরের বেশি সময় ধরে যুক্ত আছেন। অন্যান্য পদেও দেখা যাবে বদল। রাজ্য টেবল টেনিস সংস্থার অন্তর্বর্তী সভাপতি স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের (বাবুন) বিরুদ্ধেও রয়েছে অভিযোগ। টেবল টেনিসের পাশাপাশি রাজ্যের অন্যান্য বেশ কয়েকটি সংস্থার পদে আছেন তিনি। স্পোর্টস কোড অনুযায়ী, একজন ব্যক্তি একই সঙ্গে একটি রাজ্যে একটির বেশি কোনও সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারবেন না। যা শোনা যাচ্ছে, তাতে টেবল টেনিস সংস্থার সচিব পদে লড়তে দেখা যেতে পারে পৌলমী ঘটককে।

এশিয়ান কাপের জন্য ৫০ জনের প্রাথমিক দল

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ আগামী মাসে দোহায় এশিয়ান কাপের জন্য সম্ভাব্য ৫০ সদস্যের সম্ভাব্য তালিকা ঘোষণা করলেন ভারতীয় দলের হেড কোচ ইগর স্টিমাচ। দলে রয়েছে মোহনবাগানের দশজন ফুটবলার। ইস্টবেঙ্গলের তিনজন। এই তালিকা থেকেই চূড়ান্ত দল বেছে নেওয়া হবে। মাসের শেষে হবে জাতীয় শিবির। দোহাতেই এশিয়ান কাপের প্রস্তুতি নেবেন সুনীল ছেত্রীরা। ৫০ জনের দলে কোনও চমক নেই। নতুন মুখ বলতে ইস্টবেঙ্গলের নন্দকুমার। মাঝে বাদ পড়লেও দলে ফিরলেন প্রীতম কোটাল। এশিয়ান কাপের গ্রুপ বি-তে অস্ট্রেলিয়া (১৩ জানুয়ারি), উজবেকিস্তান (১৮ জানুয়ারি) এবং সিরিয়ার (২৩ জানুয়ারি) বিরুদ্ধে খেলবে ভারত। প্রতি গ্রুপের সেরা দুটি দল ও চারটি সেরা তৃতীয় স্থানাধিকারী দল শেষ ষোলোয় উঠবে। ৩০ ডিসেম্বর থেকে এই টুর্নামেন্টের জন্য প্রস্তুতি শিবির শুরু করবে ভারতীয় দল। দোহাতেই এশিয়ান কাপের প্রস্তুতি নেবেন সুনীল ছেত্রীরা। সেই শিবিরের জন্যই এই সম্ভাব্য দল ঘোষণা করলেন স্টিমাচ।

সম্ভাব্য দলে আছেন

গোলরক্ষক

গুরপ্রীত সিং সান্ধু, অমরিন্দর সিং, বিশাল কয়েথ, ধীরজ সিং, গুরমিত সিং চহাল।

ডিফেন্ডার

নাওরেম রোশন সিং, বিকাশ ইউমনাম, লালচুঙনুঙ্গা, সন্দেশ ঝিঙ্গন, নিখিল পূজারি, চিংলেনসানা সিং, প্রীতম কোটাল, হরমিপম রুইভা, শুভাশিস বোস, আশিস রাই, আকাশ মিশ্র, মেহতাব সিং, রাহুল ভেকে, নরেন্দ্র গেহলট, আময় রানাওডে।

মিডফিল্ডার

সুরেশ সিং ওয়াংজাম, রোহিত কুমার, ব্র্যান্ডন ফার্নান্ডেজ, উদান্ত সিং, ইয়াসির মহম্মদ, জিকসন সিং, অনিরুদ্ধ থাপা, সহাল আব্দুল সামাদ, গ্ল্যান মার্টিন্স, লিস্টন কোলাসো, দীপক টাঙরি, লালেংমাউইয়া রালতে, বিনীত রাই, নিনথোঙ্গানবা মিতেই, নাওরেম মহেশ সিং।

ফরোয়ার্ড

সুনীল ছেত্রী, রহিম আলি, ফারুখ চৌধুরি, নন্দকুমার শেখর, শিবশক্তি নারায়ণন, রাহুল কেপি, ঈশান পন্ডিতা, মনবীর সিং, কিয়ান নাসিরি, লালিয়ানজুয়ালা ছাঙতে, গুরকিরাত সিং, বিক্রম প্রতাপ সিং, বিপিন সিং, জেরি মাওয়িঙথাঙ্গা, পার্থিব গগৈ।

বাংলার ফুটবলের সঙ্গে বাঙালির আবেগকে উস্কে দিল সিএসজেসি

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ বাঙালির ফুটবল মানেই আবেগ। সেই আবেগেই যেন নতুন রং এনে দিল বাঙালির মননে থাকা সুলেখা' কালি। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহমেডান জার্সির রঙে অর্থা সবুজ মেরুন, লাল হলুদ ও সাদা কালো মোট ৬ রংয়ের কালি পাওয়া যাবে এখন থেকে। খেলার সঙ্গে বাংলার আবেগকে জুড়ে দিতে এমনই অভিনব উদ্যোগ নিল সিএসজেসি ও সুলেখা। কালির পাশাপাশি এই তিন ক্লাবের রংয়ে পাওয়া যাবে পেনও। সিএসজেসির ৬৯ তম প্রতিষ্ঠা দিবসে এক অভিনব উদ্যোগের ঘোষণা করল সিএসজেসি। দুই প্রাক্তন তারকা ফুটবলার গৌতম সরকার, প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন ছিলেন, তেমনই তিন প্রধানের কর্তারাও ছিলেন উৎসবে। মোহনবাগান সচিব দেবাশিস দত্ত বলেন, কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাব ও সুলেখা এক নতুন পথের সূচনা করল। বাংলার ফুটবল মোটেই খারাপ জায়গায় নেই। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহামেডান তিন ক্লাবই নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে চলেছে।' ইস্টবেঙ্গল শীর্ষ কর্তা দেবব্রত সরকারের কথায়, সিএসজেসির পাশে আমরা সব সময় আছি। যে অভিনব উদ্যোগ নেওয়া হল, কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। মহমেডান সচিব ইস্তিয়াক আহমেদ বলে গেলেন, কালো কালি দিয়ে খারাপ কিছু লেখা হলে, তা আমাদের সাদা রং মানে সাদা কালি দিয়ে মুছে ফেলা যাবে। প্রাক্তন ফুটবলার গৌতম সরকারের মন্তব্য, এই ক্লাব জীবনের শুরুতে আমাকে শ্রেষ্ঠ ফুটবলারের সম্মান দিয়েছিল। আজ তারা আরও এক অভিনব উদ্যোগ নিল।

ক্যারাটে চ্যাম্পিয়ান ছোট্ট ক্ষুদে আয়ুষ বিশ্বাস

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ মা-হারা সন্তানকে লালন পালন করে বড় করার ইচ্ছা। অভাব অনটনের সংসার। নুন আনতে পান্তা ফুরায়। ক্যানিং থানা সংলগ্ন আয়ুব নগরের বিশ্বাস পরিবার। রাজু বিশ্বাস। তাঁর একমাত্র সন্তান আয়ুষ। ৬ মাস বয়সে মাতৃহারা। পেশায় সামান্য একজন ক্যারাটে প্রশিক্ষক। কীভাবে ছেলেকে মানুষ করবেন সেই চিন্তায় মহাফাঁপরে পড়ে গিয়েছিলেন রাজু। কোনো দিক চিন্তা না করে ছেলেকে বড় করে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন। তবে সেই কাজ ছিল যথেষ্ট কঠিন। অদম্য জেদ আর ইচ্ছাশক্তি কে পাথেয় করে ছেলেকে বড় করার চেষ্টা করেন রাজু। এই চেষ্টাতেই মা-হারা সন্তানক সাফল্যের শিখরে নিয়ে গিয়েছেন রাজু।

১৪ বছর বয়সের আয়ুষ বিশ্বাস তাঁর বাবা রাজু ও ঠাকুমা পারুল দেবীর স্নেহে বড় হয়েছে।মায়ের স্নেহ বঞ্চিত ছোট্ট আয়ুষ বড় হয়ে দেশ মাতৃকার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে চায়।বর্তমানে ক্যানিংয়ের রায়বাঘিনী উচ্চমাধ্যমিক হাইস্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। পড়াশোনায় খুব ভালো না হলেও খেলাধূলায় অত্যন্ত ভালো। ক্যারাটেতে বাবার কাছে প্রশিক্ষণ নেওয়া ছোট্ট ক্ষুঁদে স্কুলের ক্রীড়া শিক্ষক রাজেন্দ্র নাথ বেরা'র নজরে পড়ে। তিনিও সমানভাবে প্রশিক্ষণ দিতে থাকেন আয়ুষকে। গত ৩ ডিসেম্বর ওয়েস্টবেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল ফর স্কুল গেমস এন্ড স্পোর্টস আয়োজিত পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোল ইন্ডোর

স্টেডিয়ামে। চারদিনের ৬৭ তম রাজ্য ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় ২৬টি জেলার কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রী অংশ গ্রহণ করে। বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। সেই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে আয়ুষ। সেখানে সকলকে তাক লাগিয়ে রাজ্য অনুর্দ্ধ ১৪ ক্যারাটে (ব্রাউন বেল্ট) প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণ পদক লাভ করে। পাশাপাশি ব্রাউন বেল্ট ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করায় আগামী দিনে জাতীয়স্তরে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছে আয়ুষ।উল্লেখ্য ২০২৩ এর শুরুতেই আন্তর্জাতিক স্তরে ক্যারাটে প্রতিযোগীতায় নেপালে তৃতীয় এবং জাতীয়স্তরে ক্যারাটে প্রতিযোগীতা হরিয়ানাতে প্রথম স্থান অধিকার করেছিল এই খুদে। ক্যানিং তথা রাজ্যের গর্ব আয়ুষ বড় হয়ে দেশ সেবার কাজ করতে চায়। তার কথায়,আমার মা নেই! তবে বাবা রয়েছে। মায়ের স্নেহ মায়া মমতা সবই বাবা ও ঠাকুমার কাছে পেয়েছি। এছাড়াও স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করে থাকেন। তাঁদের জন্য আজ আমি এই সাফল্য পেয়েছি। আগামী দিনে আন্তর্জাতিক স্তরে ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে স্কুল,রাজ্য এবং দেশের জন্য সম্মান উজ্জ্বল করার লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে চাই।' ছেলের এমন সাফল্যে খুশি রাজু বিশ্বাস।তিনি জানিয়েছেন,'মা-হারা সন্তান কে কতটা মানুষ করতে পেরেছি সেটা বড় কথা নয়। আগামী দিনে যাতে দেশ ও স্কুলের মুখ উজ্জ্বল করতে পারে সেই চেষ্টা করবো।'

অন্যদিকে স্কুল ছাত্রের এমন সাফল্যে ক্রীড়া শিক্ষক রাজেন্দ্র নাথ বেরা ও প্রধান শিক্ষক সুমিত ব্যানার্জী সহ অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকারা আনন্দিত। স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুমিত ব্যানার্জী জানিয়েছেন, 'আয়ুষ আমাদের স্কুলের গর্ব।আগামী দিনে যাতে করে আরো বড় সাফল্যের অধিকারী হতে পারে তারজন্য স্কুল আয়ুষের পাশে সর্বদা থাকবে।'

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com